BanglaBook.org
বাংলাবুক.অর্গ
মাতাল বুদ্ধ

মাতাল বুদ্ধ

ভাষান্তর ঃ অতুলকুমার দত্ত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৪। প্রকাশক : জয়দেব ঘোষ, মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। মুদ্রণ : স্বপন কুমার মণ্ডল, দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২০৯এ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, প্রচ্ছদ : কুমার অজিত। মূল্য : ২·০০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

বাবা ও মায়ের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে।

ভূমিকা

বৌদ্ধ সন্ত তাও-চির জীবনী অবলম্বনে রচিত মাতাল বুদ্ধ একটি বিখ্যাত চৈনিক উপন্যাস। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেকিয়াং প্রদেশে দক্ষিণ সুং রাজ-বংশের রাজধানীর কাছাকাছি তিনি বাস করতেন। প্রাচীন ও সর্বস্বীকৃত চৈনিক ঐতিহ্যানুযায়ী, তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম-শিক্ষার প্রতি তাও-চির আপাত-সঙ্গতিহীন দৃষ্টিভঙ্গী তাকে চীন-দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তাও-চিকে ঘিরে এত বেশী অলৌকিক কাহিনী গড়ে উঠেছে যে তার জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলি প্রায় সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে। তার জীবনী বিভিন্ন নামে প্রচলিত, যেমন "পরম দান-গুরু তাও-চির-জীবনী," "চি-তিয়েনের উৎকৃষ্ট উক্তি," "মাতাল বুদ্ধ" ইত্যাদি, তবে শেষোক্ত নামে অর্থাৎ "ৎস্নেইহ্ ফো" হিসেবেই বহুল প্রচারিত।

এই জীবনী-গ্রন্থের লেখক বা লিপিকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। চীনে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত উপন্যাস-রচনা অতি নিন্দনীয় সাহিত্যকর্ম ছিল। সাহিত্যের অন্যান্য প্রশংসনীয় ধারা যেমন কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদিতে খ্যাতি অথবা স্নাতকত্ব অর্জন করে থাকলে ঔপন্যাসিক আত্মগোপনের আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। সাধারণতঃ সস্তা সংস্করণে ছাপা সেই উপন্যাসগুলি প্রায়ই গ্রন্থাগারে রাখার অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হত, এবং খুব অল্প ক্ষেত্রেই প্রথম বা পরবর্তী সংস্করণের তারিখ নির্ভুলভাবে উল্লেখ করা হত। এমন কি উপন্যাসের রচনাকার অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক হতেন। সম্পাদক-প্রকাশকেরা রচনার বহু প্রয়োজনীয় অংশ সংযোজন বা বর্জন করতে ইতস্ততঃ বোধ করতেন না। বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের বিভিন্ন পরিবর্তিত ভাষ্য পাওয়া যায়; কখনো অন্যের রচনা থেকে সম্পূর্ণ কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে দেয়া বা মূল রচনা থেকে কিছু অধ্যায় বাদ দেয়া তেমন বিচিত্র ব্যাপার ছিল না। তদানীন্তন রাজবংশগুলি উপন্যাসকে একটু সন্দেহের চোখে দেখায় এবং অশ্লীল বা অন্তর্ঘাতমূলক ভেবে ঘন ঘন মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করায় লেখক ও প্রকাশকদের ছদ্ম-নামের ও পরিচিতির আড়ালে আত্মগোপন করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।
বর্তমান অনুবাদটির ভিত্তি মুখ্যতঃ Lan Fairweather-এর গ্রন্থ। Fairweather আবার ১৮৯৪-৯৫ সালের এক চীনা সংস্করণ অনুসারণ করেছেন। বর্তমান অনুবাদে আপাত অসঙ্গতিগুলি রাখা এবং কিছু কিছু পুনরুক্ত ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেয়া সত্ত্বেও পুরানো চীনা উপন্যাসের মোটামুটি একটা পরিচয় পেতে হয়ত অসুবিধে হবে না। মূল অর্থগ্রহণের সুবিধার জন্য কবিতাগুলিকে স্বচ্ছন্দ-অনুবাদ করা হয়েছে।
এই অনুবাদের কাজ আবর্ত-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদীপঙ্কর দত্ত, কবি শ্রীঅর্ধেন্দু চক্রবর্তী ও সাহিত্যিক শ্রীদেবব্রত মল্লিক ও পাবলিশিং হাউস এর স্বত্বাধিকারী শ্রীজয়দেব ঘোষ যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে, এঁদের অনুগ্রহ ছাড়া এই অনুবাদ কখনই সম্পূর্ণ হত না। এঁরা সকলেই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন। জাতীয় গ্রন্থাগারের ডক্টর বিজয় দেব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। তাঁর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

অতুলকুমার দত্ত

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

প্রথম অধ্যায়

প্রিয় হোক বিধি, বিধি-ভঙ্গও প্রিয়
বর্ণচ্ছটা বিচিত্র, স্বর্ণের।
শান্ত হৃদয় শান্তির অন্বেষী,
বরং জগৎ ভাল করে জেনে নাও ;
দুঃখকে নাও, দুঃখ করুক যোগ
জীবন-মৃত্যু, দিক এই মহাজ্ঞান ঃ
সবুজ ডালটি শুকায় অগ্নি-তাপে
অথচ সারাটি পদ্মে অগ্নি-শিখা।

যে লোহানের[১] কথা ভক্তি-প্লুত চিত্তে স্মরণ করি, তিনি পশ্চিম হ্রদের তীরে বাস করতেন। তাঁর শিক্ষাদর্শ পাঁচ হাজার বছর টিঁকে থাকবে এবং অগণিত বংশ-পরম্পরাক্রমে সশ্রদ্ধ সমাদর লাভ করবে। সুং রাজবংশের সম্রাট কাও ৎসুং দক্ষিণে পশ্চাদপসরণ করে চেকিয়াং প্রদেশের লিন-আন এ রাজধানী পুনরায় স্থাপন করে-ছিলেন। জীবন্ত বুদ্ধের বাসস্থান সেই পবিত্র পর্বত সেখানেই অবস্থিত ছিল। সম্রাট তার চারদিকে থি এন-থাই জেলা সৃষ্টি করলেন। সেখানে অনেক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা এবং চাং লাওদের[২] মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হল। এই বিশেষ বিহারের চাং লাও-এর বয়স ৬৮ বছর, তাঁকে ডাকা হয় খুং বলে। দীর্ঘকাল ধরে এখানে কোন লোহান অবতীর্ণ হননি এবং ছান-এর সাক্ষাৎ দীক্ষাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩]
একদিন ধর্মশিক্ষার জন্য সবাই সমবেত হয়েছেন। শীত পড়েছে, জমিতে তুষার। উত্তরের হাওয়া বইছে এবং সবাই কাঁপছেন···সান্ধ্য-ভোজনের শেষে চাং-লাও ভিতরের সভাগৃহে বুদ্ধাসনে বসেছেন, প্রথমে একা, তারপর সমস্ত শ্রমণ ক্রমে ক্রমে দুই পাশে সমবেত হলেন—ধূপকাঠি জ্বলছে ধোঁয়ার মেঘ উড়িয়ে আর অনেক প্রদীপ জ্বলছে ছায়া ছড়িয়ে। সবাই উপবেশন করলে, ধর্মব্যাকুল একজন উঠে এসে চাং-লাও-এর

---

১ লো-হান—যিনি বহুজন্মের অর্জিত পুণ্যের ফলে নির্বাণমুখী প্রজ্ঞা লাভ করেছেন। চীনা বৌদ্ধরা মহাযানী। তাঁদের মতে লোহান-রা অর্জিত পুণ্যে ভবচক্র থেকে মুক্তিলাভ করলেও অপরের মুক্তিলাভে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

২ চাং লাও—জ্যেষ্ঠ, বা প্রধান স্থবির, চীনা বৌদ্ধ বিহারে প্রধান স্থবিরের উপাধি।

৩ লো-হান-শব্দটি এখানে মূল বৌদ্ধ ধর্মমতের ব্যাখ্যা হিসাবে ব্যবহৃত। ছান সম্প্রদায়ের মতে যাঁর প্রজ্ঞা আছে, তিনি তা সরাসরি অপরকে দিতে পারেন। কাজেই বিহারর গৌরবের দিন আর নেই।
ছান=ধ্যান=জাপানী জেন।

সামনে নতজানু হয়ে বললেন, "এই সুন্দর, শান্ত মুহূর্তে গুরুদেবের কাছে ধর্ম শিক্ষার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল।"
চাং-লাও হাসলেন, বললেন, "শান্তি যদিও প্রজ্ঞালাভে সাহায্য করে, গতি-চাঞ্চল্যও তো আছে—শুধু শান্তি তো ভাল নয়।"
শিষ্য বললেন, "শান্তির মধ্য দিয়ে যদি প্রজ্ঞালাভ হয়, তবে অশান্তির মধ্য দিয়ে কি করে মঙ্গল আসবে ?"
চাং-লাও বললেন, "যদি গতির মধ্যে কোন চিন্তা না থাকে, তবে শান্তির মধ্যে কি করে চিন্তা বিচরণ করবে ?"
ঠিক তখনই বাজের মত একটা প্রচণ্ড শব্দ হ'ল; শ্রমণরা সবাই ভীত হলেন। চাং-লাও কিন্তু বললেন, "ভয়ের কারণ নেই। এই শান্তির মধ্যে অশান্তি এলে তার কারণ প্রথমে অনুসন্ধান কর।" শ্রমণরা তখন সারি বেঁধে দাঁড়ালেন, দলের প্রধান একটা প্রদীপ নিলেন আর সকলে, প্রাঙ্গণ থেকে অনুসন্ধান করতে গেলেন। ধ্যান সভা-গৃহে সবকিছু চুপ-চাপ কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা-গৃহে সোনালী ও লাল রঙে আঁকা লোহানের ছবির কাছে একটা বড় আসন উল্টে পড়েছে। কিভাবে শব্দটা হয়েছে তাঁরা বুঝতে পেরে, বা চাং-লাওকে বলবার জন্য ফিরে গেলেন।
চাং-লাও প্রথমে কিছু বললেন না, ভ্রূকুটি করে বসে রইলেন তারপর সভাগৃহে দেখতে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, "একটা শব্দে মাটি কেঁপে ওঠার ফলেই আসনটা পড়ে গেছে, কিন্তু লো-হান অবিচলিত, তিনি পূর্বেই প্রব্রজ্যা নিয়েছেন। বিষয়টা সুস্পষ্ট হতে হয়ত বেশীদিন বিলম্ব নেই। আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, এই বুদ্ধ-পুরোহিত রহস্যটি পুনরায় অনুসন্ধান করবে।" সকল ভিক্ষুই ভীত হয়ে পড়লেন, বুঝতে পারলেন না ভবিষ্যতে কি আছে।

যদ্‌ভাবী তদ্‌ভাবী নয়
আগমন তার সন্নিকট,
আগমন নির্গমন দুই
বোধিতরু[১] নিকষে হবে।

থিএন-থাই জেলার থাই চো মহকুমায় লি নামে একজন রাজকর্মচারী ছিলেন, তাঁর বাড়ি পাই-চুন-ফাংএ। তাঁকে মাও-চিং এবং ৎসান-শান বলেও ডাকা হ'ত। ৎসান-শান সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, ক্ষমতা বা খ্যাতি-লোভী ছিলেন না। তিনি কয়েক বছর চাকরীর পর অবসর নিয়ে গ্রামে বাস করতে ফিরে আসেন। তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত ধর্মশীলা ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর বয়স ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তানাদি হয়নি। ৎসান-শান স্ত্রী-পরায়ণ ছিলেন, কোন উপপত্নী গ্রহণ করতে চাননি, প্রত্যেক দিন বুদ্ধোপাসনা করতেন। অবশেষে এক রাত্রে এক

BanglaBoi.org

১ বোধিদ্রুম—বহু বিহারেই বটগাছ ছিল; বিশ্বাস করা হত সেগুলি মূল বোধিদ্রুমের শাখা-প্রসূত।

শান তাঁর স্ত্রীকে দেখা দিয়ে একটা পাঁচ-রঙা পদ্ম খেতে দিলেন। দশম মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত এইরকম ছয়বার হল। সুং সম্রাট কুয়াং-ৎসুং এর রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে, দ্বাদশ মাসের তৃতীয় দিনে (২২ ফেব্রুয়ারী, ১১৯২ খৃীঃ) তিনি এক পুত্র প্রসব করলেন। শিশুর মুখটি পূর্ণচন্দ্রের মত, চোখ দুটি উজ্জ্বল। জন্মমুহূর্তে একটা লাল আলোয় সারা বাড়ি ভরে উঠল—বাড়ির সৌভাগ্য ও আনন্দের প্রতীক। ৎসান-শান দম্পতি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে স্বর্গ-মর্ত্যের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তাঁদের সব জ্ঞাতি-বন্ধু এসে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। পূর্ণিমার দিন আনন্দানুষ্ঠান হিসেবে ভোজের আয়োজন করা হল।

ঠিক তখনই খবর এল যে কুয়ো ছিং বিহারের খুং চাং-লাও তাঁদের দেখবার জন্য এসে বাইরে অপেক্ষা করছেন। ৎসান-শান ভাবলেন, "এই খুং একজন খুব বড় বৌদ্ধ পুরোহিত, কোন জরুরি ব্যাপার না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই বিহার ছেড়ে আসতেন না, কিন্তু কি ব্যাপার তাঁকে এখানে টেনে এনেছে?" তারপর যথাযোগ্য সম্মান-সহ তিনি তাঁকে বসবার ঘরে নিয়ে এসে বললেন, "এই দরিদ্র অঞ্চলে চাং-লাও-এর আগমনের কোন জরুরি কারণ নিশ্চয়ই আছে।" চাং-লাও উত্তর দিলেন—"পূর্ণিমার দিন পুত্রলাভে আপনাকে অভিনন্দন জানানর জন্যই। বহুপ্রতীক্ষিত এই পুত্রকে আমি দেখতে চাই।" ৎসান-শান অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্ত্রীকে বলতে এবং শিশুটিকে জড়িয়ে ধাইকে দিয়ে চাং-লাও এর কাছে নিয়ে আসতে গেলেন।

চাং-লাও শিশুকে কোলে নিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, "এই শিশু খুব তাড়াতাড়ি শিখবে, শীত অনুভব করবে না এবং ঘন-তুষারপাতের ঋতু শেষ হবার আগেই হাঁটবে। হায়, সব পথই শেষ হয়, কিন্তু এই তো নিয়ম।" শিশুর অস্ফুট-ধ্বনি ও হাসিতে মনে হল যেন সে বুঝতে পেরেছে। চাং-লাও তখন তাল দিতে দিতে আবৃত্তি করলেন ঃ

> "হেসো না…হেসো না…। আমি দেখছি তোমার পথ সহজ নয়, বরং কঠিন। ব্যাঘ্র-লম্ফনে তুমি চলতে শিখবে। শান্তির সময় তোমার প্রদীপ অনুজ্জ্বল থাকবে কিংবা তোমাকে মদ্যের পরিবর্তে স্বর্ণের দিকে চালিত করবে। সর্দি-কাশি ও অসুখের সময় মন্ত্রঃপূত ঝোল তোমার পক্ষে উপকারী হবে…এখন তুমি আসছ, আমি যাচ্ছি…আমাদের দুজনের পথ পৃথক্…কাজেই হাতে অতি অল্প সময়।"

বলা শেষ করে তিনি শিশুকে ধাই-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং ৎসান-শানকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি নাম তিনি পছন্দ করেছেন?" ৎসান-শান বললেন, "এত আনন্দ উৎসব চলেছে যে ভাল নাম খুঁজবার সময় পাইনি।" চাং-লাও বললেন, "যদি কোন নাম না রেখে থাকেন তাহলে এই বুদ্ধ পুরোহিতকে হসিউ-ইউয়ান (নব-উদ্যোগী) প্রস্তাব করতে দিন। এই রকম নাম হলে সে জীবনে বড় হবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করবে।" ৎসান-শান বললেন, "হ্যাঁ, ভালই হবে, আর সে সর্বদা মহাপ্রভুর কাছে এই জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে।"

BanglaBook.org

চাং-লাও তখন উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য তৈরী হলেন কিন্তু ৎসান-শান বললেন "মহাপ্রভু যখন এই দীনের কুটিরে এসেছেন তখন এখানে অতিথিরা রয়েছেন এবং আমরা আনন্দ করছি। রান্নার লোকেরা অনভিজ্ঞ, খাবারে তেমন সুগন্ধ নেই তবু মহাপ্রভু কি ক্ষণকাল অপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে আহার করবেন না ?" চাং-লাও তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "তোমাকে কি এড়াতে পারি ? কিন্তু আমার পশ্চিমে ফেরার তো দেরী নেই। আমি তোমার সহৃদয়তার স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে যাব।" ৎসান শান বললেন, "মহাপ্রভু, দ্বাদশ চন্দ্র এখনো শেষ হয়নি, এখন উৎসব করাই উচিত এখন কেন দুঃখের কথা বলছেন ?"

চাং-লাও বললেন, "বৃত্তের অপরিবর্তনীয় নিয়মে কেউ আগত, কেউবা গত।" তিনি ৎসান-শানকে বিদায় জানিয়ে বিহারে ফিরে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কয়েকদিন নীরব রইলেন, শেষে ভিতরের সভাগৃহে গিয়ে সকলকে সমবেত হবার জন্য ঢাক এবং ঝাঁঝর বাজাতে বললেন। তারপর বুদ্ধাসনে বসে বললেন, "আর দিন বাকি নেই—আমি পশ্চিমে ফিরে যাচ্ছি। কয়েকটি কথা এখনো বলা হয়নি, আমি চাই সকলে শুনুক।

> বছরের প্রথম চাঁদে ফোটা ফুল শেষ চাঁদে ঝরে। তাই এই বুদ্ধ পুরোহিত দেখছে, তার কাল ফুরিয়ে এসেছে— হায় ! কেউ ঘরে ফিরে যাচ্ছে, এতে কি কারো সন্দেহ হয় ? কিন্তু অন্যকে বললে সে বিশ্বাস করে না। তাই আমি বলি না—কিন্তু সমস্ত ভিক্ষুকে আমি বলছি, নবমীতে যে যায়, তার বদলে অন্য কেউ আসে। জীবনমরণে ভয় পেও না, কারণ সব পথই এক, হলুদ বসন্ত অথবা শুভ্র অস্থি সবই পর্বত-সবুজ হয়ে যায়। জলের শব্দ আছে আর পর্বতের বর্ণ। মৃত্যু-দেবতার আদেশ, আনন্দচিত্তে শ্মশান যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।"

চাং-লাও-এর বাণী শেষ হলে তিনি পশ্চিমে ফিরে যাচ্ছেন শুনে ভিক্ষুরা অত্যন্ত ভীত হলেন। তাঁরা তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললেন, "আমরা জ্ঞানহীন, আমাদের বোধ-শক্তি নেই, আপনাকে ছেড়ে কি মুক্তির পথ খুঁজতে পারি ?"

চাং-লাও বললেন, "কোন একজন বুদ্ধ পুরোহিতকে চলে যেতে হবে বলে, জ্ঞানের আলো নিভবে কেন ? এইতো জগতের নিয়ম যা অপরিবর্তনীয়। যাও, ভিক্ষুদের বল, অষ্টাদশ দিনে এসে সকাল-সকাল আমায় নিয়ে যেতে।" তারপর তিনি বিধি সভাগৃহ ত্যাগ করলেন।

ভিক্ষুরা তখন শবাধার তৈরী করলেন এবং আশ-পাশের বিহারের ভিক্ষুদের এবং ৎসান-শান ও অন্যান্য-রাজকর্মচারীদের অষ্টাদশ দিনে আসতে নিমন্ত্রণ জানালেন। সেই দিন খুব চাং-লাওকে স্নান করিয়ে, নব-বস্ত্র পরিয়ে শান্তিময় আনন্দ সভাগৃহে আনা হল। সেখানে তিনি বুদ্ধাসনে উপবেশন করলেন। সমস্ত পুরোহিত ও ভিক্ষুরা তাঁর চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়ে তাঁর বাণী শোনার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

১ পশ্চিমের স্বর্গ =মৃত্যু।

BanglaBook.org

তিনি তাঁর ধর্মমতের চীবর ও ভিক্ষাপাত্র-ধারী পাঁচজন শিষ্যকে ডেকে বললেন, "যদিও দেহের প্রকৃতি সসীম, তবু তোমাদের মাঝে আমার আত্মা বেঁচে থাকবে। তোমরা তাকে সযত্নে রক্ষা করবে যাতে সে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত না হয়।" এই ব'লে, হাত বাড়িয়ে তিনি প্রত্যেকের শির স্পর্শ করলেন। তারপর তিনি ধূপধুনো জ্বালাতে ইঙ্গিত করলেন এবং পুরোহিতরা বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে মন্ত্রপাঠ সুরু করলে, নীরব রইলেন। শেষে কাগজ ও তুলি আনতে বলে, কিছু সময় বসে বিশ্রাম করে এই কবিতা লিখলেন ঃ

আয়ুষ্কালের নয় বৎসর হয়েছে অধিক ক্ষয়,
যত কিছু রূপ সব তো শূন্য ; দুঃখবিহীন চিতে,
ছড়াও তাদের দুই হাত দিয়ে পশ্চিম দিক্ পানে
মহা-আনন্দে ছুটে চলে যাও এই জগতের বুকে।

কবিতাটি শেষ করে চাং-লাও শেষবারের মত নয়ন মুদ্রিত করলেন। চারদিকে এক দীর্ঘ-নিশ্বাস শোনা গেল। কিছু সময়ের জন্য তিনি একাকী রইলেন। তারপর তাঁর দেহ শবাধারে রাখা হল। অতিথিরা চলে গেলেন, দ্বিতীয় মাসের নবম দিনে ফিরবেন ব'লে। সাতজন শবাধার বহন করলেন। দিনটা সুন্দর ছিল ; পাহাড়ী দেশের প্রথা-মত সামনে অনেক নিশান চলল আর পিছনে সঙ্গীত। পাইন বনের গভীরে এক স্থানে গিয়ে তাঁরা শবাধার নামালেন। পঞ্চ-শিষ্য তখন হান-শিহ-ইয়েন চাং-লাও কে আগুন জ্বালাতে বললেন। হান তখন মশালটা নিয়ে সকলের শ্রুতি-গোচর করে আবৃত্তি করলেন ঃ

যদি হয় এই অগ্নি অনুজ্জ্বল,
শবাধারে তিনি হবেন না জাগরূক,
জাগলেও তিনি ঠিকানা যাবেন ভুলে,
কেবা দেবে তাঁকে সত্য পথের দিশা।
লাল ধূম্রের ছায়া-ছত্রের তলে,
রক্তিম মেঘ ঘনায় যে চারদিকে,
শূন্য বায়ুতে গড়ছে অট্টালিকা,
বিরল-বিচ্ছেদ পূর্ব এবং ভাস্বর দক্ষিণ,
পূর্বপুরুষ সকাশে ফেরার পথ কিসে খুঁজে পাব ;
যদিও করেন নশ্বর দেহ ত্যাগ,
বুদ্ধই সব। জাগেন স্বপ্ন থেকে
তিন কুড়ি আর নয়টি বছর ব্যাপী,
পথের নিশানা তাঁকে তো দেখানো হবে,
আই! সঞ্চরমান মেঘের পিছনে ছুটো না,
অগ্নিশিখালোকিত হোক্ তব পথ।

হান শিহ-য়েন এই কথা বলে আগুন জ্বালালেন, শবাধারটি দ্রুত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলল

এবং শিখা ঊর্ধ্বমুখী হ'ল। শিখার উপরে একটি মূর্তি আবির্ভূত হয়ে তাঁদে দিকে নত-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সকলকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। তারপর ৎসান-শানে ডেকে সেই মূর্তি বললেন, "তোমার পুত্র হ্সিউ-ইউয়ান বুদ্ধ-বংশীয় কি উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সে পুরোহিত হতে পারবে না। তার উপর ঠিকম লক্ষ্য না রাখলে বা চালিত না করলে সে অন্য এবং অমঙ্গলকর পথে চলে যাবে পুরোহিত হবার জন্য তাকে য়িন পিয়েহ্-ফেং এবং ইউয়ান ৎসিন-থাংএ যেতে হবে। এটা কখনই ভুলবে না।" মেঘের ভিতর থেকে আসছে বলে ৎসান-শা এই বাণীতে পরম গুরুত্ব আরোপ না করে পারলেন না। শূন্যে দুই বাহু তু তিনি বললেন, "গুরুদেবের বাণী শুনেছি, বিশ্বস্তভাবে তা পালন করব।"
মূর্তি তখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন। ৎসান-শান স্থির করলেন, হ্সিউ-ইউয়ানে শিক্ষালাভের জন্য লিং-য়িন বিহারে পাঠাবেন।

শান্তি আর গতির মাঝারে
ছায়াঘন দেখা যায় পথ,
ধরা হ'তে পূর্বগতদের
বহু পদরেখা-বিচিহ্নিত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ৎসান-শান জানতেন যে তাঁর ছেলে হ্সিউ ইউয়ান তাঁর সঙ্গে থাকবে না। কাজেই তার বয়স আট বছর হলে, লেখাপড়া শুরু করার জন্য জনৈক ওয়াং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তাঁদের ছেলে ওয়াং ছুয়ানকে হ্সিউ-ইউয়ানের সঙ্গে পড়বার জন্য পাঠাতে। তারা দুজন একসঙ্গে বসে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়াশোনা করত। হ্সিউ-ইউয়ান জোরে জোরে পড়া আওড়াত। কোন কোন দিন সে আলসেমি করে একটি শব্দও বলত না সারাদিন, শুধু শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। শুধু চিন্তা করত আর চিন্তা করত। কখনো বা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাত আর খালি হাসতে থাকত। কেন হাসছে জিজ্ঞেস করলে সে মুখ ঢাকত, কিছু বলত না। এগার বছর বয়স হবার আগেই এমন কোন বই ছিল না যা সে পড়ে বুঝতে পারত না বা এমন কোন কবিতা ছিল না যা সে আবৃত্তি করতে পারত না।

একদিন, আবহাওয়া সুন্দর থাকায় শিক্ষক ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাইলেন। ৎসান-শান, শিক্ষক মন্দিরের মেলায় নিয়ে যাবেন ব'লে একটা পুঁটুলী বেঁধে হ্সিউ-ইউয়ানকে সেটা বয়ে নিয়ে যেতে দিলেন। শিক্ষকের বাড়িতে কিছুটা সময় কাটিয়ে হ্সিউ ইউয়ান এবং ওয়াং ছুয়ান একসঙ্গে ফিরে এল এবং আসার পথে একটা বিহারের দেউড়ি পার হল। একজন পথিককে বিহারের নাম জিজ্ঞেস করায় বলল, "এটা থাই-চৌ মহকুমার চিহ্ ইউয়ান বিহার।" ওয়াং শুনে বলল, "এটাই তবে চিহ্-ইউয়ান। কতদিন এটার কথা শুনেছি। চল না, ভিতরে গিয়ে দেখি।"

হ্সিউ-ইউয়ান বলল, "ঠিক তাই ভাবছিলাম।" তারপর তারা হাত ধরাধরি করে সাহস করে ভিতরে ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। প্রথমে বড় হল-ঘরে বুদ্ধ-মূর্তিগুলি দেখতে লাগল তারপর ঘেরা বারান্দা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ভেতরের উঠোনে চলে এল। সেখানে দুজন পুরোহিত বসেছিলেন, তাঁরা তাদের থামিয়ে বললেন, "কুয়ান-চাং[১] ভিতরে আছেন। তোমরা দুজন বাছা অন্য কোথাও গিয়ে খেল।" কিন্তু হ্সিউ-ইউয়ান বলল, "ভিতরের উঠোনে অতিথিশালা আছে, সবাই সেখানে যেতে পারে, কুয়ান-চাংও সেখানে আছেন, আমরা তাঁকে দেখব।" মাথা উঁচু করে তারা ভিতরের উঠোনে চলে গেল। বাঁদিকে তারা দেখল কুয়ান-চাং বসে আছেন আর ডান-দিকে বিহারের চাং-লাও। দুই ধারেই গুটি দশেক করে ছেলে সার বেঁধে কাগজ আর তুলি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হ্সিউ-ইউয়ান এগিয়ে এসে দুই-হাত জড়ো করে মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "গুরুদেব, এই ছাত্ররা কাগজ-তুলি নিয়ে কি করছে?" কুয়ান-চাং জবাব দিলেন না, কিন্তু চাং-লাও লক্ষ্য করলেন যে ছেলে দুটি ফিটফাট পোশাক-পরা, নিশ্চয়ই কোন ধনীর ঘরের এবং ভাবলেন, এদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা ঠিক হবে না। কাজেই তিনি

---

১ বুদ্ধ-বিহারের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ।

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “এই ছাত্রদের একটা সমুদ্রগামী জাহাজে কাজ ছিল। মহাসমুদ্রের কালো জলে, একটা ঝড় উঠে তাদের ঢেউ-এ প্রায় ডুবিয়ে দেয়। তারা বেঁচে ফিরে আমায় এক হাজার সুতো টাকা[১] বুদ্ধের কাছে কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ দান করেছে, সেটা তারা খাতায় লেখাতে চায় আর মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষু হতে চায়। তারা এখন এখানে ছাত্র হিসাবে আছে। কিন্তু সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা এক পংক্তিও কবিতা লিখতে পারে না। ভিক্ষু হতে গেলে, তাদের অন্ততঃ দুই পংক্তি কবিতা লিখতে হবে। তাই তারা কাগজ-তুলি নিয়ে বসে আছে।”

হুসিউ-ইউয়ান বলল, “ভদন্ত কি আমায় বিষয়টা দেখতে দেবেন ?”

কুয়ান-চাং হুসিউ-ইউয়ানের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন না, কিন্তু একটি ছাত্রকে বিষয়টা দেখাতে বললেন। তিনি বললেন, “এই ছোট ছেলেটি শুধু দেখতে চায়, সে তো আর তার বেশী কিছু পারবে না।”

হুসিউ-ইউয়ান দেখল যে ওটা ‘ভরা লাল-নদী কবিতা’র ছন্দে বিষয়বস্তু।

> “এই শ্রমের জগতে শিষ্য পাহাড়ে একটা বাড়ি তৈরী করতে চায় যখন চাঁদ উজ্জ্বল কিরণ দিচ্ছে এবং স্বাস্থ্যকর বায়ু বইছে। সেখানে পাইনের বনে, নীল বেণুকুঞ্জে চোখদুটি সৌন্দর্যে অবগাহন ও হৃদয় কবিতায় পূর্ণ করতে চায়। কিন্তু তার পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, উদর শূন্য এবং অন্ন অখাদ্য। সে কোমর-বন্ধ ক’ষে বাঁধে, কিন্তু কবিতা দূরে পালায়। অন্যদিকে যে এই জগৎটাকে দাবা-খেলা এবং মানুষদের তার ইচ্ছেমত চালাবার দাবার গুটি ভাবে, সে ঝড় ও নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, সে কোথায় আছে জানে না, অবমাননাকর—ভাবে, রক্তবর্ণ বাস তার দেহ থেকে খুলে নেয়া হয়—তার পথ বড়ই বন্ধুর।”

হুসিউ-ইউয়ান এটা প’ড়ে একটু হাসল। তারপর টেবিলের উপর থেকে তুলি নিয়ে বিষয়-বস্তুর সঙ্গে দুটি পংক্তি জুড়ে দিল।

> “দ্রষ্টার চোখে—বস্তুর রাশি
> কুটির কোণের তৃণখণ্ডের নীচে।”

হুসিউ-ইউয়ান কি লিখেছে, কুয়ান-চাং চাং-লাওকে দেখাতেই তিনি এত বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন যে ছেলে-দুটিকে তাঁর পাশে এসে বসতে আদর করে ডাকলেন ও আনুষ্ঠানিক চায়ের ব্যবস্থা করতে বললেন। তিনি তাঁদের ভাল নাম জিজ্ঞেস করলেন। হুসিউ-ইউয়ান উত্তর দিল, “আমার বন্ধু ওয়াং আন-শিহুর ছেলে আর এই অধম, ৎসান-শান এর ছেলে নাম, হুসিউ-ইউয়ান।”

চাং-লাও খুব খুশী হয়ে বললেন, “তাহলে সত্যই লিং-য়িন এ লি’ মশায়কে যা বলা হয়েছিল, তাই ঘটতে চলেছে।”

কুয়ান-চাং এটা বিশ্বাস করতে রাজী ছিলেন না। কাজেই চাং-লাও বললেন, “ভদন্ত জানেন না যে খুং চাং-লাও পশ্চিমে ফেরার সময় ৎসান-শানকে বলেছিলেন, যে তাঁর

১ এক সুতোয় সাধারণতঃ ১০০০ পয়সা থাকত।

BanglaBook.org

হোলে, এ জগতে পুনর্জন্ম নেয়া একজন সাধক, এবং সে প্রব্রজ্যা নেবেই। তাকে বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। তার কবিতা লেখাই সেকথার প্রমাণ নয় কি?"

গুয়ান-চাং খুশী হয়ে বললেন, "তার মস্তক-মুণ্ডন করলে সে এখানে পুরোহিত হতে পারে।"

মুণ্ডনের কথা শুনে হ্সিউ-ইউয়ান বলল, "মস্তক-মুণ্ডন ভাল, আর তার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু বাড়িতে আমার জন্য শিক্ষক রাখা হয়েছে। তাঁকে কি করে এইভাবে ছাড়ব?"

চাং-লাও বললেন, "মুণ্ডনের পর তোমার এখানেই থাকা উচিত। আজই অনুমতি চেয়ে তোমার বাবাকে লিখছি, কিন্তু তাতে কিছু দেরী হবে বলে তোমরা দুজন রাত্রিতে এখানেই থাকতে পার। হবে তো?"

হ্সিউ-ইউয়ান বলল, "আমার বাবা-মা আছেন, আমি থাকতে পারব না। আজ এখান দিয়ে যাওয়ার সময় বিহার দেখতে এসে অবাধ্যতা করে ফেলেছি।" তারপর সে উঠে পড়ল। কি আর করেন, চাং-লাও মনের দুঃখে সদর-দেউড়ি পর্যন্ত গিয়ে তাদের বিদায় জানিয়ে এলেন।

তারা ফিরলে ৎসান-শান এত দেরির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হ্সিউ-ইউয়ান বলল, "শিক্ষক মশায় খেতে দেরি করলেন, ফেরার পথে হ্সিউ-ইউয়ান বিহারের ভিতরে গিয়ে আটকে গেলাম।" ৎসান-শান জিজ্ঞেস করলেন, "খেলা ছাড়া, বিহারে আর কেন দেরি হ'ল?"

হ্সিউ ইউয়ান তখন বলল, কেমন করে সবগুলি ছাত্র মাথা মুড়িয়ে পুরোহিত হতে যাচ্ছিল এবং সবাই বিষয়-বস্তুর সঙ্গে দুই পংক্তি কবিতা জুড়ে দেবার পরীক্ষা দিতে বসেছিল। আরো সে বলল সে কেমন করে বিষয়-বস্তুটা পড়ে অনায়াসেই দুই পংক্তি জুড়ে দিয়েছে। তার কবিতায় চাং-লাও খুব খুসী হয়ে বিহারে থেকে গিয়ে পুরোহিত হতে বলেছিলেন, কিন্তু সে বাবা-মা চিন্তা করবেন ভেবে ভয় পেয়েছিল। ৎসান-শান গুন-গুন করে একটা সুর ভাজলেন, হ্সিউ-ইউয়ান বুঝতে পারল না, তিনি কি চিন্তা করছেন। সে বলল, "তিনি কাল এলে কি বলব?" ৎসান-শন বললেন, "চাং-লাও যদি আসেন, তুমি তাঁর কথা হাল্কাভাবে নেবে না।"

এইভাবে পিতা-পুত্র বিষয়টা আলোচনা করতে লাগলেন, এবং পরের দিন সকালে খাবার সময় দারোয়ান এসে বলল, চাং-লাও মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এসে বাইরে অপেক্ষা করছেন। ৎসান-শান তৎক্ষণাৎ তাঁকে স্বাগত জানাতে ছুটে গেলেন এবং উভয়ে আসন গ্রহণ করলে বললেন, "মহাপ্রভু আজ দীনের কুটিরে পদার্পণ করেছেন কিন্তু কেন, এখনো জানি না।"

চাং-লাও বললেন, "বিহারে কিছু ঘটায় আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন না হলে এই দীন পুরোহিতের আসার কারণ হত না—এ ছাড়া কোন কারণ নেই।" ৎসান-শান কি কারণ জিজ্ঞেস করলেন, চাং-লাও বললেন, "যদি কোন মাননীয় অতিথি ভিক্ষু হতে চান, অথচ তার উপযুক্ত শিক্ষা না থাকে তবে তাঁকে একটা পরীক্ষা দিতে

BanglaBook.org

হয়—তাই গতকাল সকল প্রব্রজ্যা-প্রার্থীকে একটা বিষয়বস্তু দিয়ে দুই পংক্তি কবিতা রচনা করতে বলা হ'ল যাতে অর্থটি সুস্পষ্ট এবং পরীক্ষার্থীর দক্ষতা প্রমাণ হয় কেউই পরীক্ষায় সফল হল না। কিন্তু আপনার ছেলে বিহারে বেড়াতে এসে, বিষয়টা প'ড়ে, তুলি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পংক্তি জুড়ে দিল। তার নাম জেনে বুঝলাম, তারই কথা খুং চাং-লাও মেঘের মধ্য থেকে বলেছেন এবং আমার কাছে তার আগমন পূর্ব-নির্ধারিত। এই আমার আগমনের হেতু। নিঃসন্দেহে আপনার পুত্র বিহারে প্রবেশ করবে। আমি জানতে এসেছি যত দ্রুত সম্ভব তার ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

ৎসান-শান বললেন, "খুং চাং-লাও-এর বাণী আমার স্মৃতিতে সদা-জাগ্রত, তার অন্যথা আমি কখনোই করব না, কিন্তু এ তো আমার একমাত্র পুত্র, সে চলে গেলে পিতৃপুরুষের মন্দিরের যত্ন কে নেবে?"

চাং-লাও বললেন, "প্রবচন আছে, প্রতি প্রব্রজ্যাকারীর নয়জন আত্মীয় স্বর্গে যায়। তারা যখন স্বর্গে, পৃথিবীতে তাদের অস্থি পুজো করে কি হবে?"

ৎসান-শান বুঝতে পারছিলেন না, কি উত্তর দেবেন। এদিকে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে হুসিউ-ইউয়ান সব শুনছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "মহাগুরুর কথা আড়াল থেকে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আমার গৃহত্যাগের জন্য তাঁর ঐকান্তিকতা আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ধর্মতাত্ত্বিক ছাড়াও হৃদয়গত কয়েকটি কারণ আছে, যা বিবেচনা করতে হবে। তিনটি কারণ আমি বলতে পারি।"

চাং-লাও বললেন, "এই ছোট্ট ভদ্রলোকটি সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাচ্ছে বলে গৃহত্যাগ করতে চাইছে না। এছাড়া কি কারণ আছে, আমি জানি না।" হুসিউ-ইউয়ান বলল, "আজ পর্যন্ত কোন মূর্খতা করিনি, এবং ভদন্ত, আপনার সাহায্য ছাড়াই অনেক বই পড়েছি। আমি মনে করি না, গৃহত্যাগ করে আমার বিদ্যাচর্চার লাভ হবে। এই একটি কারণ। তারপর সেবার জন্য অন্য কোন পুত্র না থাকায় পিতা-মাতাকে ত্যাগ করা এবং মুণ্ডিত-শিরে চীবর প'রে বুদ্ধ ও প্রজ্ঞার ধ্যানে তাদের ভুলে যাওয়া অকর্তব্য হবে না কি? এই হল দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, প্রদীপে সলতে উস্কে দিতে এবং ডেকে দেবার জন্য কাউকে থাকতেই হয়।[১] কুঞ্জে অনেক তরু তবু তাদের শীর্ষ স্বতন্ত্র। মনে হয় মহাগুরু হৃদয়ের নিরন্তরতার কথা চিন্তা করছেন না—তাঁর শিক্ষা ভুল পথে নিয়ে যাবে।"

চাং-লাও হাসলেন, বললেন, "হো, হো! তুমি অনেক কিছু চাইছ। কিন্তু এই তিনটিই কারণ হলে, চিন্তা কোরো না। অল্পবয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ বলে তুমি চিন্তা করছ। গতকাল যখন তুমি দুটি পংক্তি লিখলে, তখন তো বেশ বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিলে, আজ কেন এত মূর্খ হচ্ছ? যদি বল গৃহত্যাগে তুমি পিতৃ-মাতৃ-সেবা হারাচ্ছ, তবে অতীতে যারা দেহ রেখেছে, তারাও সে সেবা হারিয়েছে। তুমি দুটিই পেতে পার না; তাছাড়া বুদ্ধ-সেবার জন্য গৃহত্যাগ করলে তোমার পিতা-মাতা স্বর্গে আরো নয়গুণ সুখ-লাভে নিশ্চিত হবেন। প্রত্যুষকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহস্র

১ পূর্বপুরুষ পুজো।

BanglaBook.org

পুরোহিতের ধর্ম-কার্য সামান্য কয়েকজন পূর্ব-পুরুষের সেবার চেয়ে অনেক বেশী। হয়ত অধস্তন পঞ্চম বা ষষ্ঠ পুরুষ প্রদীপের কথা ভুলে গিয়ে সেটি নিভে যেতে দেবে; কিন্তু স্মরণ করার জন্য পুরোহিত চিরদিন আছেন। এই বৃদ্ধ পুরোহিত স্মরণাতীত দিন থেকে ধ্যান-ধারণায় কাটিয়েছে। কেন তবে তুমি পুরোহিত হয়ে চিন্তা-ভাবনার হাত থেকে মুক্তি লাভ করবে না?"

হুসিউ-ইউয়ান একটু হাসল। তারপর বলল, "মানুষের দুর্ভাগ্য, সে মানুষ হয়েছে। পুরোহিত বৃদ্ধ হলে প্রার্থনায় দক্ষতর হন, কিন্তু ভদন্ত কতদিন দেহধারণ করেছেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

চাং-লাও প্রশ্নটা পছন্দ করলেন না, এবং কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন, "বাষট্টি বছর।"

হুসিউ-ইউয়ান বলল," দেহটা এই পৃথিবীতে বাষট্টি বছর আছে কিন্তু দেহে প্রজ্ঞালোক কত দিন ধরে আছে?"

চাং-লাও কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না, নীরব রইলেন। হুসিউ ইউয়ান বলল, "কথা তাঁকে জাগায় না আমার এমন শিক্ষক হলে, তাঁর জামার হাতা ধরে টানতাম।" বলেই বেরিয়ে গেল।

ৎসান-শান অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার চেষ্টা করলেন। বললেন, "ওর বয়স কম, তাছাড়া দুর্বিনীত। আশা করি ভদন্ত ওকে মার্জনা করবেন।'

কিন্তু চাং-লাও তবু নিরুত্তর হয়ে বসে রইলেন, তারপর উঠে বিহারে ফিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করে তিন দিন সেই অবস্থাতেই থাকলেন। ভিক্ষুরা সকলেই বিচলিত হয়ে পড়লেন, কি করবেন বুঝতে পারলেন না। একদিন ঘোষণা করা হল, তাও ছিং চাং-লাও এসেছেন। একজন শিক্ষার্থীকে পাঠানো হল তাঁকে ভিতরে আমন্ত্রণ করার জন্য। তিনি ছিং চাং-লাওকে বললেন, "শুনেছি আপনি অসুস্থ, কিন্তু সর্দিতে বা জ্বরে জানতে পারিনি, তাই আপনাকে দেখতে এসেছি।"

ছিং দুঃখিতভাবে বললেন, "সর্দিতে নয়, জ্বরেও নয়, এর কোন কারণ নেই।"

তাও ছিং বললেন, "কারণ নিশ্চয়ই থাকবে, আপনি সেটা বুঝিয়ে না বললে বৈদ্য ডেকে পাঠাব, আপনাকে ওষুধ দিতে।"

ছিং চাং-লাও কারণ বলতে সুরু করলেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায়

ছিং আর লুকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে বললেন কেমন করে হুসিউ-ইউয়ানকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং "আপনার প্রজ্ঞালোক কোথায়" এই প্রশ্নে পরাস্ত হয়ে নিরুত্তর হয়েছিলেন। তিনি এত লজ্জিত বোধ করেছিলেন যে তিনি ফিরে এসে, কারো সঙ্গে আর দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেননি।

তাও-ছিং বললেন, "এটা তো উপযুক্ত ব্যবহার নয়, আমি যাব, তার সঙ্গে দেখা করব, এবং কথার বদলে কথার জবাব দেব।" কিন্তু ছিং বললেন, "সে সাধারণ বালক নয়; কোন বালকই এত জ্ঞানী হতে পারে না। সে পুনর্জন্ম নেওয়া কোন ঋষি। তাকে হাল্কাভাবে নিতে পারবেন না।"

তিনি একথা বলছেন, এমন সময় ঘোষণা করা হল যে ৎসান-শান ও হুসিউ-ইউয়ান চাং-লাও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ-প্রার্থী হয়ে বাইরে অপেক্ষমান। বহুকষ্টে, তাও ছিংকে সঙ্গে নিয়ে চাং-লাও তাঁদের ভিতরে আমন্ত্রণ করে এনে চা দিলেন।

ৎসান-শান বললেন, "গতকাল এই ছেলেটা গুরুদেবের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে বলে এই ক্ষুদ্র রাজকর্মচারী ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছে।"

ছিং বললেন, "এই দীন পুরোহিতের বিদ্যা বুদ্ধি বড় কম, সে ছেলেটির কাছে লজ্জিত হয়েছিল, সে কি করে অপমানিত হবে?"

হুসিউ-ইউয়ান-এর দিকে তাকিয়ে তাও-ছিং বললেন, "এই কি লি বাড়ির ছোটবাবু যে জিজ্ঞেস করেছিল, আলো কোথায়?"

হুসিউ-ইউয়ান জবাব দিল যে সে-ই।

তাও-ছিং বললেন, "প্রশ্ন করা সহজ, উত্তর দেওয়া কঠিন। এই অধম পুরোহিতেরও একটা প্রশ্ন আছে, যা সে জিজ্ঞেস করতে চায়। জবাব দেবে কি?"

হুসিউ-ইউয়ান বলল, "বাস্তবিক পক্ষে, প্রশ্ন করা ও উত্তর দেওয়া দুইই কঠিন বা সহজ হতে পারে, কিন্তু গুরুদেবের সুভাষিত বোধগম্যতার পক্ষে বাধা নয়।"

তাও-ছিং তখন বললেন, "তোমার নাম কি, বলবে?"

ছেলেটি উত্তর দিল, "হুসিউ-ইউয়ান।"

তাও-ছিং বললেন, "হুসিউ-ইউয়ান এই অক্ষরগুলি ইউয়ান ছেন হুসিউ[১] এই ভাবে পড়লে সহজ নয়।

হুসিউ-ইউয়ান তখন ভদন্তের নাম কি, জিজ্ঞেস করল। তাও-ছিং বললেন, "এই দীন পুরোহিতের নাম তাও-ছিং।"

হুসিউ-ইউয়ান তখন বলল, "ছিং চু তাও[২] এর মত তাও-ছিং তেমন ভাল শোনায় না।"

---

১ স্বীয় সহজ-স্বরূপ উপলব্ধি, বৌদ্ধ ও নব-কনফুসীয় দর্শন-মতে।

২ তাও-ছিংকে ছিং চু তাও হিসেবে পড়লে অর্থ হবে—যে এখনো প্রজ্ঞালোক লাভ করে নি।

BanglaBook.org

তাও ছিং, হুসিউ-ইউয়ানের চতুরতায় ভয় পেলেন না, কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করলেন। তিনি বললেন, "ছোটবাবু, আমরা নিশ্চয়ই গুরু-শিষ্য হতে পারি না, কিন্তু একে অপরের জন্য বাধা সৃষ্টি না করে, নিজের নিজের পথ খুঁজে নিতে পারি।"

ৎসান-শান বললেন, "ছান গুরু খুং-এর আত্মা পশ্চিমে ফিরে যাবার সময় বলেছিলেন, হুসিউ-ইউয়ান যদি পুরোহিত হতে চায় তাহলে সে যেন সর্বপ্রথমে য়িন পিয়েহ-ফেং এবং ইউয়ান হুসিন-থাংকে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু এই দুই পুরোহিত তো একস্থানে থাকেন না।"

তাও-ছিং বললেন, "বুদ্ধের কথা স্মরণে রাখা অবশ্য-কর্তব্য এবং সেই দুই পুরোহিতকে খুঁজে বের করতে হবে।" তারপরে তিনি হুসিউ-ইউয়ানকে নিষ্ঠা-সহকারে বিদ্যাচর্চা করতে বলে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন।

হুসিউ-ইউয়ান বাড়িতে থেকে পড়া-শোনা, আবৃত্তি এবং কবিতা লিখে দিন কাটাতে লাগল। ছিং চাং-লাও তাঁর হৃদয় থেকে প্রজ্ঞালোকের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলেন না।

হুসিউ-ইউয়ানের বয়স যখন আঠারো বছর হল তার পিতামাতা ওয়াং-এর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা বলতে লাগলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তার মায়ের অসুখ দেখা দিল। তিনি বিছানা নিলেন, ওষুধ খেলেন কিন্তু কোন উপকার হল না; কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। হুসিউ-ইউয়ান যাগযজ্ঞ করে যথারীতি অনুষ্ঠান-সহকারে তাঁকে দাহ করল। তার পিতা এখন একা হয়ে অসুস্থ হলেন এবং অচিরে স্ত্রীর অনুগমন করলেন। হুসিউ-ইউয়ান শোক-বিহ্বল হয়ে তিন বছর অশৌচ পালন করলেন। সব কাজ শেষ হলে, যখন আর দেরি করার কারণ থাকল না, ওয়াং আন-শিহ্ এবং তাঁর স্ত্রী হুসিউ-ইয়ানকে বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু সে য়িন পিয়েহ-ফেং এবং ইউয়ান হুসিন-থাং এই দুই চাং-লাও কোথায় থাকেন, এই খোঁজ সব জায়গায় করতে লাগল। এক বছরেরও বেশী সময় খোঁজাখুঁজি করার পর শেষে সে জানতে পারল যে য়িন পিয়েহ ফেং লিন-আন এ গেছেন চিং-শান বিহারে চাং-লাও হবার জন্যে, আর ইউয়ান হুসিন-থাং গেছেন সু-চো-এর বাঘ পাহাড়ে, এবং বর্তমানে লিং-য়িন বিহারে আছেন।

হুসিউ-ইউয়ান তখন ওয়াং আন-শিহ্কে বলল যে সে চলে যাচ্ছে।

ওয়াং বললেন, "কিছু না নিয়ে তুমি যেতে পারবে না। বুদ্ধের দেউড়িতে ঢুকতে গেলেও অল্প-স্বল্প জিনিস লাগে।"

হুসিউ-ইউয়ান বলল, "পথে অল্প জিনিসই ভাল।" তারপর সে একটা ভাল দিন ঠিক করল যাত্রার জন্য, দ্বিতীয় চাঁদের বাইশ তারিখ। যাত্রার প্রথম ভাগে ওয়াং আন শিহ্ তার সঙ্গে এলেন, সঙ্গে কিছু কাপড়-চোপড় ও খাবার নিয়ে। তারপর হুসিউ-ইউয়ান তাঁকে বিদায় জানিয়ে মোট ও টাকা-কড়ি বইবার জন্য দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে রওনা হ'ল। ছিয়েন বাঁধ ধরে কয়েকদিন হেঁটে তারা চিয়াং-তেং-আন-এ পৌঁছুল। শহরে ঢুকে তারা হুসিন-কুয়ান সেতুর কাছে একটা সরাই দেখে বিশ্রাম নেবার জন্য

BanglaBook.org

ভিতরে ঢুকল। পরের দিন তারা সবাই শহরে নানান দৃশ্য দেখে, ফুর্তি করে, শেষে লোকের ভীড়ে আর নতুন দৃশ্য দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় সরাইতে ফিরে এল।

হ্যুসউ-ইউয়ান সরাইওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, সে লিং-য়িন বিহার সম্বন্ধে কিছু শুনেছে কিনা। সরাইওয়ালা বলল, "বিহারটা পশ্চিম পর্বতে উড়ন্ত শিখরের পাশে। শিখরের উল্টো দিকেই সেই বিখ্যাত প্রাচীন বিহার।"

হ্যুসউ-ইউয়ান তখন জিজ্ঞেস করল, সে কি করে সেই বিহারে পৌঁছুতে পারে। "ছিয়েন-বাঁধের দেউড়ির পাশ দিয়ে যাও, তারপর পশ্চিম-হ্রদ পার হয়ে পাও-শু প্যাগোডায় পৌঁছোও। সেখান থেকে পাহাড়ের পশ্চিম পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে যেতে তুমি য়ো-থুই এবং সমাধি-বীথিতে পৌঁছুবে। এরই দক্ষিণে লিং-য়িন। লিং-য়িন-এর দক্ষিণে প্রস্তর-বুদ্ধ-গুহা, শীতল-ঝর্ণা প্যাগোডা, এবং গর্জনশীল-বানর-গুহা। সেখানে পরিষ্কার জল আর সুদৃশ্য-পাহাড় আছে। সুন্দর জায়গা, লোক-জন কম। কাল যদি যাও, ভাল লাগবে।"

হ্যুসিউ-ইউয়ান বলল, "মশায়, আপনি দৃশ্যের কথাই বললেন, কিন্তু বিহারে কি কোন প্রধান পুরোহিত আছেন?"

সরাইওয়ালা বলল, "শত-শত ভিক্ষু থাকলেও আমি কোন প্রধান-পুরোহিতের কথা শুনিনি। গত বছর আবাসিক পুরোহিত দেহ রাখলেন, এখন কু-সু-চিউ থেকে একজন চাং-লাওকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। তাঁর নাম ইউয়ান হ্যুসিন-থাং। শুনেছি, তিনি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, কাজেই তিনি একজন প্রধান পুরোহিত হবেনই।"

হ্যুসিউ-ইউয়ান শুনল, এত খুসী হল যে সারা সন্ধ্যা কথাই বলতে পারল না। পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে সে তার সব চেয়ে ভাল পোশাক প'রে, মাল-পত্র আর টাকাকড়ি-বওয়া লোক দুটোকে সঙ্গে নিয়ে ছিয়েন-বাঁধ দেউড়িতে গেল। এখন তৃতীয় মাস, আবহাওয়া উষ্ণ ও চমৎকার। সব পাহাড়েরই হ্রদের জলে প্রতিফলন দেখা গেল। যেন তা এ জগতের বাইরের কোন কিছু।

হ্যুসিউ-ইউয়ান সঙ্গের লোক দুটোকে বলল, "অনেকদিন এই হ্রদের দৃশ্যের কথা শুনেছি। আজ চোখে দেখব।"

তারা উত্তর তীরে, চাও-নু বিহারে গেল। কয়েক হাজার লোকের সঙ্গে পুজো দেবার জন্য বড় হল ঘরে ঢুকল। তারপর পাহাড়ের উত্তরদিকে গিয়ে তারা মহাবুদ্ধ মন্দিরে এসে পৌঁছুল এবং ভিতরে গিয়ে মহাবুদ্ধকে দেখতে পেল—কিন্তু শুধু একপাশ থেকে। তার উপরে এই কবিতাটি লেখা আছে:

"গিরি-চূড়া, কমলিকা থেকে
পূর্ণ-চন্দ্রানন যায় দেখা,
ধরাতলে মানুষের চোখে
শুধু একপাশ পড়ে ধরা।"

BanglaBook.org

সেখান থেকে পশ্চিমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে য়ো'[১]র সমাধিতে এল। সেখানে আরেকটি কবিতা লেখা আছে।

"ফেং-লাং মন্দিরে
হাজার বছর আগে
য়ো-ওয়াং সমাহিত,
বিশ্বাসীদের
কাছে প্রমাণিত
ভালবাসতাম তাঁকে।"

তারপর তারা ঢালাই লোহার গাছের কাছে এল যেখানে ছিন কুয়েই[২] প্রস্তুত হবার জন্য নতজানু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কবিতা :

অন্যায় হোক শাসিত নিরন্তর,
অয়স্-খণ্ডে বস্তুর নির্মাণ ;
দাও তো আঘাত, হলেও বেদনাময়
হৃদয় ত্বরিত হোক তবে জাগরূক।

তারা এটা পড়ে দক্ষিণ দিকে গেল এবং অবিলম্বে উড়ন্ত শিখরে পৌঁছে শীতল-ঝর্ণা প্যাগোডায় উঠল চার-দিকের দৃশ্য দেখবে বলে। চূড়ায় উঠে তারা বসে দুপুর পর্যন্ত বিশ্রাম করল। তারপর একদল লোককে দেখা গেল, তারা একজন পুরোহিতকে অনুসরণ করে বিহারের ভিতরে ঢুকছে। হ্সিউ-ইউয়ান তাড়াতাড়ি পিছনে পড়ে থাকা একজন পুরোহিতের কাছে ছুটে গিয়ে সবিনয়ে জানতে চাইল, যে পুরোহিত এইমাত্র বিহারে ঢুকেছেন, তিনি কে।

পুরোহিত জবাব দিলেন, "উনি ইউয়ান হ্সিন-থাং, নতুন চাং-লাও এই বিহারে এসেছেন।"

হ্সিউ ইউয়ান বলল, "এই ছাত্রের বহুদিনের ইচ্ছা চাং-লাও এর সঙ্গে দেখা করে, তাকে ভিতরে যেতে দেওয়া হবে কি ?"

পুরোহিত বললেন, "চাং-লাও এর কাছে সবারই অবারিত-দ্বার। তুমি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও, আমরা একসঙ্গে যেতে পারি।"

হ্সিউ-ইউয়ান খুসী হয়ে তাঁকে **হল ঘরে** অনুসরণ করল, তারপর ভিতরের সভাগৃহে। পুরোহিত প্রথমে গিয়ে জানালেন যে একজন দর্শনার্থী এসেছে। তার পরে তাকে প্রবেশ করতে বললেন। চাং-লাওকে দেখে হ্সিউ-ইউয়ান নতজানু হয়ে মাথা নত করে অভিবাদন করল।

চাং-লাও জিজ্ঞেস করলেন, "দর্শনার্থী কোন বংশের সন্তান এবং তার নাম কি ?"

হ্সিউ-ইউয়ান বলল, সে প্রায় হাজার লি[৩] দূর থিয়েন-থাই জেলা থেকে এসেছে।

---

১ ওষুধের দেবতা।
২ সুং-যুগের একজন রাজ-কর্মচারী, দেশদ্রোহীর সমার্থক।
৩ লি = মাইলের এক তৃতীয়াংশ।

BanglaBook.org

সে লি বংশের সন্তান আর তার নাম হ্সিউ-ইউয়ান। তার পিতা-মাতা গত হয়েছেন, এবং গৃহবাসী হবার ইচ্ছা না থাকায় সে বিহারে প্রবেশ করা স্থির করেছে। এখন সে দীনভাবে, নিষ্ঠাসহকারে এই অনুরোধ জানাতে এসেছে, তাকে যেন এই বিহারে শিক্ষার্থী-রূপে নেয়া হয়।

চাং-লাও বললেন, "যে থিয়েন থাই থেকে এসেছ, সেখানে কয়েক শত বিহার আছে ; তারই কোন একটায় প্রবেশ না ক'রে এতদূরে একটা বিহার খুঁজতে এসেছ কেন ?"

হ্সিউ-ইউয়ান বলল, "আমাদের জেলায় কুও-ছিং বিহারের খুং চাং-লাও যখন পশ্চিমে ফিরে গেলেন, তখন মেঘের ভিতরে আবির্ভূত হয়ে পিতাকে বলেছিলেন, আমাকে এখানে পাঠাতে। তাই তাঁর ইচ্ছানুসারে আমি এখানে এসেছি।"

চাং-লাও বললেন, "তবে তুমি একটা ধূপকাঠি পোড়াও, আর দ্বিপ্রহর পর্যন্ত প্রার্থনার আসনে নতজানু হয়ে থাক। তারপর 'জয়! জয়!' গান করে বাইরে আসবে।"

হ্সিউ-ইউয়ান প্রার্থনা-কক্ষে গেল, কিন্তু প্রার্থনার আসনে ভৃত্যের সাহায্য ছাড়া নতজানু হয়ে বসতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে চাং-লাও চোখ খুললেন। তাকে দেখে বললেন, "তোমার দেহ এখনও এখানে, কারণ কি? তোমার সঙ্গে এ লোকটি কে?"

হ্সিউ-ইউয়ান বলল, "এই অধম তার ভৃত্যকে সঙ্গে এনেছে।"

চাং-লাও বললেন, "তুমি পুরোহিত হতে চাও—সেটা তোমাকে একা হতে হবে। তারা তোমার হয়ে পুরোহিত হতে পারে না। ওদের ফিরিয়ে দাও।"

হ্সিউ-ইউয়ান তখন ভৃত্যদের চাং-লাওকে দক্ষিণা দেবার জন্য যে টাকা ও জিনিস পত্র আনা হয়েছিল তার কিছুটা দিতে আর বাকিটা তাদের ফেরার খরচের জন্য রাখতে বলল। ভৃত্যরা বলল, "বাড়িতে মালিকের সবসময়ই ভাল খাবার, নরম পোশাক আর অনেক চাকর-বাকর থাকত। এখন তাঁকে দেখাশোনা করতে আমরা দুই জনই আছি। আমরা চলে গেলে তিনি একলা পড়ে যাবেন আর শীতে ও অসুখে তাঁর কষ্ট হবে। আমরা কি থেকে যেতে পারি না?"

হ্সিউ-ইউয়ান বলল, "তা হয় না। পুরোহিত একাকী, অনাথ, মেঘমালায় সারস। তার দুই সাথী থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে তোমাদের বাবা-মাকে বল, যে আমি হাং-চৌ এর লিং-য়িন বিহারে থাকব বুদ্ধ-পুরোহিত হব বলে। স্বর্গ বিশাল। আমার মত লোকের জন্যও সেখানে স্থান আছে। তাঁদের চিন্তার কোন কারণ নাই।" তিন গুণ কাতর হয়ে ভৃত্য-দুটি অনুনয়-বিনয় করতে লাগল, কিন্তু সে শুনল না। শেষ পর্যন্ত তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল।

ইউয়ান হ্সিন-থাং এখন বুঝতে পারলেন যে হ্সিউ-ইউয়ান একজন লো-হান, পুনর্জন্ম নিয়েছেন। কাজেই তাকে তিনি বিফল মনোরথ করলেন না। তিনি পঞ্জিকা আনতে বললেন, যাতে পুজো ও ভোজের জন্য শুভ দিন ঠিক করা যায়।

BanglaBook.org

সবাইকে বৃহৎ সভাগৃহে সমবেত হবার জন্য ডাকতে ঢাক ও ঝাঁঝর বাজানো হল। হুসিউ-ইউয়ানকে বলা হ'ল নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে। তারপর চাং-লাও তাকে বললেন, "তুমি গৃহত্যাগ করতে চাইছ, উত্তম, কিন্তু একবার গৃহত্যাগ করলে তো আর ফিরতে পারবে না।"

হুসিউ-ইউয়ান বলল, "গৃহত্যাগেই আমার হৃদয়ে এত শান্তি এসেছে, কখনো ফেরবার ইচ্ছা আমি করব কি করে? আমার এখন শুধু মস্তক-মুণ্ডনের ইচ্ছা।"

চাং-লাও বললেন, "তোমার মস্তক-মুণ্ডন করে লাল রেশম জড়িয়ে পাঁচটি শিখা করা হবে। সামনের শিখা স্বর্গীয় বিধির। পিছনের শিখা এই জগতের বিধির। বাম দিকেরটি পিতার। ডান দিকেরটি মাতার এবং মধ্যেরটি ভাগ্যের। আজ প্রথম প্রহরে তুমি যদি চাও সবগুলি কেটে ফেলা হবে।"

হুসিউ-ইউয়ান জবাব দিল, সে তৈরী। চাং-লাও তখন একটা সোনার ছুরি নিয়ে তাকে সযত্নে মুণ্ডিত করলেন। তারপর হাতের ইসারায় তাকে দাঁড়াতে বলে আবৃত্তি করলেন ঃ

"বুদ্ধের পথ শূন্য
ঋজু পথ অলভ্য জগতে,
শ্রম-স্বেদে শুধু পুণ্যলাভ,
কথামাত্র শেষ পুরস্কার।
কঠিন প্রচেষ্টা দিয়ে শুধু,
ক্রীড়াতেও,
বোধি-পথ
অতি দুর্গম।
পুরোহিত সদা সাবধান,
আসবের শক্তি থেকে।
অধিকাংশ বস্তু অনর্থক,
ত্যাগ কর দম্ভ মন থেকে,
অকলঙ্ক বিশুভ্র কাগজে
লেখো নাম 'তাও-চি'—তোমার।"

ইউয়ান চাং-লাও তখন বললেন, "তাও-চি, এখন থেকে তুমি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। তুমি সংঘের সমস্ত নিয়ম নিষ্ঠা-সহকারে পালন করবে।"

তাও-চি বললেন, "না জানলে, কি করে নিয়ম পালন করব?"

চাং-লাও বললেন, "তবে প্রার্থনা কর।"

তাও-চি বললেন, "এটা যে বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গ, তাতো জানি না।"

চাং-লাও বললেন, "যদি না জান, শিখে নিতে হবে।" তারপর তিনি দ্বার-রক্ষীকে বললেন তাও চি-কে মেঘ-গৃহে নিয়ে যেতে যাতে সেখানে তিনি প্রার্থনাসনে

BanglaBook.org

তুমি গুরুদেবের কাছে গেলে আমি তোমায় অনেকবার মারব। আর, যতবার যেতে চাইবে, ততবার মারব।"

তাও-চি চীৎকার করে বললেন, "দাদা, থামুন, থামুন, আমি যাব না।" নিরুত্তাপ হাসি হেসে দ্বার-রক্ষী চলে গেলেন। তাও-চি ধীরে ধীরে মাথার ঢিপিগুলি গুনলেন (প্রায় সাত-আটটা তখন ছিল) আর বলতে লাগলেন, "পোড়া কপাল! এই রকম আর একটা রাত হলেই আমার সারা মাথাটা ফুলে উঠে একটা ঢিপি হয়ে যাবে। কিন্তু এই যদি বৌদ্ধ ধর্মমতের শিক্ষা হয়, আমাকে তবে সহ্য করতেই হবে।" কাজেই দুমাস ধরে সেই আসন অভ্যাস করতে লাগলেন কিন্তু খানিকটা ব্যথা ছাড়া কিছুই শিক্ষালাভ হ'ল না। তিনি বললেন, "মনের শান্তি ও উপলব্ধির আশায় আমি এখানে এসেছিলাম কিন্তু অন্ধ-বধির হয়ে দেয়াল নয়ত মেঝের দিকে তাকিয়ে আছি। বাড়িতে সুরার সুগন্ধ ও ভাল ভাল খাবারে অবস্থাটা কত অন্যরকম ছিল; এখানে হলদে-নোনতা পেঁয়াজ ডাঁটার বিস্বাদ খাবার—তাও মাত্র একপাত্র। আর সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু চাং-লাওকে যদি বলি, প্রহার জুটবে।" তখন তিনি প্রার্থনাসন থেকে নেমে এসে বাইরে পালাতে গেলেন কিন্তু মেঘ-গৃহের দরজায় দ্বার-রক্ষী তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ভীতু, কোথায় যাও?"

তাও-চি বললেন, "বন্দীদের প্রস্রাব করতে দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই ভিক্ষুরাও তাই করতে পারে।"

কী আর করেন, দ্বার-রক্ষী বললেন, "বেশ, যাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

তাও-চি উত্তর দিলেন না। মেঘ-গৃহ থেকে বেরিয়ে ভিতরের সভাকক্ষে গেলেন। ইউয়ান চাং-লাও আগেই সংস্কার বশে জানতে পেরে সভাকক্ষের বাইরে এসেছিলেন। তিনি বললেন, "তাও-চি, প্রার্থনা করছ না কেন?"

তাও-চি বললেন, "আর সহ্য হয় না। গুরুদেবের কাছে মুক্তিভিক্ষা করা ছাড়া আমি নিরুপায়।"

চাং-লাও বললেন, "আগেই বলেছি, গৃহত্যাগ সহজ কিন্তু ফেরা কঠিন। গৃহত্যাগ করেছ, কাজেই ফিরতে পার না। পুরোহিতের প্রার্থনাই প্রথম কর্তব্য। তোমার কি উৎসাহ নেই?"

তাও-চি বললেন, "গুরুদেব বলেছেন, প্রার্থনায় পুণ্য, কিন্তু বলেন নি, তাতে বেদনা। গুরুদেব যদি শোনেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তবে সে বিষয়ে বলবে ঃ

"প্রার্থনাসনে বসে প্রথমেই
এ-হৃদয় লঘুভার, চিন্তা বিদূরিত।
তবু দ্রুত নামে যে সন্দেহ।
পুণ্য, সে কোথায় রয়,
লঘুভার কোথায় হৃদয়?
ক্রমে অবনত শির
আঁখি-পল্লব মুদ্রিত

নুব্জ-পৃষ্ঠ উষ্ট্রের মতন।
পেশী ব্যথাতুর ঋজুতা-চেষ্টায়।
সন্ধ্যায় অবশ সারাদেহ,
শির, ক্লান্ত গ্রীবায় অস্থির,
অস্থিগুলি আবদ্ধ ব্যথায়।
সুমধুর নিদ্রা চোখে নামে—
ভূপাতিত, শিরেতে আঘাত।
দ্বার-রক্ষী বংশ-দণ্ড হাতে
আরেকটি আঘাত জুড়ে দেন।
প্রভু, সুবিশাল তথাগত-দয়া,
ক্ষমা কর এই ভাগ্যহীনে।"

চাং-লাও হাসলেন, বললেন, "প্রার্থনা করা কঠিন কেন বলছ? কথাটা ঠিক নয়। কি করে ঠিকমত প্রার্থনা করতে হয়, তুমি তাই জান না। যাও, যতক্ষণ না ঠিকমত পারছ আবার প্রার্থনা কর। তুমি অনুতাপ করেছ, তাই দ্বার-রক্ষীকে বলব, যাতে তোমায় প্রহার না করে।"

তাও-চি বললেন, "প্রহার ছাড়া অন্য আরেকটা ব্যাপারেও আমার চিন্তা হচ্ছে—সেটা হচ্ছে সুরা ও খাবার নিয়ে। না পেয়ে, সেগুলির চিন্তা সবসময়ই মনের মধ্যে রয়েছে। এ বিষয়ে বুদ্ধ-বাণীর একাধিক অর্থ থাকতে পারে। চাং-লাও কি বুঝিয়ে দিতে পারবেন?"

চাং-লাও বললেন, "বুদ্ধবাণী কি? বল, শুনি।"

তাও-চি বললেন, "ভিক্ষু লোভী নয়, কিন্তু একটি বা দুটি বুদ্ধের কাছে সমান। কাঁচা, বা রান্না করা তিনি লক্ষ্য করেন না একপাত্র দুই পাত্রও নয়। আমি বুঝতে পারছি না।"

চাং-লাও বললেন, "বুদ্ধও তোমাকে দোষ দেন না। যে চর্ম-থলিতে তুমি বাস করছ, তার ক্ষমতা সীমিত। তাই তার প্রকৃতি, তুমি তো পরিবর্তিত করতে পার না।"

তাও-চি আর বেশী কিছু বলতে সাহস পেলেন না, এবং ঠিক সেই সময়ই দ্বারের করাঘাত ঘোষণা করল যে ভোজনশালায় আহার প্রস্তুত। চাং-লাও তাও-চিকে তাঁর সঙ্গে গিয়ে আহার গ্রহণ করতে বললেন। তাও-চি ভাণ্ড থেকে চাং-লাওর দিকে, তারপর আবার ভাণ্ডের দিকে তাকালেন। সেটার অর্ধেকটা মোটা চাও-মিয়েন ও হলদে নোনতা পেঁয়াজ-ডাঁটা দিয়ে ভর্তি, দেখে এত বিস্বাদ মনে হল যে তাও-চি

BanglaBook.org

চাং-লাও শুনলেন, বললেন, "হে তথাগত! তুমি কবিতা রচনা করতে পার কিন্তু এভাবে চিন্তা করছ কেন?"
তাও-চি বললেন, "আমি আজ অন্ধ নই। কি সহ্য করতে পারি না, তা জানি।"
চাং-লাও বললেন, "তুমি কতদিন এখানে এসেছ, কতবার প্রার্থনা করেছ এবং কতবার ব্যর্থ হয়েছ? এই ভাবে তো বোধি আসতে পারে না।"

"চন্দ্র শুভ্র,
স্তব্ধ রাত্রি,
পরিবর্তনহীন,
তুষারাবৃত গিরি—
মাংসাবৃত অস্থি,'
কুঠার ধারালো
প্রস্তর ঘর্ষণে।"

তাও-চি শুনে বললেন, "এই ভ্রাতাটি খুব অল্প সময়ই এখানে রয়েছে। সে আলসে, পরিশ্রম করে চেষ্টা করার অভ্যাস করেনি, কিন্তু সে ভিক্ষে চাইছে গুরু যেন তাকে ফিরিয়ে না দেন। মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ভিক্ষুদের মধ্যে আর একটা রাত তাকে পাগল করে তুলবে। এখন থেকে সে যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে প্রার্থনা করবে।"
চাং-লাও বললেন, "তোমার কথা সাহসীর মত। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নয়। আগের মতই তুমি আবার ছেড়ে দেবে।"
তাও-চি বললেন, "আমি শুধু আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।" তারপর যাবার জন্যে দাঁড়াতেই চাং-লাও তাঁর লাঠিটা হঠাৎ এগিয়ে দিয়ে তাঁকে উল্টে দেওয়ায় তিনি মেঝেতে পড়ে গেলেন। তিনি বললেন, "তুমি অর্ধ-জাগ্রত ছিলে, এই পতন তোমাকে পূর্ণ-জাগ্রত করবে।"
তাও-চি মেঝেতে পড়ে প্রথমে এক চোখ খুললেন, পরে আরেক চোখ, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে মাথা দিয়ে চাং-লাও-এর বুকে গুঁতো মারলে তিনি চেয়ার থেকে পেছনে মেঝেতে পড়ে গেলেন। চাং-লাও চীৎকার করে উঠলেন, "চোর! চোর!" সব ভিক্ষু দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় চোর? কি চুরি করেছে?"
চাং-লাও বললেন, "টাকা বা খাবার চুরি করেনি, বরং আরো দামী জিনিস চুরি করেছে।"
তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "সেই জিনিসটা কি, আর দেখেছেই বা কে?"
চাং-লাও বললেন, "এই বৃদ্ধ পুরোহিত তার নিজের চোখে দেখেছে—তাও-চিই চোর।"
তাঁরা বললেন, "তাও-চি হলে, আমরা তাকে চাং-লাওর কাছে নিয়ে যাব।"
কিন্তু চাং-লাও বললেন, "এখন যেতে দাও তাকে। কাল তাকে দেখব।"
তিনি কি বোঝাতে চাইছেন জানতে না পেরে তাঁরা সকলে হতবুদ্ধি হয়ে চলে গেলেন। পড়ে গিয়ে এদিকে তাও-চির ঘুমের ঘোর কেটে গিয়েছিল। প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে

BanglaBook.org

যেতে যেতে, মদ ও খাবারের কথা ভুলতে ভুলতে এবং লাঠির আঘাত এড়ানোর জন্য শান্ত হয়ে তিনি মেঘ-গৃহে ফিরে গেলেন এই কথা বলতে বলতে, "ঠিক, ঠিক, যথার্থ ভাবে প্রার্থনা করা আমাকে শিখতেই হবে। মেঘ-গৃহে ঢুকে তিনি প্রার্থনা-সনে উঠলেন এবং মাথা নীচু, পা উপরে করে পাশের ভিক্ষু-কে বললেন, "এই কি প্রার্থনার ঠিক পথ নয়?" পাশের ভিক্ষু বললেন, "এটা আবার কি কথা?" তাও-চি বললেন, "প্রার্থনা বেদনা-দায়ক হবে না। মাথা মাটিতে থাকলে কেউতো মাথার ভরে পড়তে পারে না। এটাই কি প্রার্থনার উপযুক্ত আসন নয়?" কিন্তু অন্য জন চট্ করে উঠে পড়ে বললেন, "কি যা-তা বকছ?" তাও-চি বললেন, "গা-হাত টন্ টন্ করা অবধি বসে থাকা বোকামি! বোকামি!"

তাঁরা সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাও-চি, তুমি উন্মাদ।" কিন্তু তাও-চি বললেন, "আমি নই, আপনারা", এবং অনেক রাত পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন।

পরদিন দ্বার-রক্ষী তাঁকে মেঘ-গৃহে যেতে দিলেন না; ভিক্ষুরা দলে দলে চাং-লাও-এর কাছে অভিযোগ করতে গেলেন। চাং-লাও ভাবলেন, "তাও-চি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তখন দেখেছিলাম, তার মনে অশান্তি, কিন্তু আমি যখন একটি কবিতা রচনা করলাম, মনে হল সে জেগে উঠেছে। যদি একটা কথাই তাকে উদ্দীপিত করে, তবে আমি আবার চেষ্টা করে দেখি।" তখন তিনি একজন অনুচরকে ঘণ্টাধ্বনি করতে এবং ঢাক বাজাতে বললেন সবাইকে জড়ো করার জন্য। ভাষণ-গৃহে একটি চেয়ারে বসে তিনি বললেন, "ধাঁধা আছে, আমার ইচ্ছে সবাই শোনো:

"গত রাত্রিতে চাঁদ অতি উজ্জ্বল,
কেউ যেন এক প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল,
অনন্তকাল দেখাল যে প্রসারিত
যেন সুবিশাল সমতল ভূমি 'পরে।"

তারপর বললেন, "মানুষের জীবন শুধু এই জগতেই নয়। পূর্বে ও পরে অন্য জগতেও আছে, এবং তারপরেও জগৎ আছে, মানুষের জ্ঞানাতীত। তবু এই জীবনে পূর্ব জীবনগুলির চিহ্ন এবং আগামী জীবনের ইঙ্গিত আছে। কেউ বলতে পার সেগুলি কি?"

কেউ উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাও-চি স্নান করতে করতে জলের আওয়াজ ছাড়িয়ে ঘণ্টা আর ঢাকের শব্দ শুনতে পেয়ে, তাড়াতাড়ি শুধু একটা বহির্বাস পরে আর পায়জামা ফেলে রেখে সভাকক্ষে ছুটে গিয়ে, ঠিক যখন চাং-লাও প্রশ্ন করছিলেন গত ও আগামী জীবনের চিহ্ন কি রয়েছে, যার উত্তর কেউ দিতে পারছিলেন না, ঠিক তখনই গিয়ে পৌঁছলেন। চাং-লাও-এর সামনে নতজানু হয়ে তিনি বললেন, "গুরুদেব যেন মনে না করেন তাঁর উপদেশ এই ভিক্ষুকে সচেতন করেনি। সে আগামী জীবনের চিহ্ন জানে।" চাং-লাও বললেন, "যদি জানই, তুমি কেন অন্যের কাছে প্রকাশ করনি?" তাও-চি বললেন, "যদি মহাগুরু এই বহির্বাসে আপত্তি না করেন, তবে প্রকাশ করা

BanglaBook.org

সহজ।" এই বলে তিনি তাঁর মাথা নীচে রেখে পা দুটো শূন্যে তুলে দিলেন, তাঁর সর্বাঙ্গ সকলের চোখের সামনে উন্মোচিত হল। তাঁরা হেসে মুখ লুকালেন, কিন্তু চাং-লাও খুসী হলেন। তিনি বললেন, "এটি একটি বুদ্ধ-সত্য।" তারপর সভাগৃহ ছেড়ে প্রাঙ্গণে গেলেন। ভিক্ষুরা বুঝতে পারলেন না, কি ভাববেন। তাও-চি মাথার ভরে দাঁড়িয়েছেন, তবু চাং-লাও তাঁকে শাস্তি দেননি। তাঁরা গুঞ্জন করতে লাগলেন, এবং তারপর দ্বাররক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে চাং-লাও-এর সাথে দেখা করতে প্রাঙ্গণে গেলেন। দ্বাররক্ষী বললেন, "আমরা সবাই বিধিগুলি সম্মান করি ও সেগুলি মেনে চলায় চেষ্টা করি, কিন্তু তাও-চি বুদ্ধের প্রতি অসম্মানজনক কাজ করেছেন এবং নিয়মভঙ্গ করেছেন। আপনি তাঁকে এখন ক্ষমা করলে, কি করে অন্যকে পরে শাস্তি দেবেন? সেটা অন্যায় হবে।"

চাং-লাও বললেন, "উল্টো লোক, সোজা হয়ে চলার জন্য আমাদের দোষ দিতে পারে। নিয়ম সকলের জন্যই সমান, কিন্তু যে উল্টো হয়ে আছে, তার উপর কি করে সেটার প্রয়োগ হবে?"

তারপর তাও-চির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে দশ অক্ষরের একটি কবিতা বললেন ঃ

বৌদ্ধধর্মে স্থান
উল্টো ভিক্ষুরও।

ভিক্ষুরা গুঞ্জন করতে করতে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন আর তখন থেকে তাও-চি নামটি (মুক্তির পথ) চি-তিয়েন (উল্টো মুক্তি) নামে রূপান্তরিত হল।

বেছে নেয়া যায় শর আর অলাবুতে?
ভাল আর মন্দতে,
অথবা ক্রীড়ায়, সত্য-মিথ্যা দেখা যায় কখনো কি?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তাও-চি মাথার ভর করে দাঁড়ানোর পর সবাই তাঁকে তাও-চি বলে না ডেকে চি-তিয়েন বলে ডাকতেন। এই চি-তিয়েন পাগলাটে ছিলেন; তাঁর চাল-চলন অন্যলোকের মত মোটেই ছিল না। জামা-কাপড় পরায়, খাওয়ায়, মল-মূত্র ত্যাগে তিনি অন্যরকম ছিলেন। তিনি বিহারে সবসময়ই একটা না একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলতেন। অন্যেরা অভিযোগ করলে চাং-লাও তাঁদের এই বলে থামাতে চেষ্টা করতেন যে, যাঁর উপর অন্য কেউ ভর করেছে, তাঁকে তো শাস্তি দেওয়া যায় না। কখনো চি-তিয়েন একদল ছেলেমেয়েকে নিয়ে শীতল-ঝর্ণার প্যাগোডার আশেপাশে খেলতে যেতেন, কখনো-বা গর্জনশীল বানর গুহায়, তাঁর মত হাতের ভরে পাক খেতে শেখাতেন; আবার কখনো-বা একা মদের দোকানে গিয়ে মাতালদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতেন। শেষে একদিন যখন ভিক্ষুরা কোন ভক্তের হয়ে ধূপ-ধুনো জেলে এবং শাস্ত্রপাঠ করে উৎসর্গ করছিলেন, চি-তিয়েন অত্যন্ত মাতাল অবস্থায় হাতে মাংসের টুকরো নিয়ে সেখানে এসে বুদ্ধ-মূর্তির সামনে বসে পড়ে কখনও মদ্যপানের গান গাইতে কখনও বা মাংসের টুকরোটা কামড়াতে লাগলেন।[১]

দ্বাররক্ষী এই অনাচার দেখে তাঁকে চীৎকার করে বললেন, "এটা পবিত্র স্থান, আর আমরা পুজো করছি। তোমার সাহস তো কম নয় যে তুমি এমন অসভ্যতা করছ। দূর হও।"

চি-তিয়েন একটা ঢেকুর তুলে বললেন, "এই নেড়া গাধাগুলির শাস্ত্রপাঠের চেয়ে মাংস-খাওয়া আর গান করা আরো মূল্যবান; কিন্তু ওদের না তাড়িয়ে আপনি আমাকেই তাড়াচ্ছেন।"

চি-তিয়েন যাচ্ছেন না দেখে এবং ভর-করা লোককে শাস্তি দেওয়া যায় না, এই কারণে তাঁকে সব সময়েই মাফ করে দেন বলে দ্বাররক্ষী তখন ভক্ত এবং ভিক্ষুদের নিয়ে, চি-তিয়েন কিভাবে বৃহৎ-গৃহে পুজো নষ্ট করেছেন, সে বিষয়ে চাং-লাও-এর কাছে অভিযোগ করতে গেলেন। "তাই যদি হয়, তাকে ডাকছি।" এই কথা বলে চাং-লাও একজনকে পাঠালেন তাঁকে ডাকবার জন্য। চি-তিয়েন এলে বললেন, "আজ আমরা ভক্তের গুরুতর অসুস্থা স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করছি, আর তুমি পুজোয় ব্যাঘাত করেছ। তোমার কি কোন দয়া বা সম্মান বোধ নেই?"

চি-তিয়েন বললেন, "তাঁরা শুধু ভোগ চড়ান, আর ধূপ-ধুনো পোড়াবার জন্য আরো টাকা চান। ভক্তের হৃদয় ঐকান্তিক জানত বলে এই ভিক্ষু তাঁকে সাহায্য করার ইচ্ছায় একটা সুরাপানের গান গাইল, কিন্তু এই মুণ্ডিত গর্দভগুলো আমাকে উল্টে তাড়িয়ে দিতে চাইল।"

১ বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সময়ে চীনে মদ্যপানের উপর বিভিন্ন রকম নিষেধাজ্ঞা ছিল, কখনও সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজনের বিধান ছিল।

BanglaBook.org

চাং-লাও জিজ্ঞেস করলেন, "কি সুরাপানের গান তুমি তাঁর কাছে গাইলে ?"
চি-তিয়েন বললেন, "এই গানটা ঃ

"হৃদয়-দুয়ার খোলো,
বলো কি বেদনা-জাল ;
আকাশের মেঘ আজ
উড়বে উধাও কাল।"

চাং-লাও মাথা নাড়লেন। যাঁরা অভিযোগ করতে এসেছিলেন, তাঁরা কথা খুজে পেলেন না। তখন ভক্তের বাড়ি থেকে একজন সংবাদদাতা ছুটে এল এই সংবাদ নিয়ে যে গৃহকর্ত্রী উঠে বসেছেন, তাঁর অসুখ সেরে গেছে আর তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর স্বামীকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ভক্তটি প্রথমে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে বললেন, "তোমায় কর্ত্রী এতদিন ধরে অসুস্থ থেকে আজ কি করে উঠে বসলেন ?"
সংবাদদাতা বলল, "স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি মাংস খাচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেরে গেছেন বলে তাঁর মনে হল, যেন তাঁর কোনদিন অসুখই হয়নি।"
ভক্ত বললেন, "এই পুরোহিত নিশ্চয়ই এক জীবন্ত বুদ্ধ।" তিনি তাঁকে ধন্যবাদ দেবার জন্য খুঁজলেন—কিন্তু চি-তিয়েন ততক্ষণ প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে গেছেন। সত্য-সত্যই বলা হয়ে থাকে ঃ

সত্য নিত্য পদাঙ্কহীন
মানব-হৃদয়ে শুধু ছাড়া,
উজ্জ্বল আজ বিষণ্ণ-চোখ
শ্রুতিশীল, শ্রুতিহীন শ্রুতি।"

নিরাময়কারী হিসেবে চি-তিয়েন-এর খ্যাতি সরকারী কার্যালয়ে এবং রাজদরবারে দ্রুত পৌছুল' এবং অনেক মন্ত্রীই রোগমুক্ত হতে বা তাঁকে দর্শন করতে আসতে লাগলেন।
একদিন চাং-লাও যখন তাঁর চৌকো উঠোনে বসে আছেন, চি-তিয়েন এলেন হাতে একটা সোনার লণ্ঠন নিয়ে, পিছনে একদল ছেলে ছোট ঝাঝর ও ঢাক বাজাচ্ছে আর একটা পাহাড়ী গান গাইছে। চাং-লাও বললেন, "চি-তিয়েন, এই শান্তিময় প্রার্থনার স্থানে তুমি সবাইকে গোলমালে উত্ত্যক্ত করে আসছ কেন, সবাই তো এসে আমার কাছে অভিযোগ করবে ?"
চি-তিয়েন বললেন, "প্রভু, টেকো ডাকাতগুলোর কথা শুনবেন না, তারা শুধু ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে। শুক্ল প্রতিপদ আজ। এই ছোট শিশুগুলি গান-বাজনা শুনতে পায় না বললেই হয় এবং মনে হল এরা আজকের রাতটা খেয়াল করবে না। তাই এদের নিয়ে এসে গান-বাজনা শোনাচ্ছি। অন্য বোকা গাধাগুলি মাথাও তুলে দেখবে না, চাঁদ ও তারাগুলি আকাশের এপার থেকে ওপারে চলে যাচ্ছে।"
চাং-লাও বললেন, "তুমি অসহ্য গোলমাল করছ, কিন্তু আজ শুক্ল প্রতিপদ প্রথম বলে আমরা সেটা না পালন করে পারি না। তারপর বিধি-গৃহে সবাইকে জড়ো করার জন্য

BanglaBook.org

শাঁ ও ঢাক বাজাতে বললেন। ধূপকাঠি জ্বালানো হলে, তিনি আসন গ্রহণ করে সভার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

"রূপালী কাস্তে চাঁদ
ছায়াপথে ঝুলে থাকে ;
কেউ নেই, কেউ নেই
ভেসে চলা তারা দেখে,
জানায় সম্ভাষণ
অসীম যাত্রাপথে।"

চাং-লাও তখন সভাকক্ষ ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চি-তিয়েন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "গুরুদেব একটু অপেক্ষা করলে, এই কনিষ্ঠের কিছু বলার আছে। তার বলার ইচ্ছে ঃ

"অনেক প্রথম প্রতিপদ চাঁদ হবে
তারা-অরণ্যে এর পিছু-পিছু ধেয়ে ;
আরো, চাঁদ যাবে কলঙ্ক রেখা এঁকে,
এ মধু প্রহর আর ফিরে আসবে না।
আজ সন্ধ্যায় দেখবে যে এই চাঁদ,
পরবর্তীটি দেখবে অন্য কূলে।"।

চাং-লাও এই কথাগুলি বইতে লিখে রাখতে বলে কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন। কেউই বুঝতে পারলেন না কবিতাটির কি অর্থ, তাঁরা ব্যাখ্যা করার জন্য চি-তিয়েনকে খুঁজলেন, কিন্তু তিনি তার আগেই সদর-দেউড়ি দিয়ে বাইরে চলে গেছেন। তাঁরা বললেন, "ইউয়ান চাং-লাও একজন বড় ও জ্ঞানী পুরোহিত। নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ ছাড়া চি-তিয়েনের কথা লিখিয়ে রাখতেন না। এরপর থেকে তাঁরা চি-তিয়েনের কথা অধিকতর শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন।

দ্রুত এক বছর চলে গেল সবার অলক্ষ্যে। আবার প্রথম প্রতিপদের সময় এল। লিন-আন-এর অধ্যক্ষ বিহারে এসেছিলেন, চাং-লাও তাঁকে চৌকো চত্বরে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি বললেন, "কোন ঘটনাচক্রে আপনার এখানে আজ আগমন হয়েছে ?"

অধ্যক্ষ বললেন, "কোন প্রয়োজন না থাকাতেই মনে হল আপনাকে এসে দেখে যাই।"

চাং-লাও বললেন, "আপনার যখন সময় আছে, চলুন শীতল-হাওয়ার প্যাগোডায় গিয়ে দাবা খেলি ; কেমন হয় তাহলে ?"

অধ্যক্ষ বললেন, "খেলা যদি ভুলে গিয়ে না থাকি, ভালই হবে।"

কাজেই তাঁরা ছক আর গুটিগুলি নিয়ে প্যাগোডায় গেলেন, তারপর ছক পেতে সাদা-কালো সবগুলি গুটি বসিয়ে খেলতে বসলেন। কিন্তু খেলাটা শেষ হবার আগেই দেখলেন যে বড় একদল লোক চৌকো-চত্বরে জড়ো হচ্ছে। একজন বার্তাবহ এসে সংবাদ দিল যে রাজসভা থেকে কয়েকজন উচ্চ কর্মচারী এসেছেন। চাং-লাও জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

করলেন, "কি প্রয়োজনে এসেছেন তাঁরা?" বার্তাবহ বলল, "প্রথম পূর্ণিমার সময় এগিয়ে এসেছে, তাঁরা চাং-লাও-এর বাণী শুনতে এসেছেন।"
চাং-লাও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, "তাঁরা যখন এসেছেন, দু-একটা কথা না বলে তাঁদের ফিরিয়ে দিতে পারি না।" মঠাধ্যক্ষকে তিনি বললেন, "দুঃখিত, আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে।" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তিনি ছকটা উল্টে দিলেন। ফলে গুটিগুলো সব ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন,

"খেলা হল শেষ
গুটিরা গড়ায়,
সাদা-কালো ঢেউ
সৈকতে ভাঙে।"

তারপর তিনি চৌকো-চত্বরে ফিরে গেলেন; স্নান করে, নতুন পোশাক প'রে শান্তিময় আনন্দগৃহে গেলেন এবং ধ্যানাসনে বসলেন। সব ভিক্ষু চারদিকে জড়ো হ'লেন। তারপর তিনি চি-তিয়েনকে ডেকে পাঠালেন তাঁকে তাঁর দেহ-বাস ও ভিক্ষাপাত্র দেবার জন্য[১]। পুরোহিতরা বললেন, "এই যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে তাই হবে।" তিনি বললেন, "আরেকটি জিনিস, চি-তিয়েনই যেন চিতাগ্নি জ্বালায়।" তারপর তিনি দুচোখ বুজলেন এবং আত্মা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।
পুরোহিতরা বিলাপ করছেন এমন সময় দেখলেন, চাং-লাও-এর পোষা সোনালী বানরটি প্যাগোডা থেকে দৌড়ে আসছে। সেটি চাং-লাও-এর চারদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে মরে গেল। তাঁরা সবাই বুঝলেন যে চি-তিয়েন-এর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, কিন্তু যাঁকে চাং-লাও নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন সেই চি-তিয়েন তখনও নিরুদ্দেশ। তাঁরা এরপর কি করবেন ভেবে না পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।
শেষপর্যন্ত তাঁরা চাং-লাওকে একটা শবাধারে রাখলেন। পাঁচ-সাত দিন পরে তাঁকে তাঁরা যখন বাইরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, চি-তিয়েন শীতল ঝর্ণা প্যাগোডা থেকে বেরিয়ে এলেন। পরনে তাঁর ছেঁড়া জামাকাপড়, সারা গায়ে খড়-কুটো, গাইতে গাইতে এলেন, "লি-লো, লি-লো!" "তাঁরা বললেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমাদের সাহায্য করবেন বলে আমরা অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু আপনি এলেন না বলে আমরা এখন শবাধার নিয়ে যাচ্ছি।"
চি-তিয়েন বললেন, "আমাকে চেয়েছিলেন, আপনাদের চোখের জলে আমার চোখের জল মেলাবার জন্য, তা আমি পারব না। চলুন সমাধি-ক্ষেত্রে যাই।"
তখন ঢাক বাজান হল এবং শবাধার বহন করে তাঁরা সবাই বিহার থেকে সুং-পো প্যাগোডায় গেলেন, সেখানে শবাধার নামানো হল। তারপর চিতাগ্নি জ্বালাতে বলা হলে চি-তিয়েন মশাল হাতে নিয়ে আবৃত্তি করলেন,

---

১ আসন্ন মৃত্যুর পর চি-তিয়েনকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দেবার জন্য।

BanglaBook.org

"তিনি পিতা
আমি পুত্র,
চীবর, ভিক্ষার পাত্র
তাঁর, আমি নেব।
এখন জানাই তাঁকে অন্তিম বিদায়—
মশালে উজ্জ্বল করি তাঁর দীর্ঘ পথ।
আই!
অগ্নিশিখায় দগ্ধ চর্মের থলিকা
আত্মা মুক্তি পায়।"

এই বলে তিনি চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করলেন। শবাধার আগুনে ঢেকে গেল এবং শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

হঠাৎ আগুনের মধ্যে ইউয়ান-হুসিন-থাং চাং-লাও-এর মূর্তি আবির্ভূত হয়ে চি-তিয়েন-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার মধ্য দিয়ে বিহারে বিপর্যয় আসবে—কিন্তু বিহার আবার নূতন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে।" অন্য সবাইকে তিনি বললেন, "শান্তি লাভ কর"। তারপর ঊর্ধাকাশে মিলিয়ে গেলেন, আর দেখা গেল না। যাঁরা ঘটনাটি দেখলেন, সবাই খুব ভয় পেলেন, আর ভিক্ষুরা চি-তিয়েনের চারদিকে ভীড় করে বললেন, "বিহারে কোন অধ্যক্ষ নেই এখন। আপনাকেই চাং-লাও তাঁর স্থান নিতে বলেছেন। আপনাকেই শাস্ত্রপাঠ পরিচালনা করতে হবে।"

চি-তিয়েন গালাগালি দিয়ে বললেন, "আমার শাস্ত্রপাঠ আপনাদের মত নয়, তবু চাইছেন আমি আপনাদের মত শাস্ত্রপাঠ করি?"

তাঁরা বললেন, "ছেলেমেয়ের দল নিয়ে আপনি পাহাড়ী গান করেন, তাই কি আপনার শাস্ত্রপাঠের ধরন?"

চি-তিয়েন বললেন, "জলের ভাষা আছে আর পাখীর গান—যার যা পথ—তাছাড়া পাহাড়ী গান গাওয়া সহজ নয়। শাস্ত্র যে কেউই পড়তে পারে আর মনে করতে পারে যে সেটা পাঠ করছে।"

তাঁরা বললেন, "আপনি বুদ্ধ-শিষ্য? আপনার পক্ষে কি উচিত কুকুর, বাঁদর আর এক-পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে খেলা?"

চি-তিয়েন বললেন, "সব কুকুরের, সব শিশুর মধ্যে বুদ্ধ-আত্মা আছে। বৌদ্ধ-বস্ত্র পরা পশু-পাখীদের কাছে ঠকার চেয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করা অনেক ভাল।"

তাঁরা সবাই তাঁর উক্তি উন্মাদের প্রলাপ মনে করলেন এবং কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। তখন একজন বললেন, "চাং-লাও আপনাকে তাঁর ভিক্ষাপাত্র ও কিছু জিনিসপত্র দিয়ে গেছেন। সেগুলি কি করা হবে?"

চি তিয়েন বললেন, "তাঁর ভিক্ষাপাত্র আমি আগেই নিয়েছি। জাগতিক অন্য বস্তুগুলি পোড়াও।"

BanglaBook.org

তাঁরা বললেন, "তাঁর আদেশ ছিল, আপনি সেগুলি গ্রহণ করবেন। আপনি কি ক... তার অন্যথা করবেন ?"

চি-তিয়েন বললেন, "তাহলে সেগুলি নিয়ে আসুন, আমি দেখব।" তাঁরা তখন বাক্স পেঁট্যাটরাগুলি নিয়ে এসে তাঁর সামনে রাখলেন।

তিনি বললেন, "এখন সবই এখানে, এগুলি গুণে, ভাগ করে ফেলুন।"

প্রথমে যিনি কথা বলেছিলেন, তিনি বললেন, "আপনার জন্যই চাং-লাও এ জিনিসগুলি রেখে গেছেন, যাতে মানুষের চোখে আপনি দীপ্তি পান।"

চি-তিয়েন বললেন, "সেটা আপনাকে দেখতে হবে না। শুধু দেখুন যা... জিনিসগুলি ন্যায্যমত ভাগ হয়।"

প্রথম জন তখন ঝাঁঝর ও ঢাক বাজিয়ে সবাইকে ডেকে জড়ো করতে বললেন। তারপ... চি-তিয়েন বাক্স-পেঁট্যাটরাগুলি ভেঙ্গে খুলতে বললেন আর সবাই দেখার জন্য ভী... করে জড়ো হলেন। সোনা-রুপো, উজ্জ্বল প্রবাল ও মণিমুক্তা, বহুমূল্য বসন মুকুট, ঘণ্টা ও স্ফটিকের ঝাড় আর নানা ধরনের টুকিটাকি জিনিস সেখানে ছিল তাঁদের সবার চোখেই লোভের ঝলক, কিন্তু কেউই কথা বলতে সাহস পেলেন না প্রথম জন তখন বললেন, "আমার কিছু বলার আছে, আমি চাই, সবাই শুনুক।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু চি-তিয়েনকে বললেন, "চাং-লাও তোমাকে এই ভিক্ষাদ্রব্যগুলি রেখে গেছেন। নিজের জন্য না চাইলে এগুলি তবে রেখে দাও, অন্য সবাই দরকার মত ব্যবহার করবেন।"
চি-তিয়েন বললেন, "আমি শুধু চাই, তাঁর নিজের ব্যবহৃত ভিক্ষা-পাত্রটি; বাকীগুলি বরং বিলি করা হোক। আপনাদের মধ্যে কেউ এগুলি বরং বিভিন্ন ভাগে ভাগ করুন; তাড়াতাড়ি করুন, পাছে কেউ চুরি করে।"
"চুরি" শব্দটি শুনেই তাঁরা কে কি নেবেন, দেখতে লাগলেন—আপনি সোনা, আমি রুপো, আরেকজন বসনগুলি, এবং পুরোহিত বা নবীন শিক্ষার্থী বিচার না করে সকলেই বিবাদ করতে লাগলেন। চি-তিয়েন তাঁদের লক্ষ্য করে হাসতে লাগলেন এবং বাটালি দিয়ে সবকিছু ভেঙ্গে খুলতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে আর কারও কোন আধিপত্য থাকল না।
কয়েকদিন পর জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু তাঁদের সবাইকে একটা ভোজসভায় জড়ো হয়ে কিং-কর্তব্য আলোচনা করতে বললেন। তিনি বললেন, "আর একজন চাং-লাও-এর ভার নেওয়া প্রয়োজন। এই চি-তিয়েনকে যদি চাং-লাও করা হয়, তবে তাঁর উদ্ভট কথাবার্তায় সমস্ত নবীন শিক্ষার্থীকে অদ্ভুত আচরণ করতে শেখাবে। যদি সে জানতে পারে যে অন্য একজন চাং-লাও আসছেন, সে ওভাবে কথা বলতে সাহস পাবে না। সবকিছু গণ্ডগোল হবার আগে কাউকে পাঠানো উচিত।"
যিনি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তিনি চি-তিয়েনকে ফেং ফাই প্যাগোডায় নদীতে হাঁসের ডিম খুঁজে ছেলেদের সাথে খেলতে দেখলেন। তিনি চি-তিয়েনকে বললেন যে একটা ভোজের আয়োজন হয়েছে আর সব পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ভোজের কথা শুনে চি-তিয়েন বললেন, "ভোজে নিশ্চয়ই মদ থাকবে। চলুন এখনি যাই।" তখন তাঁরা একসঙ্গে বিহারে ফিরলেন। কিন্তু সেখানে কোন ভোজ ছিল না। শুধু ভিক্ষুরা সেখানে বৃত্তাকারে বসে কথা বলছেন—মদ নেই, মাংসও নেই।
চি-তিয়েন তাঁদের বিদ্রূপ করে বললেন, তাঁরা পাঠশালার ছাত্রদের মত বসে বসে মাটিতে ছবি আঁকছেন। তাঁরা তাঁর উদ্ভট কথা বন্ধ করতে বললেন। জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু বললেন, "চাং-লাও-এর সামনে এভাবে কথা বলবে না; তিনি বেঁচে থাকলে রাগ করতেন।"
চি-তিয়েন বললেন, "আপনাদের বিরক্ত করে থাকলে বরং চলে যাই।" কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু বললেন, "আজ আমরা বুদ্ধের সম্মানে ধূপ জ্বালাব। তোমার পক্ষে এখন চলে যাওয়া শোভন হবে না।"
চি-তিয়েন জিজ্ঞেস করলেন, কেন তাঁকে আলোচনায় ডাকা হয়নি।
ভিক্ষু বললেন, "কারণ তুমি গোলমাল পাকাও। তুমি উনুনে ভেজা কয়লার মত আমাদের সঙ্গে মেশ। তুমি আলো নিবিয়ে দাও।"

BanglaBook.org

চি-তিয়েন তখন মেঘ-গৃহে গেলেন, তাঁর দণ্ড হাতে নিলেন এবং সকলকে নত হয়ে অভিবাদন করে বললেন, "কিছু দিনের জন্য আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।" তারপর অস্থি প্যাগোডায় গিয়ে একটা প্রার্থনা আবৃত্তি করলেন, তারপর পিছনে না তাকিয়ে লিং-য়িন বিহার ত্যাগ করলেন। প্রাচীরে তিনি পশ্চিম হ্রদে এলেন এবং ছয়-খিলান সেতুতে পার হলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি রাত কাটাবার জন্য ছিং-ৎঝু বিহারে গেলেন। পরদিন ভোরে তিনি চৌকিয়াং প্যাগোডায় গেলেন, সেখানে নদীতে একটা নৌকা নিয়ে থাই-চৌতে তাঁর পিতৃব্য ওয়াং আন-শিহ্‌র বাড়িতে ফিরে গেলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ওয়াং ছুয়ান এবং তাঁর স্ত্রী সেখানে ছিলেন, তাঁরা তাঁকে স্বাগত জানালেন। সকলে উপবেশন করলে তাঁর পিতৃব্য জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি লিং য়িন থেকে এসেছেন। চি-তিয়েন বললেন যে কখনো কখনো বিহারবাসীর বাইরে গিয়ে মঙ্গলকর কাজ করা উচিত। তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন তিনি বিহারে সময় কেমন কাটিয়েছেন। তিনি বললেন, শাস্ত্র-পাঠে নয়, বরং বেশীর ভাগ সময় নীচু মানের কবিতা লিখে বা ভিক্ষা কিংবা খাদ্য পানীয় নিয়ে ঝগড়া করে; বেশীর ভাগ দিন সেই ভাবেই কেটেছে।

তাঁরা বললেন, "যদি খাদ্যই তোমার দরকার, আমাদের সঙ্গে থাক না কেন?"

চি-তিয়েন বললেন, "গৃহে ভোজন, ভাল হলেও লাভহীন।"

তাঁরা দেখলেন যে তাঁর বেশ-বাস ছিন্ন ও জীর্ণ, কাজেই পরদিন তাঁর জন্য কিন্তু নতুন জামা-কাপড় করিয়ে দিলেন। তিনি সেগুলি পরতে রাজী হয়ে বললেন, "পুরানো কাপড়-চোপড় ভালই। শুধু বাইরে খেতে যাবার সময় ছাড়া।"

মাঝে মাঝে তাঁরা স্বর্গ-মন্দিরে প্রার্থনা করতে যেতেন এবং আনন্দের জন্য কবিতা রচনা করতেন; সময় তাঁদের অগোচরে কেটে যেত। একদিন চি-তিয়েন তাঁর জ্যাঠামশায় আর জ্যাঠাইমাকে বললেন, "এখানে অনেক দিন দেরী করেছি। ভাল হাওয়া পেলে আমি হাং-চৌতে যাব এবং আশ-পাশটা দেখব।"

তাঁর জ্যাঠাইমা বললেন, "ভিক্ষুদের সঙ্গে বনিবনা না হলে, এখানেই বরং থাক।" চি-তিয়েন বললেন, "না। এবার নয়।" এই বলে গুনগুন করে গান গাইলেন ঃ—

"ঘরে বা বাইরে
একা বা সকলে
যাই করো তুমি
তফাৎ কি আর।"

তাঁর জ্যাঠামশায় আর জ্যাঠাইমা জানতেন, তাঁকে আটকানোর চেষ্টা নিরর্থক, কাজেই তাঁরা তাঁকে পথের জন্য একটা পুঁটুলি তৈরী করে দিলেন। কিন্তু তিনি হেসে বললেন, "পথিকের মালপত্রে কি দরকার?" তারপর তিনি তাঁদের বিদায় জানালেন, লাঠি তুলে নিয়ে রওনা হলেন। চান-লিন এ তিনি নদী পথে চৌকিয়াং যাবার জন্য একটা নৌকা নিলেন, এবং সেখানে তিনি নামলেন। মনে মনে ভাবলেন, "আমি লিং-য়িন থেকে এসেছি। কোন বিহারে যাবার চেয়ে বরং সেখানেই ফিরে

BanglaBook.org

যাই, দেখি ন্যাড়া মাথাগুলো আমায় কেমন সম্বর্ধনা জানায়।" কাজেই তিনি পাহাড়ের উপরে বিহারের তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হলেন। ভিতরে গিয়ে থামতেই প্রধান ভিক্ষু তাঁকে দেখে বললেন, "নতুন চাং-লাও অত্যন্ত কড়া, আগের জনের মত নন। যদি তুমি এখানে থাকতে চাও, তবে ঠিকমত চলবে, কোন গোলমাল করবে না।"

চি-তিয়েন বললেন, "আমাকে না খোঁচালে কোন গণ্ডগোল করি না।"

ভিক্ষু বললেন, "নিয়ম-ভঙ্গ না করলে কেউ তোমাকে খোঁচাবে না।" তখন তাঁরা চাং-লাও-এর সঙ্গে দেখা করতে চৌকো-উঠোনে গেলেন। জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এই সেই ভিক্ষু যে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল।"

চাং-লাও বললেন, "এবার সে মদ্য-মাংস আর পাবে না।"

চি-তিয়েন বললেন, "আমি দুই-এক পেয়ালা মদ খেতাম। এখন কি আমি কিছুই পাব না?"

চাং-লাও বললেন, "যখন মদের লোভ সংবরণ করতে শিখবে তখন একটু আধটু পাবে। তোমার অবশ্য-কর্তব্য প্রায়শ্চিত্ত-রূপে এটা বইতে লেখা থাকতে পারে।"

কাজেই কয়েকদিন চি-তিয়েন বিহারে থেকে শাস্ত্রাদি পাঠ করলেন। দু-মাস পর্যন্ত তিনি দেউড়ির বাইরে গেলেন না। তারপর একদিন আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে ফেলল এবং প্রচণ্ড তুষারপাত সুরু হল। চি-তিয়েন আগুনের আঁচে খালি পা-দুটো ছড়িয়ে দেবার জন্য ধোঁয়া-ভর্তি রান্না ঘরে গেলেন।

আগুনে যে কাঠ গুঁজছিল, তার, চি-তিয়েনকে দেখে কষ্ট হল, বলল, "আপনি প্রচুর ভিক্ষা পান কিন্তু আপনি তা সবাইকে নিয়ে যেতে দেন; এখন আপনার পা ঠাণ্ডায় লাল হয়ে গেছে। কেউ যদি আপনাকে দেখে, তারা কি ভাববে?"

চি-তিয়েন বললেন, "ঠাণ্ডায়-কিছু আসে যায় না, কিন্তু শরীরটাকে গরম করার জন্য মদ নেই, সেটা সহ্য করাই সবচেয়ে কঠিন।"

লোকটার মন নরম ছিল, কথাটা তাকে স্পর্শ করল। সে বলল, "এখানে আমার একটা ছোট বোতল আছে। আপনি একটু নিতে পারেন, কিন্তু ভয় হয়, চাং-লাও পাছে জেনে ফেলেন!"

চি-তিয়েন বলল, "ভাই। আমি যদি উনুনের পিছনে লুকিয়ে এক পেয়ালা খাই, চাং-লাও তাহলে সেটা কি করে জানবেন?"

তখন লোকটা তাঁকে এক পেয়ালা ছেঁকে দিল আর চাং-লাও সেটা দুহাতে নিয়ে দুই ঢোক গিলে ফেললেন। তিনি বললেন, "আঃ, ভাল মদ, স্বর্গের শিশিরের মত মিষ্টি মদ। আর এক পেয়ালা হলে কেমন হয়?" লোকটি তাই তাঁকে আর এক পেয়ালা ছেঁকে দিল এবং সেটা পান করে তিনি ঠোঁট চাটতে চাটতে বললেন, তাঁর গলা কেমন শুকিয়ে গিয়েছিল। লোকটা তাঁকে আর এক পেয়ালা ঢেলে দিল, তবু তিনি আরও চাইলেন। কিন্তু লোকটি বোতলটা লুকিয়ে ফেলল। সে বলল, "এ পুরানো মদ। মদের ভাঁড়ার ঘর থেকে এনেছি। এর একটা হিসাব আছে। আপনি তিন পেয়ালা

BanglaBook.org

খেয়েছেন। আপনাকে কেউ বিহারে হাঁটতে দেখলে, আপনি মদ খাওয়াটা লুকাতে পারবেন না।"

কাজেই চি-তিয়েন উঠে পড়লেন এবং সদর দেউড়ি দিয়ে বাইরে গেলেন। কয়েক পা মাত্র গেছেন এমন সময় দেখেন চাং বলে একজন ফেং-ফাই প্যাগোডা থেকে আসছেন। চাং তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বিহারে ফিরে এসেছেন, অথচ আপনার এতদিন সাক্ষাৎ পাইনি কেন ?"

চি-তিয়েন টলছিলেন ; তিনি বললেন, "মশায় আপনি জানেন না যে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং এখন থাই-চৌ থেকে ফিরে আসার পর আমাকে আর দেউড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। আজ বড় শীত করছিল বলে একজন একটু মদ দিল সেটুকু খুব অল্প হওয়ায় লুকিয়ে বন্ধু কাউকে খুঁজতে বেরিয়েছি।"

চাং বললেন, "তাহলে আমার গৃহে অবশ্যই আসুন এবং আরো তিন পেয়ালা গ্রহণ করুন। কেমন, তাতে হবে তো ?"

চি-তিয়েন বললেন, "মশায়, আপনিই সেই বন্ধু যাকে আমি খুঁজছিলাম। আর খোঁজা অনর্থক ; চলুন যাই, আপনার গৃহে একটু সময় হাসি-খুসীতে কাটানো যাক।"

ফেং পাই প্যাগোডার কাছে এসে তাঁরা দেখলেন যে চাং-এর স্ত্রী দরজার কাছে তাঁদের আসা লক্ষ্য করছেন। তিনি চি-তিয়েনকে দেখে খুসী হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আগে আসেননি কেন ? চাং বললেন, "তাঁরা কিছু খেতে এসেছেন। চি-তিয়েনের শীত করছে, শরীরটা গরম করার জন্য কিছু মদ দরকার।" চাং-এর স্ত্রী বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মদ ও খাবার দুইই আছে।" তারপর রান্না ঘরে কিছুটা দই-এর ঝোল আর এক ঝারি মদ গরম করতে গেলেন। সেগুলি টেবিলে রেখে নাতিকে মদ ছাঁকতে বললেন। তাঁরা সবাই খেতে বসলেন চি-তিয়েন বললেন, "আপনারা এত সদয়, আমি কি করে ঋণ-শোধ করব ?" শ্রীমতী চাং বললেন, "যথেষ্ট খাবার নেই, মদটাও ঘরে তৈরী, বিশেষ কিছুই নেই। একটু শুধু মুখে দিন।"

চি-তিয়েন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "আমি এক পেয়ালা, আপনি এক পেয়ালা।" এবং সবাই মিলে পনের-ষোল পেয়ালা পান করলেন। মাতাল হচ্ছেন ও গান করছেন বুঝতে পেরে ভাবলেন ফেরার সময় হয়েছে এবং ওঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শ্রীমতী চাং বললেন, "মদ খাওয়া আপনার বারণ, এই অবস্থায় বিহারে ফিরে গেলে, চাং-লাও দেখে ফেলবেন আর আপনাকে মদ দেবার জন্যে আমাদের দোষ দেবেন। তার চেয়ে বরং রাতে থেকে যান। প্রকৃতিস্থ হয়ে সকালে বিহারে ফিরবেন।" কাজেই চি-তিয়েন রাতটা চাং-এর ছেলের সঙ্গে কাটালেন। খুব ভোরে তিনি ভাবলেন, "শহরে বন্ধুরা আমাকে ভুলে যাবে। আমি গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করি।" কাজেই চাংকে বিদায় জানিয়ে ইয়ুএহ্‌ সমাধির পথ ধরলেন।

ঠিক তখনই কয়েকজন শিবিকাবাহী দৌড়ে এসে পথ থেকে সরে যেতে বলল। চি-তিয়েন দেখবার জন্য পথের ধারে দাঁড়ালেন, কিন্তু থাই-ওয়েই[১]কে চিনতে পেরে আসন

১ থাই-ওয়েই সুং যুগের উচ্চতম রাজকর্মচারী, মন্ত্রী-সভার স্থান লাভের উপযুক্ত।

BanglaBook.org

থামানর জন্য পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "থাই-ওয়েই, কোথায় যাচ্ছেন?" থাই-ওয়েই চি-তিয়েনকে দেখে বাহকদের তাঁকে নীচে নামাতে বললেন, এবং জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তাঁকে এতদিন দেখেননি কেন।

চি-তিয়েন তখন তাঁর থিয়েন থাইতে কীর্তির কথা বললেন। থাই-ওয়েই বললেন, "এই দীন-কর্মচারীর আজ একটু কাজ আছে। তাকে থাই-চৌতে যেতেই হবে, কাজেই আপনার সঙ্গে থাকতে পারছে না; কাল যদি আমার বাড়িতে আপনার আগমন হয়, এই দীন কর্মচারী তবে আপনার জন্য অপেক্ষা করবে।"

চি-তিয়েন তাঁকে ধন্যবাদ দিলেন, তিনি আসনে উঠে যাত্রা সুরু করলেন। চি-তিয়েন তখন ছিয়েন-বাঁধের দেউড়িতে এসে সোজা অধ্যক্ষ শেন-এর বাড়িতে গেলেন। দ্বার-রক্ষী চি-তিয়েনকে দেখে ভিতরে আসতে অনুরোধ করে বলল যে গৃহকর্তা তাঁকে আশা করছিলেন না বলে বাইরে গেছেন, হয়ত সে-দিন ফিরবেন না, কিন্তু চি-তিয়েন অপেক্ষা করলে দ্বাররক্ষী তাঁকে গিয়ে নিয়ে আসবে।

চি-তিয়েন বললেন, "তার চেয়ে বরং আমি গিয়ে খুঁজে বের করি। এখন বরফ পড়তে সুরু করেছে, তাই তাঁর জন্য একটা কবিতা রেখে যাব।" তিনি তুলি ও কালির পাটা চেয়ে নিয়ে পর্দার উপরে একটা শিরোনাম লিখলেন,

"নদী-তীরে ঋষি।"

এবং তার নীচে কবিতাটি ঃ

"শীতে লাল, কম্পিত দেহ,
কাছে-দূরে ছড়ায় যে শীত
ধূলি-জাল ভাঙ্গা প্রবালের;
কূল-ভরা নদী
ন্যাসপাতি পপাড়তে যেন,
কাছিমের পিঠে ভেসে থাকা।
শীত আসে কুটির প্রাঙ্গণে—
বৃদ্ধ পুরোহিতের সমীপে,
সোনা থেকে রূপো করে তোলে
পাহাড়গুলিকে;
ঝিকমিক্ তুষারের কণা,
প্রাসাদে ও মরকত মন্দির-চূড়াতে,
এই দশা কোনো তুলি-রেখাতে আসে না।"

লেখা শেষ হলে তিনি ভাবলেন, "এই শীতে তিনি আর ফিরবেন না, নিশ্চয়ই লাক্ষা সেতুর ধারে ওয়াং হুসিং-শেউ-র বাড়িতে থাকবেন। আমি গিয়ে তাঁকে খুঁজে দেখি।" কাজেই তিনি শেন-এর বাড়ি ছেড়ে লাক্ষা সেতুর দিকে রওনা হলেন।

বিনীত হৃদয় নিয়ে স্বর্গকে প্রণাম জানালে,
স্বর্গ জুগিয়ে দেবে সুরা।

সপ্তম অধ্যায়

চি-তিয়েন ওয়াং হ্সিং-শেউর বাড়িতে পৌঁছলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে স্বাগত জানালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন অধীক্ষক শেন আছেন কি না। স্ত্রী বললেন, "হ্যাঁ, তিনি গত রাতে এসেছেন, এখন স্নান করছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, ভিতরে এসে বসুন।" তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওয়াং-এর ঘরে গেলেন, দেখতে, তিনি উঠেছেন কিনা। তিনি নিঃশব্দে বিছানার পর্দা তুলে দেখলেন যে ওয়াং ঘুমিয়ে আছেন আর তাঁকে বোবায় পেয়েছে। তখন তিনি তাকে তোলা একজোড়া নক্সা করা চটি দেখে, সাবধানে লেপ তুলে এক পাটি চটি ওয়াং এ নাভিতে রেখে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এলেন। শেন ঠিক তখনই চান করে ফিরেছেন, জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন চি-তিয়েনকে না দেখতে পাবার মত কি কারণ ঘটেছে। চি-তিয়েন তখন বিস্তারিত বললেন, কি করে তিনি থিয়েন-থাই ছেড়ে, বিশেষ করে তাঁকে দেখবার জন্য এসেছেন, "কিন্তু গতরাত্রে আপনি বাড়িতে ছিলেন না বলে আন্দাজ করলাম আপনি এখানে থাকবেন, তাই এখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করতে এসেছি।"

শেন বললেন, "বেশ, চলুন, উপরে গিয়ে প্রাতঃরাশ গ্রহণ করি।" ওয়াং ততক্ষণ জেগে উঠেছেন এবং নক্সাকাটা চটি নাভির উপরে দেখে স্ত্রী-কে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে কে এসেছিল। তিনি বললেন, "চি-তিয়েন ছাড়া কেউ নয়।" শেন এবং চি-তিয়েন একসঙ্গে ভিতরে এলেন, তিনি চি-তিয়েনের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "অতিথির রীতিনীতি আপনি মানেন না।"

চি-তিয়েন বললেন, "আসলে আমি অভদ্রতা করতে চাইনি। একটা কারণ ছিল আমার। আপনি স্বপ্নের মধ্যে কিছু দেখছিলেন।"

ওয়াং বললেন "ও দুঃস্বপ্ন। একটা অমঙ্গলকর কিছু আমাকে ঘিরে ছিল এবং আমি তার থেকে পালাতে পারছিলাম না।"

চি-তিয়েন বললেন, "তারপর কি হ'ল ?"

ওয়াং বললেন, "চোখ খুলে দেখি, সব চলে গেছে।"

চি-তিয়েন বললেন, "আপনাকে কারণটা এমন বলতে পারি।" তারপর একটুকরো কাগজ ও তুলি নিয়ে তিনি লিখলেন, :

"শাখায় বিশ্রামরত প্রজাপতি,
নব বসন্তের স্বপ্ন চোখে তার—
ডানা মেলে, পুষ্প হৃদয়ের
আরো কাছাকাছি চলে যায়।
সূচী শিল্পিত পাদুকায়, তাই
পুষ্পটি চেয়েছি ঢেকে দিতে,
অলীক কামনা আর দ্বার হীন
পথ থেকে তোমাকে ফেরাতে।"

শেন সশব্দে হেসে উঠলেন। "এই ভাবেই তবে জেগে উঠেছেন ?" তিনি ওয়াংকে জিজ্ঞেস করলেন। "আপনাকে বসন্ত-স্বপ্ন[১] থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। চি-তিয়েনের সুচিন্তার জন্য তাঁকে পুরস্কার দেওয়া উচিত।"

শেন পরিচারিকাকে তিন পেয়ালা শীতল মদ আনতে বললেন -এবং তাঁরা প্রত্যেকেই এক এক পেয়ালা নিলেন, কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, "এই মদ, যদিও অত্যন্ত সুস্বাদু, ওয়াং-এর পক্ষে মঙ্গলকর হবে না।" ওয়াং বললেন, "তবে আপনি পান করুন। আমার দরকার নেই।" চি-তিয়েন তখন সেটা খেয়ে ফেললেন। পরিচারিকা ভাত আনল, তাঁরা সবাই একসঙ্গে খেলেন। চি-তিয়েন ধন্যবাদ দিয়ে, যাবার উদ্যোগ করলে, শেন বললেন, "আমাকে দেখতে আপনি এতটা পথ এসেছেন, ঘরে ভাল মদ আছে, এখন যাবেন কেন ?"

চি-তিয়েন অবশ্য, যাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, সেই থাই-ওয়েই-এর কথা ভাবতে ভাবতে স্বচ্ছ-নদী পল্লীতে রওনা হলেন। উদীয়মান সূর্য মদের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি একজন লোককে বীনের দই আর মদ খেতে দেখলেন। দেরী হয়ে গেছে, আর হাল্কা বরফ পড়ছে দেখে তিনি ভাবলেন, আমি শুধু দুই পেয়ালা খাব। এই ঠাণ্ডায় জায়গাটা ভালই মনে হচ্ছে। তিনি তখন দোকানে ঢুকে বসবার জন্য একটা জায়গা খুঁজতে লাগলেন। সরাইওয়ালা এসে জিজ্ঞেস করল, "প্রভুর মনোবাঞ্ছা কি ?"

চি-তিয়েন বললেন, "খাবার মত কোনকিছু আর একটু মদ।" কাজেই সে চার থালা বিভিন্ন খাবার, বীনের দই এক পাত্র, আর খাবার কাঠিসহ একটা খালি পাত্র নিয়ে এল। চি-তিয়েন তখন খাবারটা ভাল কি মন্দ না দেখে, কিংবা মদটা প্রথমে ছাঁকা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সবকিছু খেয়ে ফেললেন। মদটা মিষ্টি ও সুগন্ধী দেখে তিনি আরো এক ভাঁড় চাইলেন। সুরাইওয়ালা বলল, "আমার মদ ভাল হলেও নতুন এবং ঘন। দুই ভাঁড় আপনাকে মাতাল করে তুলবে।"

চি-তিয়েন বললেন, "আমি মাতাল হব না, তাছাড়া সুরাপ্রার্থী অতিথির সঙ্গে এই ভাবেই কি কথা বলা উচিত ?"

দোকানদারকে তখন আর এক ভাঁড় আনতে হল। শেষ পর্যন্ত চি-তিয়েন উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সবকিছু চারদিকে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছিল বলে তাঁকে আবার বসে পড়তে হ'ল। সরাইওয়ালা তাঁকে টাকার জন্য চাপ দিতে লাগল, কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, "তাঁর কাছে টাকা নেই। তাঁকে ধার দিতেই হবে। সরাইওয়ালা বলল, "মদ, আরো মদ, এবং আরো বেশী মদের হুকুম দিয়ে এটাও কথা বলার ধরন নয়, ধার চাওয়ারও নয়।"

চি-তিয়েন বললেন, "আমি লিং-য়িন বিহার থেকে আসছি। আমাকে সেখানে সবাই চেনে। শিগ্‌গিরই কেউ এসে আমার হয়ে কথা বলবে এবং তোমার প্রাপ্য তুমি পাবে, কাজেই, চিন্তা কোরো না।" কিন্তু সরাইওয়ালা বলল, "আমি এখানে ব্যস্ত লোক,

১ বসন্ত স্বপ্ন=রতি স্বপ্ন।

BanglaBook.org

আমার দামের জন্যে অপেক্ষা করার সময় নেই। যতক্ষণ না আমার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ আপনার বর্হিবাস জিম্মা দিয়ে যান।" চি-তিয়েন বললেন, "এই আমার একমাত্র বসন। এর নীচে শুধু আমার ত্বক।"

কিন্তু সরাইওয়ালা তাঁর বর্হিবাস টেনে খুলে নিয়ে উপরে চলে গেল। একজন পথচারী এটা দেখে বলল, "বিবস্ত্র লোকটা দেখছি হুবহু প্রভু চি'র মতন।" তখন সে আর অন্য সকলে দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে তাকাল। তাদের দেখে চি-তিয়েন সরাইওয়ালাকে জোরে জোরে বললেন, "বলিনি, আমাকে জানে এমন কেউ এসে তোমার টাকা মিটিয়ে দেবে?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরাইওয়ালা ব্যাপার কি, দেখতে নীচে নেমে এল আর সত্যি সত্যি তাদের মধ্যে একজন শেন-এর ভাই, শেন উ-কুয়ান; আর একজন অধীক্ষক লি। চি-তিয়েন বললেন, "ভাগ্য ভাল আপনারা এখনই এসে পড়েছেন। যে মদ খেয়েছি তার দাম আদায় করতে সরাইওয়ালা আমার কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে গেছে, শুধু হলদে চামড়া রেখে গেছে।" শুনে তাঁরা দুজনে খুব হাসলেন। শেন উ-কুয়ান কিছু টাকা এনে পাওনা মিটিয়ে সরাইওয়ালাকে বিদায় করলেন।

চি-তিয়েন, পরম নিশ্চিন্ত হয়ে, মুক্তির জন্য তাঁদের বহু ধন্যবাদ দিলেন। শেন উ-কুয়ান বললেন, "এমন দিনে একা একা মদ্যপান ভাল লাগে না। আপনাকে এখন এসে আমাদের সঙ্গে পান করতেই হবে।" চি-তিয়েন বললেন, "আপনাদের সঙ্গে মদ্যপান করলে সুখী হব, কিন্তু সরাইওয়ালার দেনা মেটানর জন্য, প্রথমে আমাকে একটা কবিতা রেখে যেতেই হবে।" কাজেই তিনি লিখলেন ঃ

"সুরা দেখে—লালা ঝরে,
আর কোন আসে না ভাবনা ;
প্রতিবেশী না তরালে,
এ দেহে বসন থাকত না।"

তাঁরা সবাই হাসলেন। তারপর শেন উ-কুয়ান ও লি বললেন, "বেশ বলেছেন, কিন্তু আপনি কি এখন আরো মদ চান?"

চি-তিয়েন বললেন, "এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় নিশ্চয়ই আরো মদ চাই।" তারপর গাইলেন ঃ

"দুঃখকে বিদায় দিতে ছাঁক পীত মদ,
সুগন্ধ করুক তার সরসা নাসিকা ;
ডোবাতে তো পারবে না শত শত নদী,
আমার বিপুলা তৃষা তিমির অধিকা।"

শেন উ-কুয়ান বললেন, "আপনার সব গান মদ্যপান নিয়ে। আপনি কি অন্য কিছুর গান গাইতে পারেন না?" চি-তিয়েন বললেন ঃ

"শুনেছি প্রাচীন প্রবচন,
এক ভাণ্ড মদে,
পদ্ম প্লাম নিয়ে

লেখা হত একশত গীত।
দীন ভিক্ষু দু-তিনটি গান মাত্র গায়,
তাহলে কি করে ক্ষান্তি দেয় কবিতায় ?"

তাঁর দুই বন্ধু বললেন, "ভাল, কেন কবিতা রচনা করবেন বরং আমাদের সঙ্গে সুরা পান করুন। এখন পর্যন্ত কতটা খেয়েছেন ?"

চি-তিয়েন বললেন, "কতটায় কি যায় আসে ? গান গেয়ে যাবার মত যথেষ্ট।" তারপর আবার আবৃত্তি করলেন,

"সেকালে তো মদ মাপতো না
পান্থশালে ; তৃপ্ত নাহি এলে,
ভাণ্ড নিয়ে ভূমিতলে শুয়ে,
পেয়ালা পেয়ালা খেত ঢেলে।"

শেন যখন দেখলেন যে চি-তিয়েন আর পান করতে চাইছেন না, লির সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য উপায় চেষ্টা করার কথা চিন্তা করলেন। তিনি একটি পরিচারককে ডেকে তিনটি গাইয়ে মেয়েকে আনতে বললেন, যাতে তাঁরা প্রত্যেকেই একজনকে পাশে বসার জন্য পেতে পারেন। তিনি চি-তিয়েনকে বললেন, "দেখছি আপনি প্রয়োজন মিটিয়ে পান করেছেন, কিন্তু আপনি একাকী এবং সঙ্গ চান। এই ছোট মেয়েটি আপনার সঙ্গে বসবে। সেটা কি আরো ভাল হবে না ?"

চি-তিয়েন বললেন, "ভাল, ভাল।" তারপর চার পংক্তির একটা গান গাইলেন :

"আজ রজনীতে পেয়ালা না হলে নারী,
হাওয়া বয়ে যায় যেখানে তাহার খুশী,
বাসি মদ্যের বাস ভরা এ-বসন
দেবে কস্তুরী-অর্কিড-সৌরভ।"

চি-তিয়েন নিতান্ত সন্তুষ্ট ও সম্পূর্ণ অসৎ-কামনা-বর্জিত হয়ে সেই গাইয়ে মেয়েটির সঙ্গে বসে আছেন দেখে শেন উ-কুয়ান বললেন, "এটা পানশালা। নজর দেবার মত কেউ নেই। এই মেয়েটিকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দুজনে একটু ফূর্তি করুন না কেন ?" লি উস্কে দেবার জন্য বললেন, "চি-প্রভু মদের সম্বন্ধে বেশ সাহসের কথা বলেন, কিন্তু এই মেয়েটির ব্যাপারে একেবারে বোবা।"

চি-তিয়েন বললেন, "আমি কোন কোন বিষয়ে গান গাই। কিন্তু অন্য বিষয়গুলিতে নয়।" তারপর আবার গাইলেন :

"চড়ুই হয়ত বাসবে না ভাল
সারসের ধ্বনি কর্কশ,
কুসুমিকা পায় তন্বী-শ্যামা
উইলোর তাচ্ছিল্য।
হিংসা হলেও প্রজাপতি আর
তার লুণ্ঠিত গন্ধে,

আমি যে আমিই, এতেই রয়েছি
নিত্য আত্মতুষ্ট।

শেন উ-কুয়ান বললেন, "গুরুদেব চি-র পক্ষে সে ত বেশ ভালই। তবে য়িন ও ইয়াং[১] নিয়েই জীবন অন্য ভাবে তো জীবন হয় না। আপনি এক অভিজ্ঞতা হারাচ্ছেন।"
কিন্তু চি-তিয়েন কর্ণপাত না করে গাইতে থাকলেন:

"একদা আমার পিতা-মাতা তাই মেনে
দিলেন জন্ম এই চর্মের থলি,
অন্য প্রকার পাপ কর্মের চেয়ে,
শুধু পীত-সুরা আসক্ত হয়ে চলি।"

তিনি গান শেষ করলে তাঁরা সবাই হাসলেন এবং আরো মদ গরম করতে বললেন। এই ভাবে কথা বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে সূর্য নীচে নেমে আসায় ছায়া দীর্ঘতর হল। লি তখন চলে গেলেন। শেন বললেন, "আপনি আজ বিহারে ফিরতে পারবেন না। আপনার ঘুমাতে পারার মত একটা ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।"
চি-তিয়েন তখন মদে এত চুর যে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। কাজেই সবকিছুতেই রাজী হলেন। তখন শেন উ-কুয়ান সরাইওয়ালাকে ডেকে বললেন, "চি-তিয়েন এত মাতাল যে বিহারে ফিরে যেতে পারবেন না। আপনি কি তাঁকে রাতের মত এখানে থাকতে দেবেন, আর আপত্তি না থাকলে তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্য একজন থাকবে?"
সরাইওয়ালার স্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন, সেটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং দুটি পরিচারিকাকে ডেকে একটি ঘর গুছিয়ে দিতে বললেন। সেই সুগৃহিণী তখন একটি মেয়েকে ডাকলেন চি-তিয়েনকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে। চি-তিয়েন তখন একটা চেয়ারে বসেছিলেন, চোখ দুটো বোজা, নিজের মনে হাসছেন, এবং বিড়-বিড় করে মাতলামি করছেন। মেয়েটি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলল, তিনি নড়লেন না। কাজেই সে তাঁকে প্রায় বহন করে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। তিনি তবু জাগলেন না, মেয়েটি তখন তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিল। তখনও তিনি এত মাতাল যে পোশাক খুলতে পারছিলেন না বলে মেয়েটিই সে কাজ করে দিল আর তাতেই তিনি জেগে উঠলেন। যখন তিনি দেখলেন পাশে একটা অচেনা মেয়ে তাঁর জামা-কাপড় টানছে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "আই হুসিয়া, আমি কোথায়?" মেয়েটি হেসে বলল যে ওটা তার শোবার ঘর। সে বলল, আপনার সঙ্গে যে শেন উ-কুয়ান এসেছিলেন মদ খেতে, তিনি আমায় বলেছেন, "আপনি মাতাল হলে আপনার কাপড় চোপড় খুলে দিতে আর আপনার সঙ্গে শুতে।"
চি-তিয়েন চীৎকার করে উঠলেন, "পাপ, পাপ," তারপর তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজা খুলে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। মেয়েটি নিজেকে নিষ্প্রয়োজন বুঝে শুতে গেল। বাইরে রাত দুটোর ঘণ্টা বাজছে। চি-তিয়েনের ভয় হল রাতের চৌকিদার তাঁকে দেখে

১ পুরুষ ও প্রকৃতি।

ফেলবে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তিনি একটা বসবার ঘরে এলেন, সেখানে একটা বড় চুল্লী ছিল। আগুন নিভে গেলেও চিমনি তখনো গরম আছে দেখে তিনি তার উপর বেয়ে উঠে ঘুমিয়ে পড়লেন। পাঁচটার সময় নগর-তোরণের ঘণ্টার শব্দ তাঁকে জাগিয়ে দিল। তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। চাঁদ আগেই অস্ত গেছে, তারাগুলি নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল ; শুভ্র উষার পূর্বদিকে আবির্ভাব হচ্ছিল। গতরাত্রের কথা স্মরণ করে তিনি না হেসে পারলেন না, এবং কিছু কাগজ ও একটা তুলি টেবিলে দেখতে পেয়ে চট্‌পট্ লিখে ফেললেন ঃ

"বাইরে রাত্রি, হিমেল হাওয়ার বিছানা
এ নিয়ে ভাববে কেবা কি ?
হাসির ব্যাপার, মহাধনী কেউ
মেয়েটাকে দেবে টাকা নয় এক চড়।"

এটা লিখে, চারদিকে তাকিয়ে গতরাত্রের ভুক্তাবশেষ টেবিলে দেখলেন—তার মধ্যে এক ভাঁড় তখনো অসমাপ্ত। তিনি তার সুগন্ধটা নেবার জন্য নাকের কাছে নিলেন। মদের টান তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। তিনি ঠোঁটের কাছে ওটা তুললেন। তারপর তার শৈত্য উপেক্ষা করে চুমুকে চুমুকে পান করে সেটা নিঃশেষ করলেন। তারপর একটু সুস্থ বোধ করে, তিনি আবার তুলি তুলে নিয়ে লিখলেন ঃ

আনন্দের অবশেষ রয়'
সুরা-শেষ এবং স্মৃতির,
কি করে যে সুরাঘ্রাণ ছাড়া—
শ্বাস নেব প্রভাত-সমীর।

তারপর তিনি সদর দেউড়ি টেনে খুলে, বাইরে এলেন। সেই সুগৃহিণী দেউড়ির আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে বড় ঘরে এলেন। উনুনের উপর তিনি সুরাভাণ্ড দেখলেন, ওটা খালি, একটুকরো কাগজ আছে, তাতে কিছু লেখা, তিনি বুঝতে পারলেন না। শোবার ঘরে গিয়ে দেখলেন মেয়েটা একা, ঘুমাচ্ছে। তাকে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন গতরাত্রে কি হয়েছে। মেয়েটা বলল, "লোকটা, মনে হয়েছিল মাতাল, আমাকে তার জামা-কাপড় খুলে বিছানায় শোয়াতে দিল। কে ভেবেছে সে হঠাৎ জেগে উঠে "লজ্জা ! লজ্জা !" বলে কাঁদতে সুরু করবে আর দৌড়ে বাইরে যাবে ? সে সবে ভেবে চোখ খুলতে ইচ্ছে হয়নি।" এমনি এক রাতের পর সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। অন্য দুটো মেয়েকে নিয়ে শেন উ-কুয়ানও এলেন, কি ঘটেছে দেখতে, সে লেখা দেখে তখনি সব বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, "এত গুণ যাঁর, তিনি অন্যায় করতে পারেন না। এমন ব্যক্তি সর্বোচ্চ পদের মহা-সম্মান লাভের যোগ্য ; যেমন, বলা হয়ে থাকে ঃ

প্রণাম জানায় যদি বাঘেরা ড্রাগনে,
শয়তানও তার কথা কি করে না শোনে।"

অষ্টম অধ্যায়

সরাইতে কাটালেও রাতটা চি-তিয়েনের কাছে মোটেই বিশ্রামপ্রদ হয়নি। খুব ভোরে তিনি রওনা দিলেন। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, এদিকে উদরশূন্য। তিনি ভাবলেন পবিত্র-সেতু দৌড়ে গিয়ে তিনি থাই-ওয়েই ওয়াং-এর বাড়িতে গিয়ে প্রাতরাশ চাইবেন—কিন্তু শেষপর্যন্ত দশ হাজার পাইন পাহাড়ে যাওয়া স্থির করলেন। শেন থাই-ওয়েই-এর বাড়িতে পৌছুলে দারোয়ান তাঁকে বাড়ির ভিতরে আসতে অনুরোধ করে বলল, তার মালিক তাঁকে দেখে খুসী হবেন। সে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে আগমন ঘোষণা করতে গেল। শেন থাই ওয়েই হল-ঘরে এসে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন তিনি তাঁকে দেখেননি কেন। চি-তিয়েন তাঁকে বললেন যে বিহারে ফেরার পর প্রায়ই তাঁর থাই-ওয়েইকে এসে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু নতুন চাং-লাও তাঁকে বাইরে যেতে বারণ করেছেন। তিন দিন আগে শীত লাগায় তিনি রান্নাঘরে গিয়ে রান্নার লোকের কাছ থেকে তিন পেয়ালা মদ নিয়ে খেয়েছিলেন, কাজেই চাং-লাও-এর আদেশ অমান্য করার জন্য তাঁকে স্থান-ত্যাগ করতে হয়েছে। আর তাই তিনি এসেছেন। থাই-ওয়েই বললেন, "আপনার নিশ্চয়ই শীত লেগেছে, খিদেও পেয়েছে। আপনার জন্য একটু স্যুপ নিয়ে আসি।" কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, তাঁর স্যুপের দরকার নেই। থাই-ওয়েই হাসলেন, বললেন, "আপনি ইচ্ছে করলে সেটা মদও হতে পারে।" তিনি একটা বড় মদের পাত্র গরম আর খাবার তৈরী করতে বলে পাঠালেন। মদ এলে চি-তিয়েন আনুষ্ঠানিকতা না মেনে পনের-ষোল পেয়ালা খেয়ে ফেললেন। তারপর তিনি যখন বিহারের দিকে রওনা হতে যাচ্ছেন থাই-ওয়েই বললেন, "আপনার উদর এখন পূর্ণ, কিন্তু দেখছি আপনার পোশাকের নানা জায়গায় ছিদ্র, আপনার পায়েও কিছু নেই! এতে তো আপনার সর্দিকাশি ধরে যাবে।"

চি-তিয়েন বললেন, "হ্যাঁ এখন ঠাণ্ডা, কিন্তু এই চামড়ার থলি তো মূল্যহীন।"

থাই-ওয়েই বললেন, "তাহলেও আপনাকে এইভাবে চলে যেতে দিতে পারি না! আপনাকে কয়েক টুকরো রেশমী কাপড় আর দর্জিকে দিয়ে সেগুলি থেকে একটা পোশাক তৈরীর জন্য দুই ভরি রুপো দিচ্ছি।"

চি-তিয়েন বললেন, "গরীব লোক কি করে রেশমী কাপড় পরবে? সেটা অশোভন হবে।" কিন্তু থাই-ওয়েই কিছুতেই শুনলেন না, একজন লোক পাঠালেন রেশমী কাপড় আর রুপো এনে চি-তিয়েনকে দিতে।

চি-তিয়েন বললেন, "গরীব পুরোহিত কি করে এই ঋণ শোধ করবে? সামনের বছর শীতের সময় এ বাড়িতে একটা মহা-বিপদ উপস্থিত হবে। সে সময় হয়ত আপনার ঋণ শোধ করতে পারব।" তিনি তখন একটা কর্পূর-কাঠের বাক্স, এক টুকরো কাগজ ও তুলি চাইলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে আড়াল করে, তিনি কাগজে লিখে, বাক্সের ভিতরে রেখে গালা-মোহর করে থাই-ওয়েইকে দিলেন, উৎসর্গ-হিসেবে বুদ্ধের সামনে রাখতে এবং

BanglaBook.org

না প্রয়োজনে না খুলতে। থাই ওয়েই ওটা নিলেন, তাঁর কথায় অর্ধেক বিশ্বাস রে। পরের শীতে তাঁর পিঠে ব্যথা ও জ্বরের অসুখ হল, বৈদ্যেরা সেটা সারাতে পারলেন না। চি-তিয়েনের দেওয়া বাক্সটার কথা মনে পড়ায় তিনি ওটা খুললেন। ভিতরে এক শিশি ওষুধ ছিল, সেটা তিনি খেলেন আর অবিলম্বে তাঁর রোগমুক্তি হল। থাই-ওয়েই তখন বুঝলেন যে চি-তিয়েন একজন জাদুকর—কিন্তু এসব কথা পরে বলা হচ্ছে।

চি-তিয়েন কাপড় আর টাকা নিলেন এবং থাই-ওয়েইর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দশ হাজার পাইন পাহাড়ের ঢালু দিয়ে রওনা হলেন। যেতে যেতে তিনি দেখলেন পাঁচ-জন ভিখারী শুয়ে শীতে কাতরাচ্ছে। সেই কষ্ট দেখে সহ্য করতে না পেরে তিনি বললেন, "এই কষ্ট দেখে কষ্ট হচ্ছে, যেন আমি নিজের দেহে অনুভব করছি। আমার মত যে শীত সহ্য করেছে, তারই দেখে করুণা হবে। তোমাদের যারা দেখবে, তারাও কষ্ট পাবে।" কিন্তু ভিখারীরা তাঁর পোশাক তাদেরই মত ময়লা আর ছেঁড়াখোঁড়া দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ বুজল। চি-তিয়েন বললেন, "তোমরা ঐভাবে লোকের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘোরালে তারা তোমাদের ভিক্ষে দেবে না।" কিন্তু ভিখারীরা তাঁকে বলল, "আমরা ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকে আছি। আপনাকে আমাদের চেয়ে ভাল অবস্থায় দেখাচ্ছে না— তবু আপনি লম্বা-লম্বা কথা বলছেন।"

চি-তিয়েন বললেন, "আশ্চর্য ব্যাপার, তোমাদের মত দীন-হীন লোকেরাও অন্যকে অপমান করে। আমি গরীব হতে পারি, কিন্তু আমার কাছে দামী জিনিস আছে।" তিনি যে রেশমী কাপড় বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেটা তাদের দেখালেন আর হাতার ভিতর থেকে দুই ভরি রুপো বের করে সামনে ধরলেন। ভিখারীরা তাঁকে তখন চারদিকে ঘিরে ধরল, বলতে লাগল, "আপনি শুধু পাতলা একটা আলখাল্লা পরে আছেন। শরীর গরম রাখবার জন্য এই রেশমী কাপড়টা আপনারই দরকার, এটা আমাদের দেবেন না।"

চি-তিয়েন বললেন, "ঠিক এটা তোমাদের কোন কাজে লাগবেনা। এটা নিয়ে শহরে যাও এবং বদলে ভাল কাপড় জোগাড় কর আর রুপো দর্জিকে দাও সেই কাপড় দিয়ে পোশাক করতে।" তারপর তিনি তাদের রেশমী কাপড় ও দুই ভরি রুপো দিয়ে লিং য়িনএ ফিরলেন। ভিখারীরা ভয়ে ও খুসীতে ভরপুর হয়ে বলল, "ইনি জীবন্ত বুদ্ধ, আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে আমাদের উদ্ধার করেছেন।" তারা তাড়াতাড়ি শহরে গেল, রেশমী কাপড় দিয়ে সুতোর কাপড় বদলে নিতে।

বিহারে পৌঁছে, চি-তিয়েন সদর দেউড়িতে গেলেন। জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু তাঁকে দেখে বললেন, "কয়েকদিন ধরে চাং-লাও তোমাকে না দেখে, তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। কোথায় ছিলে তুমি ?"

চি-তিয়েন উত্তর দিলেন, "আটকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, তাই বাইরে গিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম লোক-জন। আর আপনাদের ঠকাব না। আমি উদীয়মান সূর্য পান্থ-শালায় গিয়েছিলাম, মদ খেয়েছিলাম আর রাতটা কাছের রাস্তার গাইয়ে মেয়েদের

নিয়ে কাটিয়ে ছিলাম।" জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "থাম! থাম! থাম! মদ খাওয়াই যথেষ্ট খারাপ, তার উপর গাইয়ে মেয়েদের সঙ্গে যাওয়া!" বলে, চি-তিয়েনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত চাং-লাও-এর খোঁজে গেলেন।

তিনি বললেন, "বলিনি, একে আটকে রাখা নিরর্থক? চি-তিয়েন কোন নিয়ম মানে না, মদ খায় আর গাইয়ে মেয়েদের নিয়ে ঘুমায়। তাকে শাস্তি দিতেই হবে।"

চাং-লাও চি-তিয়েনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী করেছ?" চি-তিয়েন বললেন, "শুধু একবার বিহারের বাইরে গেছি।"

চাং-লাও বললেন, "বাইরে যাওয়া এক জিনিস, কিন্তু গাইয়ে মেয়েদের সঙ্গে ঘুমানো··· তার জন্য তোমার কুড়ি ঘা চাবুক। বহির্বাস খোল।"

চি-তিয়েনের পরনে বহির্বাসের নীচে কোন পোশাক ছিল না, শুধু একটি ল্যাঙ্গট ছিল, সেটাও খুলে গিয়েছিল। ভিক্ষুরা তাঁকে এই অবস্থায় দেখে হেসে মুখ লুকোলেন চাং-লাও জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন "এটা কেমন ধারা ব্যাপার যে এতদিন এখানে আছে আর সে কোন সুশোভন আচরণের নিয়ম-কানুন শেখেনি?"

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু বললেন, "তার কারণ তাকে পাগল ভেবে আইন-কানুন শিথিল করা হয়েছে। সে নিজেকে খুলে দেখাতে চায়।"

চাং-লাও বললেন, "পাগল হলে তাকে প্রহার করা নিরর্থক। তাকে ক্ষমা করা হ'ল। সে যেখানে খুশি যেতে পারে। চি-তিয়েন লাফিয়ে উঠলেন এবং জোরে জোরে হেসে প্রাঙ্গণ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "ওরে টেকো, ন্যাড়া-মাথা গাধার দল, চাং-লাওর কাছে টেনে এনে আমাকে প্রহার করা দেখতে চেয়েছিলি, কিন্তু চাং-লাও দয়ালু। আমাকে পিটিয়ে তিনি খুসী হ'তেন না, তোরা তিন-গুণ খুসী হ'তিস।"

ভিক্ষুরা বললেন, "তুমি পাগল হয়ে গেছ। তোমার সঙ্গে কে মানিয়ে চলবে?"

চি-তিয়েন বললেন, "তোরা শুধু ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস আর বিহারের শান্তিভঙ্গ করছিস।"

চি-তিয়েন-এর সঙ্গে পেরে না উঠে ভিক্ষুরা চাং-লাওকে বললেন তাঁকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু চাং-লাও বললেন, "চি-তিয়েন একজন পুরোহিত, ভিক্ষা আনে। তাকে তাড়িয়ে দিয়ে কোন ভাল কাজ হবে না।"

দ্বাররক্ষী বললেন, "বিহারে নোনা-তরকারী বানানোর জন্য একজন লোক ছিল সেই আমাদের রোজ তরকারি দিত। কাজটা আরামের নয় বলে, কেউই সেটা করতে চাইছে না, আমরাও আর নোনা-তরকারী পাচ্ছি না। চি-তিয়েনকে তরকারী নোনা করার কাজ দেবার পর সে যদি কোনদিন তা না আনতে পারে, তবে লজ্জা পাবে, আর এত কথাও বলতে পারবে না।"

চাং-লাও বললেন, "কথাটা ভালই, তবে আমার সন্দেহ সে করতে রাজি হবে কিনা।"

দ্বাররক্ষী বললেন, "সেটা কঠিন হবে না। তার মদের লোভ। তাকে একটু মদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেই, যে কোন কিছু করতে রাজী হবে।"

BanglaBook.org

চাং-লাও তখন ভিক্ষুদের মদ কিনতে বললেন। তারপর একজনকে পাঠালেন চি-তিয়েনকে আনতে। তিনি তাঁকে বললেন, "ভিক্ষুরা মদ এনেছেন আর তোমাকে তাঁদের সঙ্গে পান করতে বলছেন।"

চি-তিয়েন ভাবলেন, "তাঁরা সবাই আমার বিরুদ্ধে, তবু তাঁরা এই উদারতার ভান করছেন। এর নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।"

ভিক্ষুরা তখন বললেন, "আমাদের বরাবরই একজন নোনা তরকারীর জোগানদার ছিল। এখন কেউ নেই আর আমাদের খাবার বাসী, বিস্বাদ। আমাদের একজন জোগানদার দরকার ব'লে, তোমাকে এই কাজ করতে রাজী করানোর জন্য এই মদ দিচ্ছি।"

চি-তিয়েন বললেন, "মদটা ফিরিয়ে দেব না, তবে তার বদলে তোমাদের একটা রচনা লিখে দেব।"

চাং-লাও বললেন, "তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তোমাকে খেতেই হবে।" তিনি একটা ছেলেকে খাবার ও মদ এনে চি-তিয়েনের সামনে দুটো বড় পাত্রে রাখতে বললেন।

চি-তিয়েন হেসে বললেন, "নিষেধ যখন ছিল, তখন মাঝে মাঝে মদ খেয়েছি। তবু এখন যদি না খাই, চাং-লাও বিরক্ত হবেন।" কাজেই পেয়ালাটা তুলে তিনি খেলেন। তারপর বিশ কি ত্রিশ পেয়ালা—তবু তিনি থামতে চাইলেন না। চাং-লাও বললেন, "মদে তো তোমার মাথা বেশ ঠিক থাকে, কিন্তু মাতাল হলে তোমাকে বিশ্রাম নিতে হবে, রচনা লেখায় ব্যাঘাত হবে।"

চি-তিয়েন বললেন, "না না, আমি এখনই লিখব।" তিনি তুলি আর কালির পাটা চাইলেন। একটি ছেলে খাতা এনে সামনে খুলে রাখল আর কালির পাটায় কালি পুরু করে গুঁড়ো করে রাখল। তারপর চি-তিয়েন শিরোনাম লেখার জন্য অপেক্ষা না করে, তুলি নিয়ে সুরু করলেনঃ

"দরিদ্র পৃথিবীতে ছুটে বেড়ায় কিন্তু সে ক্ষুধার্ত, শীতার্ত ও একাকী, আহার-বসনহীন; কোমরের চারদিকে এঁটে রাখার মত একটি দড়ি তার পরিধানে, এবং গাথা পুঁতিগুলি তার পেটের চারদিকে ঝমঝম করে বাজে। বাজারে সে ভিক্ষা চায়, কিন্তু কেউ কিছু দেয় না, পৃথিবীও তার গ্রাসের জন্য কিছু জন্মায় না। তখন সে বুদ্ধের ক্ষুধার কথা ও অম্ল পেঁয়াজ-ডাঁটার কথা ভাবে। কোন এক দ্বারে করাঘাত করলে তারা দিতে চায়—আহার বা বসন নয়—তরকারী নোনা করার কাজ, আর সে ভাবে, প্রজ্ঞাও তো নোনা তরকারী। হয়ত এই লবণাক্ত সমুদ্রে দীর্ঘকাল সেবার পর আনন্দময় তীরভূমিতে ফিরে যেতে পারবে, হয়ত স্বীয় অস্বাচ্ছন্দ্য দিয়েও সে তার প্রভুর খাবার টেবিলে আনন্দ এনে দিতে পারবে এবং হয়ত অর্থ পুরস্কার পাবে এমন কি ত্রিশ-সুতো নগদ অর্থ। কিন্তু সে সবকিছু তো বহুদূরে। তাকে সাবধানে উত্তর দিতে হবে এবং কি বলবে, ভেবে দেখতে হবে।"

শেষ করে চি-তিয়েন কাগজটা চাং-লাওকে দিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন,

BanglaBook.org

"অপূর্ব ! খুব সুন্দর !" আর ছেলেটিকে আরো মদ ছাঁকতে বললেন। চি-তিয়েন পরিতুষ্ট হলেন এবং আরো প্রায় দশ পেয়ালা পান করলেন, আর সেটা সোজা তাঁকে বেহুঁশ করে ফেলল।

চাং-লাও বললেন, "তুমি যখন মনের আনন্দে কিছু সাহিত্যচর্চা করেছ, এখন আর পিছিয়ে যেও না।"

চি-তিয়েন তখন বললেন, "আমি পাগল হলে, কি করে আচার ওয়ালা হব ?"

দ্বাররক্ষী তখন বললেন, "চি-দাদা, চাং-লাও আপনাকে কাজটার ভার দিচ্ছেন। আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।"

চাং-লাও বললেন, "তুমি তিন মাস কাজ কর, তারপর তোমার বদলে কাউকে খুঁজে নেব।" চি-তিয়েন তখন মদে চুর। তিনি বললেন, "আমি আপনার মদ খেয়েছি কাজেই আমায় আপনাদের আচারওয়ালা হতেই হবে।"

অত্যন্ত খুসী হয়ে চাং-লাও ধূপ-কাঠি জ্বালাতে আর একটা লাল কম্বল বিছাতে বললেন। চি-তিয়েনকে বলা হল সেই কম্বলে বসতে এবং চাং-লাও তাঁর উপরে তিনটে প্রার্থনার মন্ত্র পড়লেন।

চি-তিয়েন তখন আচারের ফর্দ নিয়ে প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে গেলেন। মনে মনে বললেন, "এ সব কিছুই পরিষ্কার। আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা। যদি আমি অনুমতিপত্র না নিয়ে এখান থেকে যাই, তবে অন্য কোন বিহারে যেতে পারব না।" কাজেই তিনি প্রাঙ্গণে ফিরে গিয়ে চাং-লাওকে বললেন, "আচার বানাতে গেলে আমায় জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য বিহারের বাইরে নানা জায়গায় যেতে হবে। আমার কাছে অনুমতি পত্র না থাকলে কেউ আমার সঙ্গে কেনা-বেচা করবে না। তাহলে জিনিস কিনবে কে ?"

চাং-লাও বললেন, "ওটা ভেবেছি।" তারপর দ্বাররক্ষীকে ডেকে অনুমতি পত্র এনে চি-তিয়েনকে দিতে বললেন। দেরী হয়ে যাওয়ায় আত্মা-কক্ষে ঘুমাতে গেলেন।

বুদ্ধের সহায়তা চান,
রাত-দিন ধূপ যে পোড়ান ;
যে হৃদয়ে নেই প্রেম-লেশ,
কাঁটা আর ঘৃণা অবশেষ,
সব জেনে, তথাগত, মুখ যে ফেরান।

পরদিন চি-তিয়েন বিহার ত্যাগ করলেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চি-তিয়েন রাতটা কাটিয়ে সকালে একটু আগেই পথে রওনা দিলেন। তিনি মনে মনে বললেন, "টেকো গাধাগুলো আমায় বিহার থেকে তাড়ানোর মতলব আঁটছে, কিন্তু আমি নিজেই চলে যাব। তারা যতটা মনে করে, ততটা পাগল আমি নই। চাং-লাও একটা কথা পাকাপাকি করে আমায় বাঁধতে চান। যদি সেটা না ভাঙ্গি, আটকে পড়ে থাকব।" কাজেই তিনি সোজা ছিং-ৎস্থু বিহারে গিয়ে চাং-লাও-এর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। চাং-লাও এসে, তিনি কি চান জিজ্ঞেস করলে বললেন, "লিং-য়িন এ তারা আমার নিন্দে করে আর সব সময় আমাকে তাড়ানোর মতলব করে। গতকাল যখন মাতাল হয়েছিলাম, তারা আমাকে আচার-ওয়ালা হতে রাজী করিয়েছিল, কাজেই আজ, অনুমতি না নিয়েই চাং-লাও-এর কাছে আমার ব্যাপারটা নিবেদন করতে এসেছি, এই আশায় যে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমায় থাকবার অনুমতি দেবেন।"
চাং-লাও বললেন, "কেন থাকবে না ? কিন্তু সেখানকার চাং-লাও এর অনুমতি ছাড়া লিং য়িন থেকে এসেছ বলে তোমাকে কাল তাঁকে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করতে হবে তিনি তোমায় থাকতে দেবেন কি না। তাহলেই সব ঠিক হবে।"
চি-তিয়েন বললেন, "এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে—আমি গিয়ে বিশ্রাম করব।" তিনি প্রাঙ্গণে ঘুমালেন, তারপর সকাল-সকাল উঠে একটা চিঠি লিখে বাহকের হাতে সেটা লিং-য়িনের ছাং চাং-লাওকে পাঠালেন। খুলে দেখা গেল লেখা আছে ঃ
"নান-ফিং-শানে ছিং-ৎস্থু বিহারের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাছ থেকে। যাঁর ছায়ায় এই বেণু-শিশু বেড়ে উঠেছে সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভু ছাং-এর সমীপে।"
"পুরোহিত তাও-চি শ্রদ্ধাসহকারে ইচ্ছে করেছিল ধ্যান-বিধিগুলি সহজ করতে। কিন্তু সফল হয়নি। মূর্খ ভিক্ষুগুলি ভেবেছিল তাকে মাতাল করে আচার-ওয়ালা হতে প্ররোচিত করবে। জেগে উঠে সে অপ্রতিভ হয়ে ফিরতে পারেনি ; কাজেই এই অযোগ্য বিহারে এসেছে। সম্মান-সহকারে সে এই চিঠি পাঠাচ্ছে এই আশায় যে মদের প্রভাবে যে কাজ সে স্বীকার করেছে, তাতে তাকে বেঁধে রাখা হবে না। সে আপনার ক্ষমা ভিক্ষা চায় ও আপনার উত্তরের প্রতীক্ষা করে।"
ছাং চাং-লাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন, "কি দুঃসাহস চি-তিয়েনের যে সে বিনা-অনুষ্ঠানে আমার তিনটি প্রার্থনা ভঙ্গ করল। আমার বিহারে এটা আমি হতে দেব না।" তারপর নিন্দাচ্ছলে উত্তরে তিনি লিখলেন ঃ

"এমন বিকৃত ভিক্ষু পাঠিও না তাকে।"

তারপর মূল চিঠির সঙ্গে সেটি বাহককে নিয়ে যাবার জন্য দিলেন।
চাং লাও সেটা পেয়ে বললেন, "এই গরুর বাচ্চাটা আমাকে বিরক্ত করছে। এই অভদ্র চিঠিটায় নজর দেবার দরকার নেই ; তোমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভাবছে আমায় অপমান

BanglaBook.org

করবে। আমি তোমায় এখানে হিসেব লেখার কাজে উন্নীত করব। সেই কাজই তুমি আরো ভাল পারবে।" চি-তিয়েন খুসী হয়ে কাজটা গ্রহণ করলেন আর চাং-লাওকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর বুদ্ধ-গৃহে গেলেন একটা আসন খুঁজে নিয়ে শাস্ত্র-পাঠ করতে। এইভাবে শান্তিতে কয়েক মাস কাটল।

একদিন দীর্ঘ-সেতুতে যাবার কথা ভেবে তিনি প্রধান তোরণ দিয়ে বের হলেন। সেখানে তিনি কু-চু (মাংসের বড়া) বিক্রেতা ওয়াং মশায়কে দরজার সামনে বসে বীন গুঁড়ো করতে দেখলেন। চি-তিয়েনকে দেখে তিনি ডেকে বললেন, "প্রভু চি, এতদিন আপনাকে দেখিনি কেন ?"

চি-তিয়েন তাঁকে বললেন যে তিনি লিং-য়িনএ গিয়েছিলেন, বিতাড়িত হয়ে ছিং-ৎঝু বিহারে ফিরে এসে এবং আবার তাঁর প্রতিবেশী হয়েছেন। ওয়াং মশায় বললেন, "আমার কাজ শেষ হয়েছে, আজ কেনা-বেচাও করব না। একহাত দাবা খেললে কেমন হয় ?"

চি-তিয়েন বললেন, "হ্যাঁ, ছক নিয়ে আসুন। আমি জিতলে, এক থালা মাংসের বড়া দিতে হবে। আর হারলে আমার মাথা ঠুকে কাঠবাদাম ভাঙ্গবেন।"

ওয়াং মশায় হেসে রাজী হলেন, ছক আর ঘুঁটি এনে সিঁড়ির উপর পাতলেন। পাঁচ-ছ হাত খেলার পর চি-তিয়েন একবার হারলেন। ওয়াং মশায় বললেন, "মাথা ঠুকে কাঠবাদাম ভাঙ্গার চেয়ে আমার দোকানের জন্যে একটা বিজ্ঞাপন লিখে দিলে কেমন হয় ?"

চি-তিয়েন বললেন, "আপনার উপর কিছু চাপাতে চাই না, কিন্তু মদ ছাড়া আমার হাতের লেখা ভাল আসে না।"

ওয়াং মশায় বললেন, "মদ চাইলে খুব একটা অসুবিধে নেই।" তারপর ডাক দিয়ে রাস্তার ওপারে মদের দোকানে কিছু মদ গরম করতে বললেন।

চি-তিয়েন প্রায় পনের পেয়ালা মদ খেলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কি ধরনের বিজ্ঞাপন তিনি চান। ওয়াং মশায় এক-টুকরো কাগজ নিয়ে বললেন, "মাংসের বড়াগুলো যাতে ভাল বিক্রী হয়।" কাজেই চি-তিয়েন একটা তুলি নিয়ে লিখলেন ঃ

"ওয়াং-সদন, স্বচ্ছ-তৈল, মিহি-গুঁড়ো বীন।
বড় কু-চু এঢ়।"

ওয়াং মশায় বিজ্ঞাপনটা ঝুলিয়ে দিলেন এই আশায় যে সেটায় তাঁর বিক্রী বাড়বে। আর চি-তিয়েন মদটা শেষ করে, তাঁকে বিদায় জানিয়ে দশ-হাজার পাইন-পাহাড়ে থাই-ওয়েই মাও-এর বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। মাও তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "আপনাকে এতদিন দেখিনি কেন ?"

চি-তিয়েন বললেন কেমন করে তাঁকে লিং-য়িন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং বর্তমানে তিনি ছিং-ৎঝু বিহারে আছেন, যেখানে তিনি হিসাব-রক্ষক, কাজেই প্রতিদিন এত ব্যস্ত ছিলেন যে আসতে পারেননি।

থাই-ওয়েই বললেন, "আজ ! সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আপনার এখন তো কাজ নেই।

BanglaBook.org

খুব ভাল সময়েই এসেছেন। বেণুবন এখন শীতল, আমরা সেখানে গিয়ে একটু মদ্যপান করতে পারি।"

চি-তিয়েন বললেন, "থাই-ওয়েই যখন এত উদার, এই বেচারী পুরোহিত তো প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কাজেই তাঁরা দুজনে বেণু-কুঞ্জে গেলেন, মাও হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, "আপনি এক গ্লাস, আমি এক পেয়ালা।" আর এইভাবে তাঁরা সন্ধ্যেটা খুবই আনন্দে কাটালেন। তারপর মাও চি-তিয়েনকে নিয়ে গেলেন রাতে থাকার জন্য আর তিনি ছ-সাত দিন থেকে গেলেন। শেন থাই-ওয়েই তারপর এলেন ও চি-তিয়েনকে বললেন, "শুনেছি, আপনি মাও-এর বাড়িতে আছেন, অথচ আমার সঙ্গে এসে দেখা করেননি, কাজেই আমি আপনাকে নিতে এসেছি। আপনি আমার কাছে থাকবেন।"

চি-তিয়েন বললেন, "পান করার জন্য যতদিন মদ আছে; আমি একবছর থাকব, যদি আপনি খুসী হন।" তিনি তখন শেন থাই-ওয়েই-এর সঙ্গে গেলেন এবং ঘুমিয়ে না পড়া অবধি তাঁরা মদ খেয়ে হাসতে লাগলেন। তারপর জেগে উঠেই আবার পান সুরু করলেন। এইভাবে তিন-চার দিন কেটে গেল। শেষে চাং-লাও-এর কথা মনে পড়ায় এবং খুব রেগে গিয়ে তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য কাউকে পাঠাতে পারেন মনে করে চি-তিয়েন তাড়াতাড়ি বিদায় জানিয়ে বিহারের দিকে রওনা দিলেন। দীর্ঘ সেতুর কাছে জ্বালানী-ওয়ালার সঙ্গে তাঁর দেখা হতে সে বলল, চাং-লাও খুব দুশ্চিন্তায় আছেন, সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি গত দু-সপ্তাহ কোথায় আছেন না জেনে।

বিহারে পেঁ'ছে চি-তিয়েন সোজা প্রাঙ্গণে চলে গেলেন এবং চাং-লাও-এর সামনে নতজানু হলেন। বললেন, "এই পাপাচারী শিষ্য ফিরে এসে অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনার ক্ষমা-ভিক্ষা করছে।"

চাং-লাও বললেন, "তোমাকে ভর্ৎসনা করে কি হবে? তুমি তোমার চালচলন পালটাবে না। বরং বল কোথায় ছিলে আর কি কি পাপ করেছ?"

চি-তিয়েন বললেন, "আপনার শিষ্য আবার আপনার সামনে সসম্মানে নত হচ্ছে। এতদিন না যাবার পর দশহাজার পাইন পাহাড়ে একটু যেতে সাহস করেছিলাম আর সেখানে এই মূর্খকে মাও থাই-ওয়েই-এর বাড়িতে পাঁচ-সাত দিন থাকতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তারপর শেন থাই-ওয়েই এসে আমাকে সঙ্গে করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সেখানে আরো চার-পাঁচ দিন থাকলাম। এই জন্যই আসতে পারিনি।"

চাং-লাও বললেন, "এটা কি রকম যে রাজসভার ও প্রাদেশিক সরকারের লোকেরা তোমার সঙ্গে এত সুস্পষ্ট সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করে আর সেই কাঠের মাথাওয়ালারা তোমাকে আচারওয়ালা বানাতে যাচ্ছিল? এটা কি করে হয়?"

চি-তিয়েন বললেন, "কি করে সে কাজ করব? আমার মোটেই ভাল লাগত না, আর সেই ন্যাড়া গাধাগুলো আমাকে দিয়ে শুধু আচার বানাতেই চাইত না। চাং-লাও একদিন চাইলেন দশটা শুয়োরের মাংসে যেন নুন মাখানো হয়।"

চাং-লাও বললেন, "তুমি গর্ব কর যে এই বিহারটা এককালে খুব ধনী ছিল।

BanglaBook.org

এখানে আগে একটা শস্যাগার ছিল। নাম ছিল শেউ-শান ফু-হাই (দীর্ঘ-জীবন পর্বত ও সুখী হ্রদ) কিন্তু এখন সেটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে। নতুন করে তৈরী করতে প্রায় ৩০০০ সূতো মুদ্রা লাগবে। তুমি ঐ টাকা জোগাড় করতে পারবে?"
চি-তিয়েন বললেন, "তিন দিনে আমি ৩০০০ সূতো মুদ্রা জোগাড় করতে পারি, কিন্তু এই সর্তে যে আমায় মাতাল হতে দিতে হবে।"
চাং-লাও হেসে বললেন, "যদি তুমি এটা তিন দিনে করতে পার মদ খেতে পাবে।" তারপর দ্বাররক্ষীকে খাবার ও মদ তৈরী করতে বললেন ও চি-তিয়েনের সঙ্গে পানাহারে বসলেন।—কিন্তু চি-তিয়েন মদ খেতেই থাকলেন যতক্ষণ না একেবারে মাতাল হয়ে গেলেন। চাং-লাও বললেন, "আজ তোমার হিসেবের খাতা লেখা উচিত কিন্তু তুমি খুব বেশী মাতাল হয়ে পড়েছ। কাল থেকে লিখতে সুরু করবে।" চি-তিয়েন বললেন, "প্রভু জানেন না যে এই শিষ্য যতই মাতাল হয়, ততই ভাল লিখতে পারে।" কাজেই তিনি একটি পরিচারককে তুলি আর কালির পাটা আনতে বললেন এবং ঘষে করে কালি গুঁড়ো করতে বললেন। তারপর তুলি নিয়ে বাহাদুরি দেখিয়ে লিখতে সুরু করলেন :
"সবিনয়ে···বুদ্ধ-সূর্য আকাশে সঞ্চরমান, আবর্তনশীল সুতরাং নিরন্তর প্রত্যাবর্তনশীল; যদিও কোন কোন সময় তার আলো নান-পেং পর্বতের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। ছিং-ৎযু বিহারে, পশ্চিম হ্রদের উপর দিয়ে তার প্রত্যাবর্তনে সভাগৃহ, উচ্চ প্রাসাদগুলিতে তার আলোর বিকিরণ বেদীকক্ষে দীপ্তিময় হবার জন্য প্রার্থনা জানান হয়ে থাকে। কিন্তু শৌ-শান ফু-হাইতে সূর্য কিরণ দেয় শূন্য দরজার ভিতর দিয়ে। যে শস্যাগার সেখানে ছিল সেটি ভূমিস্যাৎ হয়েছে এবং সদয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে ৩০০০ সূতো মুদ্রা প্রয়োজন সেটি পুনর্নির্মাণের জন্য। আমাদের প্রার্থনা সুদূর সূর্যকে প্রভাবিত করে, তার প্রত্যাবর্তন ঘটায়, এটা বিশ্বাস করি বলে সেই প্রার্থনা কি আরো সহজেই মানুষের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে না সেই শস্যাগারকে আবার ফিরিয়ে আনতে এবং আমাদের বিহারকে মহানন্দ দান করতে? এই সামান্য উদ্দেশ্যে অযথা বাক্য-ব্যয় না করে, আমি তাও-চি, পুরোহিত, হিসাবরক্ষক, নিজেকে নিয়োজিত করছি এবং সেই মহৎকার্য সসম্মানে সমাধা করব।"
চি-তিয়েন শেষ করলে, চাং-লাও প্রত্যেকটি পংক্তি পরীক্ষা করে সেগুলি তাঁর মনের মত দেখতে পেয়ে, আরো মদ ছাঁকার জন্য বললেন। কিন্তু চি-তিয়েন তখন এত মাতাল হয়েছেন যে আর পান করতে পারছেন না, কাজেই শুতে গেলেন। পরদিন সকাল-সকাল উঠে প্রাঙ্গণে গিয়ে চাং-লাওকে বললেন, "আমি এখন বাইরে যাচ্ছি, তিন দিনের মধ্যে কাজ শেষ করব। অন্যেরা সন্দেহ প্রকাশ করে, করুক।"
চাং-লাও বললেন, "এটা বুদ্ধের প্রিয় কাজ। শুধু ঐকান্তিক হৃদয় নিয়ে কাজটা কর এবং বেশী সময় লাগলেও কিছু যায় আসে না।"
চি-তিয়েন বললেন, "আর বেশী সময় আমার লাগবে না। আমি তিনদিনে শেষ করব।" তারপর হিসাবের বইটা নিয়ে বিহারের দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে সোজা দশ

হাজার পাইন পাহাড়ে মাও থাই-ওয়েই-এর বাড়িতে গেলেন। মাও তাঁকে দেখেই উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "প্রভু চি, কি প্রয়োজন আপনাকে এত সকাল-সকাল নিয়ে এসেছে ?"

চি-তিয়েন বললেন, "আমার হৃদয়ে অশান্তি, ঘুমোতে পারিনি, সকাল-সকালই এলাম।"

মাও বললেন, "কি প্রয়োজন আপনাকে অশান্তি দিচ্ছে আর এত ভোরে ওঠাচ্ছে ?"

চি-তিয়েন বললেন, "আমার দীন বিহারে একটা শস্যাগার ছিল, শেউ-শান ফু-হাই, সেটা কয়েক বছর আগে ভেঙ্গে পড়েছে। চাং-লাও এই মূর্খকে সেটি নতুন করে তৈরী করাতে ৩০০০ সুতো মুদ্রা সংগ্রহের ভার দিয়েছেন। কাজেই সে সোজা থাই-ওয়েই-এর কাছে এসেছে এই অনুরোধ নিয়ে।"

মাও বললেন, "যদিও আমি রাজ-দরবারের কর্মচারী, তবু আপনাকে দেবার জন্য ৩০০০ সুতো মুদ্রা কোথায় পাব ? বড় জোর আপনাকে দশ সুতো দিতে পারি।"

চি-তিয়েন বললেন, "দশ-সুতো কাজ শেষ করার পক্ষে খুব সামান্যই।"

মাও বললেন, "হয়ত দু-এক মাস পরে আরো কিছু জোগাড় করতে পারব।"

চি-তিয়েন বললেন, "চাং-লাও আমাকে মাত্র তিনদিনের সময় দিয়েছেন। কি করে আমি মাস দুয়েক অপেক্ষা করব ?"

পীড়াপীড়িতে মাও হাসতে হাসতে বললেন, "আপনার সত্যি বুদ্ধির অভাব। এক মুহূর্তে কি করে ৩০০০ সুতো মুদ্রা জোগাড় হবে ? চি-তিয়েন বললেন, "কেন হবে না ? আপনার প্রতিশ্রুতিটা এই হিসাবের খাতায় লিখে দিলেই তো হয়।"

বলে, হিসাবের খাতা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে যাবার জন্য ফিরলেন। কিন্তু মাও চটপট এক ভৃত্যকে ডেকে খাতাটা ফিরিয়ে দিতে বললেন। চি-তিয়েন ওটা নিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে দিলেন, "আমি এটা নেব না। এমন নীচ-মনা লোকের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" বলেই বেরিয়ে গেলেন। থাই-ওয়েই আবার একটি ভৃত্যকে ডাকলেন বইটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরিয়ে দিতে কিন্তু চি-তিয়েন চলে গেছেন, তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

মাও থাই-ওয়েই আদেশ দিলেন চি-তিয়েনকে যেন আর কখনো ভিতরে এসে তাঁকে বিরক্ত করতে না দেওয়া হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দশম অধ্যায়

চি-তিয়েন হিসাবের খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিহারে ফিরেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু বললেন, "এক বেলা হল তুমি গিয়েছ। কিছু করতে পেরেছ কি এখন পর্যন্ত?"

চি-তিয়েন বললেন, "অনেকটাই করে ফেলেছি। পরশুর মধ্যেই শেষ হবে।"

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু বললেন, "আজ তো একদিন চলে গেছেই। তিনদিনে কি করে শেষ করবে?"

"আমি করব। আপনার নৈরাশ্য-ভরা কথার দরকার নেই।" এই বলে, চি-তিয়েন বুদ্ধ-গৃহে গেলেন। জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু চাং-লাওকে বললেন, এবং তিনিও অর্ধেক বিশ্বাস, অর্ধেক সন্দেহ করলেন। পর-দিন সমস্ত ভিক্ষু এসে বললেন, "চি-তিয়েনের তিনদিন সময় দেওয়া আছে; আজ দ্বিতীয় দিন কিন্তু সে কিছু করতে বেরোচ্ছে না। সে শুধু খানিকটা মদের জন্য আমাদের প্রতারিত করছে।"

চাং-লাও বললেন, "চি-তিয়েন দুর্বিনীত, কিন্তু অসাধু নয়। কি ঘটে দেখার জন্য কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব।"

তৃতীয় দিনে মাও থাই-ওয়েই যখন তাঁর আসনে বাহিত হয়ে রাজসভার দিকে যাচ্ছিলেন তখন একজন পরিচারক এসে তাঁর খোঁজ করল। সে বলল, "আপনার স্ত্রী আপনাকে এখনি বাড়ি ফিরতে বলেছেন। রাজমাতা আপনার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছেন।" তিনি সেখানে পৌঁছলে রাজমাতা বললেন, "আজ ভোর তিনটেয় আমার কন্যা একটা স্বপ্ন দেখেছে। স্বর্ণ-দেহী একজন লো-হান তার সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, "পশ্চিম হ্রদের তীরে ছি-ৎঝু বিহারে শেউ-শান ফু-হাই বলে একটা শস্যাগার ছিল। সেটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে। ওটাকে নতুন করে তৈরী করতে ৩০০০ সুতো মুদ্রা আমার দরকার। হিসাবের খাতা এখন মাও-এর স্ত্রীর কাছে আছে। স্বপ্নটা এত বিচিত্র যে আমি জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তার কোন কারণ আছে কিনা।" থাই-ওয়েই সেটা শুনে বাক্য-হারা হয়ে আভূমি-নত হলেন, ভাবলেন এই চি-প্রভু জাগতিক মানুষ নন। তিনি বললেন "দুই দিন আগে হিসাব রক্ষক চি একটা খাতা এনে ৩০০০ সূতো মুদ্রার জন্য আমাকে স্বাক্ষর দিতে বলেছিলেন। আপনার দাসের সে সময় অর্থাভাব ছিল, কাজেই সে খাতাটা ফিরিয়ে দিয়েছিল। আমি জানতাম না তিনি অশরীরী হয়ে আপনার কন্যাকে দেখা দেবেন।"

রাজমাতা বললেন, "খাতাটা নিশ্চয়ই কোথাও আছে।" থাই-ওয়েই বললেন, "আমি তারপর থেকে সেটা দেখিনি। ভেবেছি মদ্য-সংগ্রহের সেটা কৌশল মাত্র।"

রাজমাতা বললেন, "কোন সাধারণ ব্যক্তি নিশ্চয়ই খাতাটা রেখে যাননি। কোন কোন উচ্চপদস্থ ভিক্ষুই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। পুনর্নির্মাণের জন্য ৩০০০ সূতো মুদ্রা দেবার মত যথেষ্ট অর্থ আমার রাজকোষে আছে আর স্বর্ণকান্তি লো-হানের দর্শন পেলে চিনতে ভুল হবে না। আপনি আসনের ব্যবস্থা করুন, আমার কন্যা ও আমি ছিং-ৎঝু বিহারে গিয়ে দেখব তাঁকে আমরা চিনতে পারি কিনা।"

BanglaBook.org

থাই-ওয়েই তখন রাজকোষে গিয়ে ৩০০০ সুতো মুদ্রা নিয়ে প্রাপ্তি-স্বাক্ষর করলেন এবং পরিচারিকাদের মধ্যে একজনকে বললেন তাঁর স্ত্রীকে আনতে। তাঁরা সবাই আসনে উপবেশন করলে তিনি তাঁর অশ্বে আরোহণ করলেন এবং সকলে বিহারের দিকে যাত্রা করলেন।

চি-তিয়েন সেদিন উনুনের পাশে বসে উকুন ধরছিলেন। প্রধান ভিক্ষু তাঁর দিকে বিতৃষ্ণাভরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কখন তিনি টাকাটা হাজির করবেন। চি-তিয়েন বললেন, "আসছে, এসে গেল বলে।" ভিক্ষু হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু দুপুরে তোরণ-রক্ষী দৌড়ে এসে বলল, একজন রাজ-সংবাদবাহক এসেছে, সে বলছে রাজমাতা, তাঁর কন্যা, এবং অন্যান্যেরা আসনে করে বিহারে আসছেন। তাঁরা অনেকটা এগিয়ে এসেছেন। চাং-লাওকে তাঁর পরিচ্ছদ পরতে ও কাল হাঁড়ি-প'না টুপি মাথায় পরাতে সাহায্য করতে সমস্ত ভিক্ষু ছুটে গেলেন। তারপর ভিক্ষু বর্গসহ তোরণ দ্বারে উপস্থিত হয়ে প্রাঙ্গণমুখী আসনগুলিকে স্বাগত জানাতে নতজানু হলেন।

রাজমাতা প্রথমে, একটি ধূপকাঠি নিয়ে উপবেশন করলেন। তারপর চারদিকে সকলে সমবেত হলে বললেন, "আজ ভোর তিনটেয় আমার কন্যা স্বপ্নে এক স্বর্ণকান্তি লো-হানকে দেখেছে। তিনি একটি শস্যাগার নতুন করে নির্মাণ করার জন্য ৩০০০ সুতো মুদ্রা দাবী করেছেন। আমার কন্যা স্বপ্নে অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমি এসেছি। অর্থও এনেছি। আপনারা গণনা করুন।"

চাং-লাও ও অন্য ভিক্ষুগণ তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং দানের অর্থ ছড়িয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তখন রাজমাতা বললেন, "আমি এই লো-হানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইচ্ছা করি।"

চাং-লাও বললেন, "এই অধম পুরোহিত এবং বিহারের অন্য সকলে, মোট ৫০০ জন, সকলেরই মুণ্ডিত মস্তক এবং কাউকেই লো-হান বলা যায় না। আপনার কন্যার নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।"

রাজমাতা বললেন, "পাঁচশত পুরোহিতের মধ্যে এই লো-হান থাকতে পারেন। আমার সমক্ষে তাঁদের আনুন যাতে প্রত্যেককে দেখতে পাই, আমরা তাঁকে চিনতে পারব।"

চাং-লাও তখন আদেশ দিলেন সকল ভিক্ষুই যেন, প্রত্যেকে একটি প্রদীপ বহন করে রাজমাতার সম্মুখ দিয়ে যান। চি-তিয়েন অন্য সকলের সঙ্গ অতিক্রম করে গেলেন— কিন্তু রাজমাতার কন্যা যে মুহূর্তে তাঁকে দেখতে পেলেন সেই মুহূর্তেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, "ইনিই সেই লো-হান, কিন্তু স্বপ্নে তাঁকে মার্জিত-স্বর্ণের মত দেখাচ্ছিল। এখন তাঁকে কুষ্ঠ-রোগীর মত দেখাচ্ছে কেন

চি-তিয়েন বললেন, "এই অধম পুরোহিত মূর্খ ও অপদার্থ। রাজকন্যার ভ্রান্তি হতে পারে।"

রাজমাতা বললেন, "যখন আপনি ঔজ্জ্বল্য দিয়ে জগৎকে মোহাচ্ছন্ন করতে চান না, তখন নিশ্চয়ই আপনি পরিচিত হতে চান না। আপনি তবু ৩০০০ সুতো মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি কি উপায়ে আমার কন্যার ঋণ শোধ করবেন?"

চি-তিয়েন বললেন, "এই হতভাগ্য পুরোহিতের ঋণশোধ করার মত কিছুই নেই কিন্তু মহামহিমময়ীদের জন্য সে ডিগবাজী খেতে পারে।" এই বলে তিনি মাথা নীচে রেখে পা-দুটি উপরে তুললেন—কিন্তু তাঁর পরিধানে পা-জামা ছিল না। মহিলারা হেসে মুখ লুকোলেন এবং একজন পরিচারক দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে উলঙ্গতা ঢেকে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাঁকে দেখা গেল না।

চাং-লাও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রাজমাতার সামনে নতজানু হয়ে বললেন, "এই পুরোহিত সর্বক্ষণ উন্মাদ কিন্তু কখনও এবারের মত অশালীনতা দেখায় নাই। তার সহস্রবার মৃত্যু-দণ্ড হওয়া উচিত। আমি শুধু মহামহিমময়ীর কাছে তার জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করতে পারি।"

রাজমাতা বললেন, "এই পুরোহিত অবশ্যই একজন লো-হান। কিন্তু তিনি অন্তঃপুরিকাদের কাছে দেখাতে চেয়েছেন যে তিনিও মানুষ। এটা অশালীনতা নয়, শুধু সততা। আমাদের তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।" কিন্তু তিনি চলে গেছেন, ফেরার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কাজেই শেষপর্যন্ত রাজমাতা আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। সমস্ত ভিক্ষুসহ চাং-লাও তোরণদ্বারে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। চাং-লাও যে পাথরের টুকরোটা তুলে নিয়েছিলেন চি-তিয়েনের দিকে ছুঁড়বেন বলে, সেটা ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন চি-তিয়েন কোথায়। কিন্তু তাঁর কোন হদিস পাওয়া গেল না। তিনি ভিক্ষুদের বললেন, "শস্যাগার আবার তৈরী করা নিশ্চিত করার জন্য চি-তিয়েন আত্মা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞী তাঁকে লো-হান বলেছেন এবং তাঁর পাগলামি ছদ্মবেশ বলে বিশ্বাস করেছেন।" তাঁকে আপনারা খুব হাল্কাভাবে নেবেন না। তাঁকে বিশ্বাস করছেন, ভিক্ষুরা এমন ভাব দেখালেন।

চি-তিয়েন বাইরে গিয়েছিলেন, কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে পশ্চিম হ্রদে পদ্মফুল তুলতে। শিহ্ থাং গ্রামের কাছে সেতুর কাছাকাছি পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন এক দল লোক জড়ো হয়ে কি যেন দেখছে। তিনি তাদের মধ্যে এগিয়ে, জিনিসটা কি, দেখতে গেলেন। একটা ব্যাং একটা জলের পাত্রের মধ্যে পড়ে ডুবে মরেছে। চি-তিয়েন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন, "হায়! হায়!" তারপর লোকদের দিকে তাকিয়ে, চিতা তৈরীর জন্য কিছু শুকনো ঘাস জড়ো করতে বললেন। "আমি আগুন ধরাব," তিনি বললেন, এবং আগুন জ্বালিয়ে আবৃত্তি করলেন।

"এ ভেকের বাস ছিল সুবিশাল ঝিলে,
থাকার অভ্যাস নেই ছোট পাত্রে তাই—
পদাঘাত করে করে মরে গেল শেষে।
বুদ্ধের মাঝারে সব এক,
জেগে ওঠে নিজ ভাগ্য থেকে ;
খুঁজো না ভুলেও তাঁকে নদী-তীর-তৃণে,
খোজো সুবিশাল ন্যাসপাতি তরুদলে
খোজো তাঁকে জ্যোৎস্না-স্নাত কুসুমের বুকে।"

দাহ শেষ হলে আকাশে-সবুজ জামা পরা একটি ছেলে দেখা দিল। সে বলল, "আমি প্রভুর দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।" সেখানে অনেকেই সেটা দেখল আর চীৎকার করে উঠল। চি-তিয়েন অনুভব করলেন পিছন থেকে কেউ তাঁকে টানছে, ফিরে একজন অল্পবয়স্ক ভিক্ষুকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "আমি তিয়েন-চেং বিহারের ছেন-চি। আন-লো (শান্তিময় সঙ্গীত) পাহাড়ের য়ুং-হ্সিং বিহারের চাং-লাও আমাকে বার বার বলেছেন যে তিনি আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করেন কিন্তু এতদিন সেটা হয়ে ওঠেনি। কাজেই আজ দেখা হওয়ায় এই সুযোগে আপনাকে য়ুং-হ্সিং বিহারে নিমন্ত্রণ করছি।" তখন তাঁরা য়ুং-হ্সিং-এর দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে পেঁছলে চাং-লাও তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ভিতরে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি ভোজ্য ও মদ্য তৈরী করতে বললেন এবং সেগুলি এলে সবাই মিলে খেতে বসলেন। কিছুটা মদ খেয়ে চি-তিয়েন সারারাত সেখানে থেকে যেতে তৈরী হয়ে গেলেন এবং পরদিন অধীক্ষক হ্সু-কে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে সংবাদ-বাহক পাঠানো হল। এই হ্সু একজন বড় মদ্যপ ছিলেন, কাজেই তাঁরা আর একদিন একসঙ্গে কাটালেন। তারপর ছেন-চির সঙ্গে তাঁরা সবাই তিয়েন-চেং বিহারে গেলেন আরো কয়েকটি অলস দিন মদ্যপানে ও কবিতা রচনায় কাটাতে। এই ভাবে তাঁরা কোন্ বিহারে আছেন, সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, চারমাস ধরে একটা থেকে অন্যটায় যেতে থাকলেন। ততদিনে শীত পড়েছে। দিনগুলি ঠান্ডা হওয়ায় চি-তিয়েন স্মরণ করলেন যে তিনি দীর্ঘদিন বিহার-ছাড়া এবং চাং-লাওকে দেখতে যেতে হবে। তাঁরা তখন বিদায় নিলেন, ছেন-চি এবং হ্সু তাঁদের বিহারে ফিরে গেলেন। চি-তিয়েন মানব পর্বতমালা হয়ে রওনা দিলেন। সেখানে তিনি চান-শোউ বলে একজনকে পথের ধারে বিলাপ করতে দেখলেন। চি-তিয়েন তাঁকে, কি হয়েছে, কোত্থেকে আসছেন জিজ্ঞেস করলেন। চান-শোউ জবাব দিলেন, "যে বিহারে আমি থাকি সেখানকার উপাধ্যায়ের গত রাত্রিতে সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে। আমি পশ্চিম খাঁড়ি সরণীতে চি-শেং-এর বাড়িতে দেব-বাণীর জন্য এসেছি।"

চি-তিয়েন বললেন, "উপাধ্যায়ের সর্বস্ব অপহৃত হয়ে থাকলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" কাজেই দুজনে একসঙ্গে তুং-চি বিহারে গেলেন। উপাধ্যায় খুব দুঃখিত ছিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, চি-তিয়েন কেন তাঁকে দেখতে আসেননি। চি-তিয়েন বললেন, "আমি আজ শুনেছি যে আপনার সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে, তাই আমরা সমবেদনা জানাতে এসেছি।"

উপাধ্যায় বললেন, "এই বুদ্ধ পুরোহিত আমার মনকে প্রফুল্ল করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি।" চি-তিয়েন বললেন, "যখন চুরি হয়েছে, তখন চোরের শাস্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করা নিরর্থক। আমি একটি ছোট কবিতা রচনা করেছি সেটি আপনাকে হাসাবে আর চুরির কথা ভুলিয়ে দেবে।"

উপাধ্যায় বললেন, "কবিতাটিতে আনন্দের কথা নিশ্চয়ই আছে। বলুন, শুনি।" তখন চি-তিয়েন আবৃত্তি করলেন ঃ

BanglaBook.org

"বেদনার বিবর্ণ দলিল,
সুতো কেটে দাও না ছড়িয়ে ;
শুষ্ক ভূমে খরা হয় বৃথা,
শয়তান ফেরে শব দেখে।
রোধ দ্বার, চোর ভয় পায়,
ঔষধ দিয়ো না অসুখে ;
কাঁচা বাঁশ পোড়ে বেশীক্ষণ,
মাঝরাতে ড্রাগন পালায়।"

উপাধ্যায় হেসে বললেন, দ্ব্যর্থ হাস্যকর। এতক্ষণ পর্যন্ত আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত ছিল। আপনাকে দু-এক মাস আমার সঙ্গে থেকে হাসতেই হবে।"

চি-তিয়েন বললেন, "পানের জন্য মদ থাকলে আমি এক বছর বা তার চেয়ে বেশী থাকব।"

উপাধ্যায় বললেন, "চোর অন্ততঃ মদটা আমাদের জন্য রেখে গেছে। কাজেই আপনাকে থাকতেই হবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চি-তিয়েন তো উপাধ্যায়ের সঙ্গে থেকে গেলেন। এদিকে যখন মাস দুই পার হয়ে গেছে, শীত ঋতু এসে তাঁকে মনে করিয়ে দিল যে তাঁর এবার যাওয়া দরকার। তিনি তখন উপাধ্যায়কে বিদায় জানিয়ে ছিং-ৎঝু বিহারে ফিরলেন।

চাং-লাও-এর সঙ্গে চৌকো প্রাঙ্গণে দেখা হ'ল। চি-তিয়েন বললেন, "শিষ্য এখন ফিরে এল।" চাং-লাও বললেন, "আমাকে বলনি কেন তুমি ছ'মাসের জন্য চলে যাচ্ছ? এটা মোটেই মজার ব্যাপার হয়নি।"

চি-তিয়েন বললেন, "ভুল হয়েছে, বলতে ভরসা পাইনি। প্রায় এক বছর ধরে রোজ রোজ প্রার্থনা করতে করতে, অন্যান্যদের সঙ্গে নানা শাস্ত্র থেকে দীর্ঘ অংশগুলি আবৃত্তি করতে করতে, আমার মাথা এমন গুলিয়ে গেল যে এক সুন্দর বসন্তের দিনে ভাবলাম আমাকে বেরিয়ে যেতেই হবে।"

চাং-লাও বললেন, "তোমার অনেক বন্ধু তোমার সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। হয়ত মারাই গেছ তার বদলে দেখছি যে তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ। তুমি বরং গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা কর, কিন্তু এবার তিনদিনে ফিরে আসবে।"

চি-তিয়েন রাজী হলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার পাইন পাহাড়ে মাও থাই-ওয়েইকে দেখতে গেলেন। মাও তাঁকে ভিতরে নিয়ে এলেন এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে সংযত-ভাবে বললেন, "রাজমাতার বিহারে যাওয়া আর আপনার মাথার ভরে দাঁড়িয়ে তাঁদের খেলা দেখানোর থেকে ছ'মাস তো পার হয়েছেই। আমি ভয় পেয়েছিলাম যে কোন অসুবিধায় পড়বেন, কিন্তু রাজমাতা যখন আপনার ধাঁধাটা চতুরভাবে ধরে ফেললেন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তিনবার দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললাম।"

চি-তিয়েন বললেন, "ঐ একবারই মাত্র আমি এরকম চালাকি করেছি এবং বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে কোন অমঙ্গল না হয়। আর বাস্তবিক পক্ষে মঙ্গলই হয়েছে। শস্যাগারটা আবার তৈরী করা হয়েছে এবং আজ আমি এসেছি থাই-ওয়েইকে ধন্যবাদ জানাতে।"

মাও বললেন, "আপনি খুব আনন্দের সময়ে এসেছেন। আজ বাগানে প্রথম কটি বাঁশের ডগা উঠেছে। রান্নার লোককে বলছি একটু সিদ্ধ করে খেয়ে দেখতে দিক আপনাকে—সেটা কেমন হবে?"

চি-তিয়েন বললেন, "ভালই হবে কিন্তু খাবার আগে তো ভাগ করতে হবে।" থাই-ওয়েই হেসে বললেন, "কোন কিছু খাবার আগে ভাগ করতেই হয়।"

চি-তিয়েন বললেন, "থাই-ওয়েই প্রবাদটা জানেন না, 'রাজকর্মচারী এক আঙ্গুল পেলে লোকে এক হাত পায়।' তাহলে যদি পুরোহিত খেতে ইচ্ছে করেন, তাঁর ভাগ কি হবে?"

থাই-ওয়েই হেসে দুই পাত্রে আরও খাবার ও মদ গরম করতে বললেন। সামনে এলে চি-তিয়েন বড় একপাত্র খাবার ও কয়েক পেয়ালা মদ নিলেন এবং তৃপ্ত হয়ে বললেন,

"থাই-ওয়েইর কাছে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে চাই। চৌকো প্রাঙ্গণে যিনি বসে ঝিমোন সেই চাং-লাওর কথা আমি ভাবছি। যা পড়ে আছে, নিয়ে গিয়ে আপনার উদার আতিথেয়তার ভাগ তাঁকে দিতে ইচ্ছা করি।"

থাই-ওয়েই বললেন, "এই ভুক্তাবশেষগুলো নষ্ট।" তারপর রাঁধুনীকে ডেকে একটা পাত্রে টাটকা খাবার রেখে পদ্ম-পাতায় মুড়ে চি-তিয়েনকে দিতে বললেন। চি-তিয়েন তারপর বিহারে ফিরে গেলেন। প্রধান ভিক্ষুর সঙ্গে তাঁর প্রধান তোরণের কাছে দেখা হতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কুকুরের মাংস নিয়ে যাচ্ছেন কি না। চি-তিয়েন বললেন, "কুকুরের মাংসের চেয়ে ভাল কোন কিছু," আর নিজের নাক টিপে ধরে, তার-দিকে পাত্রটি এগিয়ে দিলেন দেখার জন্য। তিনি বললেন, "দেখুন না", কিন্তু অন্যান্য বারের কথা মনে করে, নাকে চেখে দৌড়ে চলে গেলেন। চি-তিয়েন তখন প্রাঙ্গণে গেলেন। চাং-লাও জিজ্ঞেস করলেন বাইরে তিনি আজ কি করেছেন। চি-তিয়েন বললেন, "মাও-ওয়েই-এর সঙ্গে খেয়েছি। আমাদের খাবার কাঁচ বাঁশের চারা ছিল, সেগুলি এত ভাল ছিল যে আমি একটু চেয়ে নিয়ে এসেছি, চাং-লাও-এর চেখে দেখবার জন্য।"

বাঁশের চারা টাটকা খেতে হয় বলে তিনি একটা পাত্র দিতে বললেন। তারপর পদ্ম পাতাটা খুলে কিছুটা পাত্রে ঢেলে চাং-লাওকে দিলেন। চাং-লাও বললেন, "এখানে বেশী নেই, কিন্তু তুমি যা হোক মনে করে এনেছ।" কয়েকটি খাবার-কাঠি নিয়ে তিনি কিছুটা খেয়ে বললেন, "খুব সুস্বাদু।" তারপর প্রাঙ্গণের কয়েকজনকে ডেকে ভুক্তাবশেষটা খেতে বললেন। কিন্তু ব্যাপারটা শুনেই সব ভিক্ষুই এসে বাঁশের চারা চাইলেন। চাং-লাও বললেন, "চি-তিয়েন এগুলি আমার চেখে দেখার জন্য এনেছিল, সবাইকে দেবার মত তো যথেষ্ট নেই।" ভিক্ষুরা বললেন, "এটা শুধু চাং-লাও-এর ব্যাপার নয়, আমাদের সকলেরই ব্যাপার। চি-তিয়েন বুদ্ধ-বাণী অনুসারে কাজ করেননি। সকলের জন্যই তাঁর একটু আনা উচিত ছিল।"

চি-তিয়েন বললেন, "আপনারা একটা সূত্র বাস্তব বিষয়ের উপর প্রয়োগ করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়গুলি আরো কঠিন। আমি থাই-ওয়েই-এর কাছে আর বেশী চাইতে পারিনি। আপনারা বাইরে না গিয়ে এখানে বসে থাকেন আর আশা করেন, আপনাদের কেউ এনে খাওয়াবে। আমি একটা কবিতা দিচ্ছি আপনারা সেটা খেতে থাকুন, ততক্ষণ আমি গিয়ে দেখে আসি আর কিছু পাই কি না।" তাঁরা বললেন, "আপনি শুধু কথাই বলেন।" চাং-লাও বললেন, "আপনারা যতক্ষণ অপেক্ষা করছেন, ততক্ষণ আপনাদের জন্য একটা কবিতা রচনা করি।"—এই বলে একটা কবিতা তিনি আবৃত্তি করলেন ঃ

"ষাঁড়ের শিং-এর মত কাঁচ বাঁশ যখন গজায়,
যখন ছেলেরা আনে কাঁচ-কাঁচ ফার্ণের ডগা,
রসুনের সহযোগে চাল দিয়ে সেদ্ধ হবে বলে,
চিয়াং-নানেতে চাঁদ দুইবার উদিত হয়েছে।"

BanglaBook.org

চি-তিয়েন বললেন, "সুন্দর কবিতা ! সুন্দর কবিতা ! আমার আরেকটা তৈরী করার দরকার নেই। কচি বাঁশের চারা যারা খাবেন, তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তাঁদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "আজকে বড্ড তাড়াতাড়ি, কালও। তৃতীয় দিন পর্যন্ত আপনাদের অপেক্ষা করতেই হবে—সেইদিন আপনাদের জন্য এক বোঝা কচি বাঁশের চারা নিয়ে আসব।"

চাং-লাও বললেন, "ধৈর্য ধরুন।" বলে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন চি-তিয়েন মাও থাই-ওয়েই-এর কাছে গেলেন। মাও বললেন, "আপনি কাল সব মদ খেয়ে ফেলেছেন, আজ একটুও প'ড়ে নেই।"

চি-তিয়েন বললেন, "আমি মদ খেতে আসিনি ; আমাকে কচি বাঁশের চারা দিয়েছিলেন, তারি কিছুটা চাং-লাও-এর জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম, এখন সমস্ত ভিক্ষুই একটু করে চাইছেন আর তিন দিক থেকে আমাকে চাপ দিচ্ছেন। তাঁদের জ্বালা আর সহ্য হ'ল না, কাজেই আমি আমার বক্তব্য বলতে এসেছি, কিছু কচি বাঁশের চারা নিয়ে যেতে চাইছি।"

থাই-ওয়েই হেসে বললেন, "পুরোহিতরা এসব ব্যাপার খুব কমই জানেন ; মাত্র কয়েকটা চারাই গজায় এবং সেগুলি খুঁড়ে তুললে, আর কিছু থাকে না। তাঁরা আরো বেশী পেতে কি করে আশা করেন ?"

চি-তিয়েন বললেন, "থাই-ওয়েই যদি অনুমতি দেন, তাহলে বাগানে প্রচুর আছে।"

মাও বিশ্বাস করতে না পেরে মালীকে জিজ্ঞেস করলেন বাগানে আর বাঁশের চারা আছে কী না। মালী বলল, "হুজুর জানেন, কাল যতগুলি ছিল, সব খুঁড়েছি, কিন্তু আজ আরও আছে, সত্যি বলতে কি সেগুলি সব জায়গায় গজাচ্ছে। সত্যি-সত্যি অদ্ভুত।"

মাও থাই-ওয়েই খুব খুসী হয়ে বললেন, "এই ভাবে চললে কাল আপনার নিয়ে যাবার মত যথেষ্ট হবে।" আর এই উপলক্ষে একটু আনন্দ করবেন বলে তিনি মদ চেয়ে পাঠালেন আর দু'জন সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে বসে পান করলেন।

চি-তিয়েন রাতটা সেখানে থেকে গেলেন ও ভোরবেলা থাই-ওয়েই-এর সঙ্গে বাগানে গেলেন। তাঁরা দেখলেন প্রচুর কচি বাঁশ গজিয়েছে, পাঁচ-ঝুড়ির মত—থাই-ওয়েই ভৃত্যদের সেগুলি খুঁড়ে তুলে বিহারে পাঠাতে বললেন। ভৃত্যদের সঙ্গে চি-তিয়েন গেলেন আর ভিক্ষুরা তাঁদের আসতে দেখে তাড়াতাড়ি চাং-লাওকে খবর দিতে গেলেন।"

দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে চাং-লাও বললেন, "তাও-চি যা করছেন সবই অলৌকিক।" তারপর বাহকদের 800 মুদ্রা দিলেন এবং কচি বাঁশ রাঁধতে বললেন। রান্না হলে ভিক্ষু ও বাহকরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলেন। তাঁরা অত্যন্ত তৃপ্তি করে খেলেন, তাছাড়া কয়েক দিনের মত বেঁচেও গেল।

একদিন চি-তিয়েন শুনলেন যে লি-য়িন বিহারে ছাং চাং-লাও দেহ রেখেছেন, ভিক্ষু থিএহ্-নিউ (লোহার ষাঁড়) তাঁকে সমাধিস্থ করে চাং-লাও হয়েছেন। প্রথার বিবেচনা না করে চি-তিয়েন অনুভব করলেন যে তাঁর অবশ্যই যাওয়া দরকার—এবং রওনা

দিলেন। তাঁকে দেখে দ্বার-রক্ষী চাং-লাওকে বললেন, "ছাং চাং-লাও যে উন্মাদ ভিক্ষুকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই আবার ফিরে এসেছেন,—নিশ্চয়ই আরো গোলমাল পাকাতে।"

চাং-লাও তখন একজনকে পাঠালেন এই খবর দিয়ে যে তিনি ভিতরে নেই। চি-তিয়েন বাঁকা হাসি হেসে পশ্চিম-গৃহে গেলেন। সেখানকার পরিচারকও "ভিতরে নেই"। কাজেই তিনি একটি ছেলেকে তুলি ও কালির পাটা আনতে বলে শীতল-ঝর্ণা-প্যাগোডায় বসে চাং-লাও-এর জন্য একটা বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করতে গেলেন ঃ

"লিং-য়িন-এর শেষে রইবে কি
থিএহ্-নিউ-এর পর ?
পড়ন্ত ছাদ,—শুকনো জমি,
সর্দি নাকে গন্ধ নেই,
পিট্‌পিটে চোখ দেখতে না পায়।
দেউড়ি যেন কারাগারের,
শীতল ঝর্ণায় প্যাঁচা ঝিমায়—
বিগত দিন, স্মৃতি।"

তারপর পশ্চিম গৃহ সম্বন্ধে

"ছোট্ট কুটির, আর বাতায়ন,
ছোট্ট, কোঠা, আর বিছানা ;
কোঠা থেকে ভৃত্য পালায়—
কোন মুলুকে যায় না জানা।"

শেষ হলে কবিতা দুটি একটি ছেলেকে দিলেন চাং-লাওকে দেবার জন্য ; তারপর ছিং-ৎস্যু বিহারে ফিরে এলেন। ছেলেটি প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পেল না, আর চাং-লাও সেগুলি প'ড়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার চালাকি করছে, এবং রাজসভার কর্মচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বলে আমার সঙ্গে অসম্মান-জনক ব্যবহার করতে পারছে, কিন্তু আমি একটা উপায় ভেবেছি। লিন-আন-এর প্রধান চাও আমার বিশেষ বন্ধু। আমি তাঁকে লিখব ছিং-ৎস্যু বিহারে গিয়ে প্রধান তোরণের বাইরে যে দুটি বড় পাইন গাছ আছে, সে দুটো কেটে ফেলতে। কেটে ফেললে হাওয়া আর বৃষ্টির জল ঢুকবে এবং চাং-লাও বিরক্ত হবেন। তিনি জানবেন চি-তিয়েনই এর কারণ এবং তাকে তাড়িয়ে দেবেন।"

সেদিন চাং-লাও আর চি-তিয়েন কোন অমঙ্গলের কথা চিন্তা না করে বসে কথাবার্তা বলছিলেন. এমন সময় দ্বার-রক্ষী দৌড়ে এসে খবর দিলেন যে বিহারের মহা-বিপদ উপস্থিত হয়েছে। প্রধান চাও কিছু লোক নিয়ে বিহারের বাইরের পাইন গাছগুলি কাটতে এসেছেন। চাং-লাও অত্যন্ত বিচলিত হলেন, বললেন, "এই গাছগুলি বায়ু ও ঝড়-জল থেকে আমাদের আশ্রয় দেয়। তাঁদের এগুলি কাটার কি কারণ থাকতে পারে ?"

BanglaBook.org

চি-তিয়েন বললেন, "চাং-লাও-এর বিব্রত হবার দরকার নেই, আমি গিয়ে তাঁদের দেখছি।"

চাং-লাও বললেন, "শুনেছি, এই লোকগুলি তোমার বিরুদ্ধে লেগেছে ; সাবধান তুমি ওদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে আরো প্ররোচিত কোরো না।"

চি-তিয়েন বললেন, "আমি হৃদয় শান্ত রাখব।" তারপর সদর দেউড়ি দিয়ে বাইরে গেলেন। তাঁদের কাছে গিয়ে তিনি সবিনয়ে পরিচয় দিলেন, "আমি তাও-চি, ছিং-ৎস্থ বিহারের হিসাব-রক্ষক। প্রধান তখন বললেন, "আপনি অবশ্যই চি-তিয়েন।" চি-তিয়েন আনত হয়ে বললেন, "আমিই সেই দীন পুরোহিত।"

প্রধান বললেন, "লোককে বিদ্রূপ করার জন্য আপনি কবিতা রচনা করেন। আমি আজ আপনার পাইন গাছগুলি কাটবার জন্য এসেছি। আপনি কি তার উপর একটা কবিতা লিখবেন?"

চি-তিয়েন বললেন, "যা পচে গেছে, তাই বিদ্রূপের উপযুক্ত কিন্তু এই দীন পুরোহিত পছন্দ করে মানুষের প্রতি উদারতা সম্বন্ধে গাইতে। গাছ কেটে ফেলাটা আমি কবিতায় প্রশংসা করতে চাই না কিন্তু তরু-তৃণ বেড়ে ওঠার প্রশংসায় আমি গান গাইতে পারি।" প্রধান চাও বললেন, "তাহলে আপনার কবিতা শুনি"। চি-তিয়েন তখন আবৃত্তি করলেন :

"আহা গম্বুজ, অভ্রংলিহ,
শাখা-বিস্তারে আকাশ ফেলেছ ঢেকে,
বিহারকে তুমি দিয়েছ মহাশ্রয়।
কুঠারে বিনাশ নিশ্চিত, তাই
শাখাচ্ছায়ারা নাচবে না পর্দায়,
পল্লবগুলি হাওয়ায় গাবে না গান,
যে ক্রৌঞ্চদল বিকীর্ণ প্রত্যূষে,
ফিরে পাবে না তো অপেক্ষমান নীড়।"

প্রধান শুনলেন, দীর্ঘ সময় ধরে ভাবলেন। তারপর বললেন, "আপনি পুরোহিত, গভীর জ্ঞানী, আপনার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত ভুল।" তারপর গাছ কাটতে যারা এসেছিল তাদের ফিরিয়ে দিয়ে সসম্মানে চি-তিয়েনকে বললেন, "খুব ভাল বলেছেন। এটা সুন্দর কবিতা ; এটা নিশ্চয়ই মানুষের মনকে বিচলিত করে। কুয়াশায় চারদিকের পাহাড়গুলির চেহারা পালটে যাচ্ছে, গাছের মাঝে হাওয়ার শব্দ। এ সমস্ত জিনিস মানুষকে কম সঙ্কীর্ণমনা করে।"

চি-তিয়েন শুনলেন, তারপর একটি সুর গুনগুন করতে লাগলেন :

"দুই মর্মরে সংঘাত লেগে হাওয়ায় শব্দ ওঠে,
ছাদের কোণায় নীলচে কুয়াসা আঁকড়ে জড়িয়ে ভাসে,
জ্যোৎস্না-আলোতে চিত্রার্পিত অরুদ্ধ-দ্বার হতে—
নৈশ আহার রন্ধনকালে বিচিত্রবাস আসে।

আহৃত ফুল কুড়িয়ে তুলছে পাখিগুলি সন্ধ্যায়,
পবন ওড়াবে প্রার্থনাগুলি দিয়ে তার ফুৎকার,
পূর্ব আকাশে দেখা যায় দূরে এঁরি মাঝে প্রতিভাস ;
আসে দিবসের বহু বর্ণিল সমারোহ সম্ভার ।"

প্রধান শুনলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। "আমার কথাগুলি প্রভুর মত জ্ঞানগর্ভ নয়। তবু স্মৃতিও একটু স্মিত হাসির জন্য একটা কবিতা রচনা করেছি।" তারপর তিনি গাইলেন।

দেহ দিয়ে নয়—বরং যেমন চাঁদ
টানে মহা জলরাশি···
টানে মানবহৃদয় যে পুরোহিত,
লেখনী-শক্তি দিয়ে।
বুদ্ধপথান্বেষণে,
হৃদয়েতে তার জ্বালাতে পারেন শিখা
মুক্তিকাহারা মূলশেষে অনুগামী,
আগামী দিনের সংগ্রাম উদ্দেশে।

চি-তিয়েন শুনলেন এবং তিনগুণ কৃতজ্ঞ হলেন। তিনি প্রধানকে ধন্যবাদ দিয়ে একটু আতিথ্য গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি চলে গেলে চাং-লাও ভিক্ষুদের বললেন, "আজ চি-তিয়েন না থাকলে আমাদের গাছগুলি কাটা পড়ত। তাড়াতাড়ি ওঁকে ডেকে পাঠান যাতে ধন্যবাদ দিতে পারি।"

কিন্তু চি-তিয়েন আগেই চলে গেছেন। তিনি পথে শবাধারের পাশে বসে এক বৃদ্ধাকে কাঁদতে দেখলেন। বৃদ্ধা তাঁকে দেখেই চীৎকার করে উঠলেন, "ভদন্ত! আপনার শান্তি হোক। এ শবাধার পরশু দিন যাবে। এর জন্য আগুনটা একটু থামান, তার সঙ্গে পশ্চিমে যাবার জন্য একটা প্রার্থনা বলুন এবং তাকে আপনার আশীর্বাদ দিন।"

চি-তিয়েন বৃদ্ধাকে বললেন যে চিলি যেমন বলেছেন, সেইমত করবেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে দীর্ঘ সেতুতে এসে দেয়ালের উপর বসে পড়লেন।

শেন্-ই বলে এক আঙ্গুর বিক্রেতা একটি খালি ঝুড়ি হাতে তাঁর কাছে এসে বলল, "আমি প্রায়ই চেয়েছি ভদন্তকে বলব আমার সঙ্গে এক ভাঁড় মদ খেতে, কিন্তু আজ দেখা হবার আগে পর্যন্ত সুযোগ পাইনি। আমার তো এখন কোন কাজ নেই—আমরা কি একটা পানশালায় যাব?"

চি-তিয়েন বললেন, "উত্তম! উত্তম!" এবং তাঁর সঙ্গে একটা পানশালায় গেলেন। শেনই তখন মদ ছাঁকতে হুকুম দিল। চি-তিয়েন কয়েক পেয়ালা খেয়ে শেন-ইর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি সহৃদয়, আমাকে নিমন্ত্রণ করেছ আমি তোমাকে কিছু বলতে ইচ্ছা করি।"

শেন-ই বলল, "ভদন্তের কথা সারবান্। অনুগ্রহ করে বলুন।"

BanglaBook.org

দ্বাদশ অধ্যায়

চি-তিয়েন শেন-ই কে বললেন, "মানুষের আয়ুষ্কালের বেশীরভাগ কাটে এই দুর্গন্ধময় মর্ত্যস্থলী ভর্তির জন্য খাবার খুঁজতে। দেখছি, তুমি খুব সামান্যই আহার করেছে আর পথও খুব দুর্গম ছিল। এসো বিহারে এক পেয়ালা মদ ও সামান্য কিছু আহার গ্রহণ করি।"

শেন-ই বললেন, "আমি দীর্ঘকাল এটা কামনা করেছি। কিন্তু ভেবেছি আমার সামান্য ক্ষমতা ও গুণপসার মধ্যে এটি নিষ্প্রয়োজন হবে। কিন্তু আজ—আপনি যদি আমার সঙ্গে যান, আমি আমার অনুরোধ জানাব।"

চি-তিয়েন বললেন, "নির্ভয়ে থাক ; এখনি চল একসঙ্গে আহার করি।"

তিনি তখন তাঁকে বিহারে নিয়ে গেলেন, তারপর আহারের শেষে চাং-লাও-এর কাছে উপস্থিত করলেন এই বলে, "এখানে একজন আছেন, যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চায়।"

চাং-লাও বললেন, "উত্তম।" তারপর তিনি একজন ভৃত্যকে গন্ধ-দীপ জ্বালাতে আদেশ করে শেন-ইকে বুদ্ধের সামনে নতজানু হতে বললেন, তারপর তার মাথার উপর একটি মুদ্রায় করে, শেন-ওয়ান নাম দিলেন ঃ

"প্রভু যদি চান তবে
অন্তরে যদিও এক
নেবে সে অপর নাম,
বিশাল রুদ্ধ-দ্বার।"

পরদিন চি-তিয়েন এক সময় চুপচাপ বসেছিলেন। তিনি শেন-ওয়ানকে রান্নাঘরের উনুন থেকে গরম কাঠকয়লা আনতে বললেন। শেন-ওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, "আগুন নিয়ে দাদার কি করার ইচ্ছা ?"

চি-তিয়েন বললেন, "ক্ষুধার্ত উকুন নিয়ে সারা শরীরের জ্বালা আর সহ্য হয় না। আগুন দিয়ে তাদের থামাব। তাই আগুন চাইছি।"

শেন-ওয়ান তখন এক বাটিতে গরম কাঠকয়লা নিয়ে এসে তাঁর সামনে রাখলেন। চি-তিয়েন তখন অনেকগুলি উকুন বেছে, কয়লার আগুনে পোড়াবার জন্য ফেললেন। তাদের মধ্যে একটা জোড়া ছিল ; তিনি তাদের আগুনে ফেললেন না, বরং হেসে বললেন, "ছারপোকার মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী আছে। তাদের দাঁতে চিবিয়ে মারতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু তাতে মুখটা নোংরা হবে, তাদের পিষে মারতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু তাতে হাত ময়লা হবে ; কাজেই উদারতা দেখাব ; তুমি তাদের আগুনে ফেলতে পার।"

তখন তিনি ঝেড়ে-ঝুড়ে আরো অনেক ছারপোকা আগুনে ফেললেন, এই বলে গাইতে গাইতে ঃ

"উকুনের দল শোনরে কথা,
রাখিস মনে, এখনো যে

BanglaBook.org

রক্ত খাবার মতলবেতে
চামড়াতে রে থাকিস সেঁটে,
উপায় নাইরে মুক্তি পেতে,
জামার হাতায় হলি জড়ো,
করলি ব্যাধির বাসা বড়
স্বামী-স্ত্রীতে তোরা দুজন
প্রাণে বাঁচানোর অনন্যমন,
থাইশাস পর্বতে যেন
নর-রক্ত-চোষা হেন।
দীর্ঘদিনের জ্বালানো এই দেহ থেকে তোরা,
উনুনে যা, ডিগবাজী খা, ছোঁড়ার হাত পা,
আর কাউকে চুষবি, ভাবিস, তাকে তো দেখি না।
এই! শুনি যে অগ্নিশিক্ষায় কাটলি আওয়াজ করে,
এ জগতে আসতে হবে না আর তোর।"

চি-তিয়েন তাঁর কাপড়-চোপড় খুঁজতে থাকলেন এবং বললেন, "এখন একটাও আর ভিতরে নড়াচড়া করছে বলে মনে হয় না, হয়ত শেষপর্যন্ত আমি একটু শান্তি পাব।" তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং সোজা বিধবা ওয়াং-এর বাড়িতে গেলেন। তিনি ঠিক সেই সময়েই গিয়ে পেঁছিলেন কখন বাহকেরা শবাধার বাইরে আনছিল। তিনি বিধবাকে বললেন, "শ্রীমতী ওয়াং, আপনি যদি আর কাউকে না পেয়ে থাকেন আমি আপনার হয়ে পথ দেখাব।" তারপর উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করলেন ঃ

"মাংসের বড়া তৈরী-ওলা
ওয়াং গেছেন পরলোকে,
গুঁড়ো-গুঁড়ো কর বনি
সেদ্ধ কর রকমারি পিঠে।
তেলে ভাজ লাল লাল ডিম,
সব আজ কর আয়োজন
কেন না দুপুরে
তাঁর শবাধার নিয়ে যাব।
এই! বওরে পুবের বায়ু,
কাঁদাও না পাখিদেরে,
ঝরাও না ফুলগুলি
ঝরঝরিয়ে ঝরঝরিয়ে
স্রোতস্বিনীর বুকে।"

তারপর সকলে ধরাধরি করে শবাধারটি সমাধিস্থলে নিয়ে গেলেন এবং শেষ বিশ্রামে

নামিয়ে দিলেন। তাঁরা চি-তিয়েনকে মশাল নিতে বললেন ; তিনি সেটা নিলেন, বিড়বিড় করতে করতে, কিন্তু এমনভাবে যে সকলেই শুনতে পেল,

"আমার সঙ্গেতে বসে সুপ খান ওয়াং বিধবা
বরং উচিত থাকা সাথে ছোট ওয়াং-এর,
শত-আট হাজার লি
সুদূরে যু-কাং এ।"

আত্মীয়রা গোপনে হাসছিলেন। তাঁরা বললেন, "এই পুরোহিত একজন ভাঁড়। যে যু-কাং তিনি কখনো দেখেন নি, তার কথা বলছেন কেন ?" ঠিক তখনি একজন লোককে দেখা গেল বিধবা ওয়াং-এর কাছে আসছে। সে নত হয়ে, সসম্মান সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, "মহাশয়, যু-কাং থেকে শুভেচ্ছা নিয়ে আসছি। আজ সকাল পাঁচটায় আপনার জামাতার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। তিনি এই সু-সংবাদ দিতে আদেশ করেছেন। ওয়াং-এর এক কন্যা বিয়ের পর যু-কাংএ বাস করতে গিয়েছিল এই জন্যই সে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় আসতে পারে নি।)

জন্মের কথা শুনে, বিধবা চিন্তিত হয়ে শিশু ও তার মায়ের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বার্তাবাহক বলল যে এটা শুধু আনন্দের জন্মই নয়, এই উপলক্ষ্যে একটা পরম শুভ লক্ষণ দেখা গেছে। "ওয়াং মশায়ের মাংসের বড়া" এই চার অক্ষর পরিষ্কারভাবে জন্মের পর দেখা গেছে, যেন ওয়াং মশায়ের প্রেত লাল রঙে লিখে গেছেন। তাঁরা সবাই খুব ভয় পেয়ে গুঞ্জন সুরু করলেন। "এই পুরোহিত সাধারণ লোক নন, তিনি অমর কেউ হবেন।" তাঁরা চারদিকে ভীড় করে তাঁর দিকে চেপে আসতে লাগলেন, কাজেই তাঁদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি তাঁর বহির্বাস উঁচু করে, একটা টেবিলের উপরে খালি পায়ে দাঁড়ালেন। এতে সবাই মজা পেয়ে এত হৈ চৈ সুরু করল যে এই গোলমালের ফাঁকে, সবার অলক্ষ্যে তিনি পালিয়ে গেলেন।

তিনি পবিত্র-ঊর্মি তোরণ ও নব-গৃহ-সেতুর পথ দিয়ে যেতে যেতে শেন ফিং-ছির বাড়ির কাছে এলেন। যখন তিনি পৌঁছুলেন, ফিং-ছি বাড়িতে ছিলেন না ; শ্রীমতি শেন তাঁকে ভিতরে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন এবং প্রথানুসারে চা দিলেন। তিনি কিছু মদও নিয়ে এলেন। চি-তিয়েন মদের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে প্রায় দশ পেয়ালা গলাধঃকরণ করলেন। এতে তাঁর এত পরিতৃপ্তি এল যে তিনি কিছু মাছের ঝোলও চেয়ে বসলেন, আর এই ভাবে একবার গরম ঝোল খেয়ে পরের বার মদ খেয়ে, পুরো-পুরি মাতাল হয়ে পড়লেন। গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে যাবার জন্য তিনি তৈরী হলেন, কিন্তু শ্রীমতি শেন, তাঁকে মাতাল দেখে বললেন, "আপনি শিহ্-লি-সুং ফিরে গেলে, পথটা নির্জন, তার চেয়ে বরং সাবধান হন।" কিন্তু সম্পূর্ণ গুলিয়ে যাওয়া মাথায় চি-তিয়েন বললেন, "আমি বায়ুদেহী। আমার ভয় কিসে ? বরং তালা দেওয়া ঘরের পিছনে আপনার ভোর চারটেয় ভয় পাওয়া উচিত।" বলে, তিনি চলে গেলেন, রাস্তায় পড়ে যেতে যেতে আর হোঁচট খেতে খেতে।

BanglaBoi.org

তালা দেওয়া দরজা নিয়ে চি-তিয়েন যা বলেছেন, সেটা ভেবে শ্রীমতী শেন বিচলিত হলেন। আর রাত্রে গলিতে আওয়াজ শুনে, চোর দেয়ালে সিঁধ কাটছে বলে চেঁচিয়ে উঠে একজন লোক পাঠালেন চোর তাড়াতে।

পবিত্র উর্মি তোরণ পার হবার আগেই চি-তিয়েন আর নিজেকে জীবন্ত বুদ্ধ বলে অনুভব করতে পারছিলেন না। আসলে তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে আর হাঁটতে না পেরে হামাগুড়ি দিতে চেষ্টা করতে করতে চুন-চিং তোরণের কাছে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়লেন।

পথিকেরা তাঁকে সেখানে দেখে চারদিকে জড়ো হতে সুরু করল—কেউ কেউ তাঁকে চিনতে পেরে বলল, "ইনি ছিং-ৎযু বিহারের সেই ভিক্ষু, হিসাব-রক্ষক। তিনি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন। রাজসভায় সবাই বলাবলি করে যে এঁর চেয়ে আর ভাল কেউ নেই, কিন্তু ইনি মদে আসক্তির জন্যও বিখ্যাত।"

একজন বলল, "আমি চিহ্-শান-পু যাচ্ছি, পথেই বিহার। আমি হয়ত তাঁকে পৌঁছে দিতে পারব।" সবাই রাজী হল যে সেটাই সবচেয়ে ভাল, কাজেই চি-তিয়েনকে ধরে তুলে, পায়ে পায়ে শিহ্-লি-সুং-এর দিকে রওনা হল। চি-তিয়েন কিন্তু দাঁড়াতে পারছিলেন না, শিগগিরই পড়ে গেলেন। লোকটি তাঁকে দাঁড় করাতে না পেরে শুয়ে থাকতে দিল এবং সাহায্যের জন্য বিহারে গেল। শেন-ওয়ান সেটা শুনেই তৎক্ষণাৎ শিহ্-লি-সুং এ যেখানে চি-তিয়েন মদে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন, সেখানে গেলেন। তিনি তাঁকে ডাকলেন, "ওঠুন দাদা, আপনাকে বিহারে যেতে সাহায্য করছি।"

চি-তিয়েন তাঁকে গালি দিয়ে বললেন "হারামজাদা, গরু-চোর, কি করে দাঁড়াব? জানিস্ না যে আমি মদে চুর, দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছি না।"

শেন-ওয়ান, কোন উপায় না দেখে, তাঁকে পায়ের ভরে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন, তারপর নত হয়ে তাঁর পিঠে উঠতে বললেন। কাজেই, উটের মত বাঁকা হয়ে তিনি বিহারের দিকে রওনা দিলেন। কয়েক ধাপ পরে চি-তিয়েন পেটের মদ উলটে আসছে টের পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন যে তিনি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন।

শেন-ওয়ান বললেন, "দাদা, আর একটু সহ্য করুন; বেশী দূরে আর নেই।" কাজেই চি-তিয়েন নামলেন না, শিগগিরই অসুস্থতা এসে পড়ল এবং প্রচণ্ড শব্দ করে তিনি বমি করলেন। শেন-ওয়ান যতটা পারলেন মুখটা ফিরিয়ে রাখলেন। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁকে নামিয়ে দিতে, কিন্তু তিনি জানতেন যে তাহলে তাঁকে আর তুলবার শক্তি পাবেন না, কাজেই সেই অসুস্থতা-আনা দুর্গন্ধ সহ্য করে তিনি উটের মত বিহারের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন, সেখানে রান্নাঘরে তাঁকে একটা রুটি তৈরীর তক্তায় শুইয়ে দিয়ে নিজে জলের কলে সারা শরীর ধুতে গেলেন।

ফিরে এসে তিনি দেখলেন যে চি-তিয়েন গভীর ভাবে ঘুমাচ্ছেন। কাজেই তিনি পাশে বসে পড়ে পাহারা দিতে লাগলেন। একটু পরেই চি-তিয়েন নিজেই উঠে দাঁড়ালেন ও চীৎকার করে প্রলাপ বকতে লাগলেন। তাই শুনে অন্য ভিক্ষুরা চিন্তা করলেন, "চি-তিয়েন আবার মাতাল হয়েছেন, আর যদি কেউ তাঁকে থামাতে আসেন,

BanglaBoi.org

শেন-ওয়ান তাঁকে চুপ করতে আর চলে যেতে বলবেন।" শেষ পর্যন্ত শেন-ওয়ান চি-তিয়েনকে ঘুম পাড়ালেন এবং নিজেও ঘুমিয়ে পড়লেন। একটু পরেই চি-তিয়েন আবার উঠে দাঁড়ালেন, আর তখন, সমস্ত ভিক্ষু ঘুমিয়ে থাকায়. এবং বারণ করার কেউ না থাকায় তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং বারান্দা ও অতিথি ভবনগুলির পাশ দিয়ে বৃহৎ প্রতিষ্ঠাতাগৃহে এলেন। এখানে একটা প্রদীপ পড়ে গিয়ে আগুন জ্বলছিল। একটা জোরালো বাতাস এসে শিখা বাড়িয়ে তুলল এবং দ্রুত সেটা বুদ্ধ-গৃহে গিয়ে পৌঁছুল।

চি-তিয়েন-এর চীৎকারে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন ভিক্ষুর ঘুম ভাঙলে, তাঁরা আগুনের শিখা নেভাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেটা তার আগেই আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। চি-তিয়েন তাঁদের গালাগালি দিয়ে বললেন, "এখানে আমি অর্ধেক রাত ধরে চীৎকার করছি সে চীৎকারে আপনাদের কানের নতি নড়ছে কিন্তু কেউ আমার কথা শুনছেন না।"

চাং-লাও তখনও ফেরেন নি, তাঁরা আশপাশে তাঁকে খুঁজতে গেলেন। ভিক্ষুরা জটলা পাকিয়ে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন আর আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে আকাশে উঠতে দেখলেন। কাছাকাছি এক সৈন্যছাউনি থেকে একদল তীরন্দাজ অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে পেরে আসামীকে গ্রেফতার করতে এসে বিহারের দুই দ্বাররক্ষীকে ধরে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। ভিক্ষুরা বুকে করাঘাত করতে করতে চীৎকার করে বললেন, "আশ্রয় চেয়ে সকাল সন্ধ্যায় আমরা বুদ্ধের কাছে ধূপকাঠি জ্বালিয়েছি, এখন সবকিছু জ্বলে গেল। আমাদের এখন কে রক্ষা করবে?"

চি-তিয়েন হাসলেন. তারপর বললেন, "যা গেছে, তা পৃথিবীর ধূলি ছাড়া কিছু নয়, আর বুদ্ধ আপনাদের ধূপের ছাই-এর চেয়ে বেশী কিছু আর নন।" তিনি তারপর একটা কবিতা রচনা করলেন,

"সব নিঃশেষ যা কিছু এখানে ছিল ;
হাজার কক্ষ আজ ধূলি-পরিণত।
বুদ্ধ পারেন নতুন জীবন দিতে
সব কিছুকেই ; তিনি জ্ঞানী, ন্যায়রত।"

হায়! ছিং-ৎস্যু বিহার ধ্বংস হয়ে গেল। রাত্রের আগুন পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত জ্বলল। বৃহৎ-গৃহ আর বারান্দাগুলি সব পুড়ে গিয়েছে। ভিক্ষুরা আঁচে পোড়া এবং চকচকে টাক-মাথা নিয়ে প্রধান তোরণের নীচে জড়ো হলেন, বিহারের সেই অংশটিই শুধু বেঁচেছে।

চাং-লাওকে তখন পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। কেউ কেউ বললেন, তিনি তাঁর বাসগৃহে ঘুমিয়েছিলেন, পুড়ে মারা গেছেন ; আর কেউ কেউ বললেন, তাঁকে বিহার থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভিক্ষুরা চাং-লাওকে সর্বত্র খুঁজে বেড়ালেন, কিন্তু কোথাও তাঁর চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। চি-তিয়েন তাদের বিদ্রূপ করে বললেন, "কতবার আমি বলেছি, চাং-লাও এ-জগতের মানুষ নন, তিনি স্বর্গে ফিরে গেছেন।"

কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে তাঁরা খোঁজাখুঁজি করে যেতে লাগলেন, ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে। তাঁরা বললেন, "পুড়ে মারা গেলে, কিছু হাড় থাকবেই।" কিন্তু কোন হাড় পাওয়া গেল না, শুধু ভাঙা টালিগুলির মধ্যে কিছু লেখা শুদ্ধ একটা টালি তাঁদের নজরে এল, তাঁরা ঘষে সেটা পরিষ্কার করলেন আর সকলে চারদিকে ভীড় করে দেখতে এলেন। সেটায় আট পংক্তির একটা ধাঁধার কবিতা,

"জীবন-পোষাক পরা হয়ে থাকে যেন,
পুনরায় খুলে রাখা হয়,
পথ যায় শুধু হৃদয়ের মাঝ দিয়ে
সব বেদনায় ভরা রয়।
শত সহস্র ব্রহ্মের যুগ আর
তিন কুড়ি তিন বৎসর,
সুখে দুখে কাটে যে জীবন নাম-হারা
আজ উৎসেতে ফেরা তার।"

ভিক্ষুরা এখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন যে চাং-লাও সত্যি-সত্যি চলে যাবার চিহ্নস্বরূপ এটা রেখে গেছেন···তাছাড়া চি-তিয়েন সত্য কথাই বলেছেন। তাঁদের আর তাঁর উপদেশ মানা ছাড়া উপায় নেই। কাজেই তাঁরা আশ্রয় তৈরী করার জন্য অদগ্ধ কাঠগুলি আর ছাউনি ও বিছানা করে শোবার জন্য খড়-কুটো কুড়োতে লাগলেন। চি-তিয়েন খুসী মনে রান্নাঘরে গেলেন, সেখানে যদিও সব পুড়ে গেছে, একটা বড় লোহার পাত্র তখনো সেখানে ছিল। আগে কিছু হয়ত সেদ্ধ করা হয়েছিল, ভিতরে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, তখনো কিছু ঝোল পড়ে আছে, খেতে পারার মত। কাজেই তিনি তাঁদের ডেকে বললেন, "আনন্দ করুন, বিষণ্ণ হবেন না। আমি আপনাদের জন্য একটা মদের গান গাইব," তারপর তাল দিয়ে তিনি গাইলেন,

"পোড়াল বারান্দা, ছাদ, ঘর যে আগুন,
শুধু রেখে গেল, ছি'য়েন-ওয়াং-গড়া ছিং-খুর
গিল্টি করা চার বুদ্ধ প্রতিমা মাটির,
মেঝেতে জঞ্জাল-রাশি,—উত্তপ্ত করেছে
আমাদের তরে তবু এক-পাত্র ঝোল।"

ভিক্ষুরা সবাই আমোদ পেলেন, বললেন, "আপনি আমাদের ভয় ঠাট্টা করে উড়িয়ে

ন। কিন্তু গ্রেফতার করা ও জোয়াল কাঁধে পরানো সেই দুই দ্বার-রক্ষীর কি হল ? দের জন্যও আপনার কিছু করতেই হবে।"

-তিয়েন বললেন, "সেটা তো সোজা কাজ।" তারপর দীর্ঘ সেতুর দিকে সঙ্গে সঙ্গে না দিলেন, যেখানে দুই বন্দী জোয়াল-কাঁধে বসে আছে। তাঁদের তক্তার ফাঁক য়ে বেরোনো মাথা দেখে তিনি হেসে বললেন "ভাজা ডিমের মত আপনাদের খাচ্ছে।" দ্বাররক্ষী দুজন বললেন, "এমনিতেই আমরা যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছি, আপনার ানে এসে আমাদের ঠাট্টা করার দরকার নেই।" কাজেই চি-তিয়েন তাঁদের ধৈর্য তে এবং কি করতে পারেন, দেখবেন বললেন।

িনি শহরে মাও থাই-ওয়েই-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মাও বাড়িতেই ছিলেন বং তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন যে তিনি বিহারের দুঃসংবাদটা শুনেছেন এবং তিনি কোন সাহায্য করতে পারেন কিনা জানতে চাইলেন। চি-তিয়েন বললেন, াদ্যহীন গৃহ ও গন্তব্য স্থানের অভাব যথেষ্ট খারাপ. কিন্তু তার উপর মাদের দুই দ্বাররক্ষীর গলায় যে জোয়াল চাপান হয়েছে দীর্ঘ সেতুতে, তেমনভাবে ার চারদিকে ভারী তক্তা লাগানো ;—আমি এই দুজনের জন্যই আপনার কাছে হায্য চাইতে এসেছি।"

ও বসে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বন্দীদের মুক্তি দিতে অনুরোধ করে একটি চিঠি খলেন, এবং সেটা পাঠিয়ে দিয়ে একটু মদ চেয়ে পাঠালেন। তিনি বললেন, "নিশ্চিন্ত ান, বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে।"

-তিয়েন মদ খেয়ে আধাআধি খুসী হয়ে মাওকে তাঁর দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিলেন বং বিহারে ফিরে গেলেন। তিনি পেঁছানর আগেই দ্বার-রক্ষীরা এসে গিয়েছিলেন বং তাঁর সাহায্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন, কিন্তু তিনি হাত নেড়ে সেটা ামিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "পথ দেখানর জন্য যদি ভাল চাং-লাও না াকে, তবে ভিক্ষুরা মুণ্ডহীন সাপের মত হন, তাঁরা বুঝতে পারেন না, কোথায় াচ্ছেন।"

থম দ্বার-রক্ষী বললেন, "আমরা ঠিক সেই জিনিসই ভাবছি। নতুন একজন চাং- াওকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

-তিয়েন বললেন, "আমার সন্দেহ, এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের কাউকে দিয়ে চলবে না, কিন্তু ফু'-চো বিহারে চাং-লাও সুং হুসিয়াও-লিন আছেন, তিনি আসতে ারেন।"

ার-রক্ষী বললেন, "তাঁকে দিয়ে চলতে পারে, কিন্তু তাঁর বয়স খুব বেশী। তিনি ত আসতে চাইবেন না।"

-তিয়েন বললেন, "তিনি আসুন, এটা যদি আপনারা চান, তবে সেটার ব্যবস্থা করা মন কঠিন নয়। শুধু আমার জন্য যথেষ্ট মদ দরকার যাতে আমি তাঁকে একটা ঠি লিখতে পারি।"

কিন্তু দ্বার-রক্ষী বললেন, "এই বিহারে আমরা মোটা চালের খিচুড়ি খাচ্ছি, মদ কেনার

টাকা কোথায় পাব? তার চেয়ে বরং ভিক্ষুরা সবাই মিলে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিন।"

চি-তিয়েন বললেন, "মদ ছাড়া আমি লিখলে তিনি যদি আসতে অস্বীকার করেন, সবাই আমায় ঠাট্টা করবে।" তাই তিনি রাজি হলেন না। অন্য ভিক্ষুরা চিঠি তৈরী করে একজন সংবাদ-বাহককে পাঠালেন ফু'-চৌ বিহারে। সুং চাং-লাও চিঠিটা প'ড়ে সংবাদ-বাহককে বললেন, "আপনাদের সম্মিলিত আমন্ত্রণ আমার পক্ষে আদেশ-তুল্য, কিন্তু আমি বৃদ্ধ; এই দীর্ঘ যাত্রা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

সংবাদ-বাহককে তখন বিহারে ফিরে আসতে হল এই কথা বলতে যে চাং-লাও আসছেন না। ভিক্ষুরা সেই সংবাদে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়লেন, বলাবলি করতে লাগলেন, "আমরা এখন কি করব?"

প্রথম দ্বাররক্ষী বললেন, "চি-তিয়েন চিঠি লিখবেন, যদি তাঁকে মদ দেওয়া হয়" এবং তাঁদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "এক ভাঁড় মদ কেনা ছাড়া আপনাদের কোন উপায় নেই।" কাজেই তাঁরা চারজন লোক পাঠালেন এক ভাঁড় মদ কিনে চি-তিয়েনের কাছে বয়ে নিয়ে যেতে। চি-তিয়েন, ভাঁড়টা দেখে, মদটা ভাল কি মন্দ পরখ করে দেখার জন্য না থেমে সরাসরি বারো পেয়ালা পান করে ফেললেন। তারপর একটু চাঙ্গা বোধ করে তাঁদের দিকে ফিরে বললেন, "কী ব্যাপার টেকো-মাথার দল, আপনারা এত কিপ্টে, আর আজ মদের জন্য এন্তার খরচ করছেন? মনে হচ্ছে সুং চাং-লাওকে লিখে আপনারা বিফল হয়েছেন, এখন আপনারা চাইছেন আমি চেষ্টা করি।"

তাঁরা হেসে স্বীকার করলেন, ব্যাপারটা তাই; তাঁদের লেখা নিষ্ফল হয়েছে, কাজেই তাঁরা বললেন, "আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।"

চি-তিয়েন বললেন, "আপনাদের মদ যখন খেয়েছি, আপনাদের জন্য নিশ্চয়ই লিখব।" কাজেই তুলি ও কালির পাটা আনতে বললেন, তারপর চিঠিটা লিখে সংবাদ-বাহককে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি এত মাতাল হয়ে পড়েছেন যে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পত্রবাহক সারারাত ভ্রমণ করে ফু'-চৌ বিহারে পৌঁছে চাং-লাও-এর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁকে বলা হল, চাং-লাও ইতিপূর্বেই তাঁর উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছেন। পত্রবাহক যখন পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে এটা চাং-লাও-এর কাছে ব্যক্তিগত চিঠি, তাকে শেষ পর্যন্ত সেটা দিতে দেওয়া হল। সুং চাং-লাও গালা-মোহর ভেঙ্গে পড়লেন:

"স্বর্গের সৃষ্ট সব বস্তু স্বর্গের ইচ্ছায় ধ্বংসও হতে পারে। এইভাবেই ছিং-ৎখুতে দুর্ভাগ্য এসেছে, এবং সব কিছুই অগ্নিশিখায় মুছে গিয়ে বোধিদ্রুমের চারপাশে গলিত বরফের মত ছড়িয়ে পড়েছে। ভিক্ষুরা বিব্রত, বিশ্রামরত পাখীর মত বৃষ্টিধারা শব্দের সঙ্গে পতিত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছেন। যে বিপদ ঘটেছে, বুদ্ধের ইচ্ছায় অন্যথা না হলে, তার সঙ্গে অন্ন-বস্ত্রের অভাব যুক্ত হবে। পৃথিবীতে চলার

BanglaBook.org

জন্য দেহের পদ-যুগল প্রয়োজন। সুতরাং, মহান্ হুসিয়াও-লিনের প্রতি শ্রদ্ধাবশে, আমরা সকলে, ঘণ্টার যেমন জিহ্বা থাকে, এই পত্র পাঠাচ্ছি এই কথা বলে যে তাঁর সাহায্যে আমাদের ভগ্ন ও বিকীর্ণ টালিগুলি আবার সবুজ ও সোনার রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠবে। দূরে পর্বত-চূড়ার প্রথম দর্শনাপেক্ষী যথার্থ পথান্বেষী সীমাহীন সমুদ্রে দীর্ঘকাল পথভ্রষ্ট পোতের ন্যায় আমরা তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করি।"

চাং-লাও চিঠিটা পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, "চি-তিয়েন যখন এত ঐকান্তিক, আমি অবশ্যই গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।" তিনি পত্রবাহককে বললেন যে চি-তিয়েন মাসখানেকের মধ্যে তাঁকে বিহারে প্রত্যাশা করতে পারেন।

পত্রবাহক তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সংবাদটা নিয়ে ফিরল। সব ভিক্ষুই খুসী হলেন এবং চি-তিয়েনকে বললেন, তিনি যেন কোনক্রমেই বিহারের বাইরে না যান, যাতে চাং-লাও এসে তাঁকে অনুপস্থিত না দেখেন। কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, "বাইরে না গেলে আমাদের সেই মহান্ অতিথিকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য মদ জোগাড় করব কি ভাবে?"

ভিক্ষুরা বিষয়টা ভাববার জন্য আড়ালে গেলেন এবং দ্বার-রক্ষী তাঁদের সম্বোধন করে তখন বললেন, "তাঁকে যদি অনেকদিন আটকে রাখি, আমাদের অনেক টাকার মদ কিনতে হবে, আর এদিকে, তাঁকে যদি ছেড়ে দিই, চাং-লাও আসার সময় তিনি হারিয়ে যেতে পারেন, সেটা অসম্মানজনক হবে।"

একজন ভিক্ষু বললেন, "আমার একটা মতলব আছে, যেটায় কাজ হতে পারে।" তিনি হ্রদ থেকে জল নিয়ে একটা বড় জালায় রাখলেন। তিনি বললেন, "আমরা বলব, চাং-লাও এলে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এই নতুন মদ ধারে কিনে এনেছি। চি-তিয়েন যখন খুলবেন, দেখবেন শুধু জল, তখন খুব হাসির ব্যাপার হবে।"

দ্বার-রক্ষী বললেন, "চমৎকার হবে।" তারপর একজনকে পাঠালেন চি-তিয়েনকে আনার জন্য। চি-তিয়েন এলে তাঁকে বললেন, "আমরা মদ কিনতেই চাই, তবে টাকা নেই। এই এক জালা নতুন মদ আমরা ধারে এক বন্ধুর কাছ থেকে কিনেছি, বিশেষ করে চাং-লাওকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। তিনি না আসা পর্যন্ত এটা খুলবেন না, প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।"

চি-তিয়েন বললেন, "তাহলে এখানে আনুন, যাতে ওটার উপর নজর রাখতে পারি।"

দ্বার-রক্ষী তখন দুজন লোক দিয়ে জালাটা আনালেন। চি-তিয়েন বললেন, "এটা যখন এখানে এসেছে, তখন ভাল কি খারাপ মদ দেখলে কোন ক্ষতি হবে না।"

দ্বার-রক্ষী বললেন, "এটা নতুন মদ। ঢাকনা খুললে ভাপটা বেরিয়ে যাবে আর মদটা নষ্ট হবে।"

চি-তিয়েন অপেক্ষা করতে রাজি হলেন। তিনি বললেন, "এটা এত বড় জালা। ভবিষ্যতের জন্য এত আমোদ জমা আছে ভেবে আমি আনন্দ পাব।"

কাজেই দ্বার-রক্ষী রাঁধুনী দুজনকে দিয়ে খড়ের ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী হল ঘরে রেখে

BanglaBook.org

দিলেন। কয়েকদিন ওটা ওখানেই থাকল আর চি-তিয়েন সেটার উপর সতর্ক পাহারা দিতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করা হল যে চাং-লাও আসছেন। সমস্ত ভিক্ষু তড়িঘড়ি করে তাঁকে স্বাগত জানাতে গেলেন। তিনি প্রথমে খড়ের ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী হল ঘরে বুদ্ধের সামনে প্রার্থনা জানাতে গেলেন। ভিক্ষুরা তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বলে সমস্ত খবর জানালেন এবং তারপর চি-তিয়েনকে ডাকা হল তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু মদ ছাড়া চি-তিয়েনের কথাবার্তা বলায় মেজাজ এল না ; তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন আর মাথা ঝুলিয়ে রাখলেন, তারপরই ছুটে গেলেন মদ আনতে। চাখবার জন্য এক পেয়ালা ঢেলে নিয়ে দেখলেন যে সেটা শুধু জল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পাথর তুলে নিয়ে জালাটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললেন।

ভিক্ষুরা সবাই হাসি লুকোতে মুখ ঢাকলেন আর চি-তিয়েন গালাগালি সুরু করলেন, তাঁদের একপাল ন্যাড়া গাধা বলে গাল দিলেন। কি সাহস, তাঁরা তাঁর সঙ্গে এই রকম চালাকি করেন।

চাং-লাও ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেন। ভিক্ষুরা বুঝিয়ে বললেন যে মদ চান বলে চি-তিয়েন গোলমাল করছেন।

চাং-লাও বললেন, "যদি মদই চায়, একটু কিনে আনুন না কেন ?"

চি-তিয়েন এটা শুনে বললেন, "এঁরা একটুও কিনতে চান না, উল্টে আমার সঙ্গে নোংরা চালাকি করেন। আমি কি অকারণে তাঁদের গাল দিয়েছি ?"

চাং-লাও বললেন, "এটা শুধু ঠাট্টা। ইচ্ছে হলে গালাগালি দাও কিন্তু মনে বিদ্বেষ রেখো না। আমি নিজেই তোমার জন্য কিছু মদ কিনে আনব।"

চি-তিয়েন বললেন, "এমন অভদ্রতার পর আপনি কি করে মদ কিনবেন ?"

চাং-লাও বললেন, "আমি তোমাদের আশ্রয়ে আছি, আমি ইচ্ছে করলে মদ কিনতে পারি।"

প্রত্যাশায় চি-তিয়েনের জিভে জল এল। মদটা এসে পেঁছোতে না পেঁছোতেই তিনি অনুমতির অপেক্ষা না করে, পর পর সাত-আট পেয়ালা খেয়ে ফেললেন। তারপর কিছুটা সুস্থ হয়ে বললেন, "এই টেকো ডাকাতগুলির বোকামি-ভরা ঠাট্টায় আমি এখন হাসতে পারি। এটা নিয়ে কবিতাও লিখতে পারি।"

চাং-লাও তুলি, কালি আর কাগজ চেয়ে পাঠালেন। তখন চি-তিয়েন লিখলেন,

"তেষ্টা মেটাতে মদ এক জালা
প্রত্যাশাতেই মুখে ঝরে লালা।
পশ্চিম হ্রদ-জল ঢালবে জালাতে
এমন করে না নেড়ী কুত্তাও খেলাতে।
চতুরতা-লোভে শূন্য অপূর্ণ যে রয়।
পাত্রের পূর্ণতা দিতে পারে সহৃদয়।"

BanglaBook.org

চাং-লাও খুসী হলেন। তিনি বললেন, "তুমি লঘু ও গম্ভীর দুই রকম কবিতাই লিখতে পারো। এরপরে যে জিনিস দরকার সেটা হল, অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়-ক্ষতি সারানোর জন্য জিনিসের তালিকা। সেটা লোকদের দেখবার জন্য কোন এক স্থানে টাঙ্গিয়ে দেয়া যেতে পারে। একাজের ভার নেবেন কিনা চি-তিয়েনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, বড় বড় করে ভাল হস্তাক্ষরে লিখতে হবে, যাতে লোকের চোখে পড়ে। এই যে বড় তুলি।" তারপর সেটা তাঁর সামনে নেড়ে বললেন, "এটা ব্যবহার কর।"

চি-তিয়েন রাজী হলেন। কিন্তু বললেন, "মদ ছাড়া লেখা ভাল হবে না।"

কাজেই চাং-লাও মদ চেয়ে পাঠালেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চতুর্দশ অধ্যায়

চি-তিয়েন সুরা পান করলেন তারপর তুলি তুলে নিয়ে লিখতে সুরু করলেন ঃ
"সবিনয়ে……

নিঃশব্দে আকাশ নীল থেকে ধূসর হয়ে যায়,
কিংবা স্বর্ণ ও মরকতদ্যুতি ঊর্ধ্বে ছড়িয়ে পড়ে।
বুদ্ধের অকল্পনীয় ক্ষেত্র থেকে,
সারাটি পৃথিবী পশ্চিমে শিখাদগ্ধ হয়ে মরে।
পুনর্জীবনের আশা না থাকলে
শুষ্ক হ্রদের মত, অক্ষিহীন কোটরের মত
হৃদয়ের মৃত্যু নেমে আসে…
কিন্তু স্বর্গের সাহায্য প্রার্থনা ক'রে,
সূর্যালোক যেমন তরুকে সৃষ্টি করে,
তেমনি স্তরে-স্তরে আমরা মন্দির-চূড়া গড়ে তুলব,
নয়-তলা উঁচু……
দ্বারে দ্বারে মানুষের কাছে ভিক্ষা চেয়ে,
সঞ্চয়ের জন্য উপহার ও স্বর্ণ,
যেমন তটিনী-ধারা বালুরাশি ক্রমে ক্রমে স্তূপীকৃত করে ;
তারপর ঢাক-ঢোল কাঁসর-ধ্বনিতে
মানুষের বিশ্বাসের প্রতীক মাথা তুলবে,
সোনালী মন্দির আকাশে
শত-শত বৎসরের জন্য

সসম্মান তালিকা।"

চাং-লাও আবেদনটা দেখে খুব খুসী হলেন এবং লোক লাগিয়ে উঁচু করে প্রধান তোরণে টাঙ্গিয়ে দিলেন যাতে পথিকরা দেখতে পায়। যারা দেখল তারাই প্রশংসা করল এবং আবেদনটার খ্যাতি শহর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। অবিলম্বে রৌপ্যমুদ্রা, চাল ও কাপড়ের উপহার রোজই আসতে লাগল। চাং-লাও বললেন, "এই ভাবে চললে বিহার পুনর্নির্মাণের জন্য যথেষ্ট উপকরণ অবিলম্বে এসে যাবে।"

চি-তিয়েন বললেন, "শুধু প্রধান-তোরণ নতুন করে নির্মাণ করার জন্যই যথেষ্ট এসেছে, বিহার নির্মাণ করতে এর হাজার গুণ বেশী লাগবে।"

চাং-লাও তখন উপহারগুলি ছড়িয়ে দিয়ে দেখলেন যে সত্যিসত্যি সেগুলি প্রচুর নয় ; তিনি বললেন, "ক্রমে ক্রমে এগুলি অনেক বাড়বে।"

চি-তিয়েন বললেন, "ছোট ছোট উপহার যদি বাড়ে, বড় বড় উপহার আরো তাড়াতাড়ি বাড়বে।"

BanglaBook.org

চাং-লাও বললেন, "এগুলি তো যথেষ্ট ভালই।" কিন্তু উপহারহীন আরো দুইদিন কেটে গেলে চি-তিয়েন বললেন, "লোকেরা বিজ্ঞাপনটা না পড়েই চলে যায়। এটা যদি চকচকে রঙের কাগজের ফালিতে লেখা হ'ত তো লোকের চোখে পড়ত।" কাজেই চকচকে কাগজের বাণ্ডিল এনে রং-চংএ কাগজের থান ঝুলিয়ে দেয়া হল।

এটা করার অল্পক্ষণ পরেই তোরণের ধূপ-প্রজ্জ্বালক দৌড়ে এসে বলল যে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে এসে চাং-লাও-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাঁর নাম লি থাই-ওয়েই। তাঁকে স্বাগত জানাতে চাং-লাও দ্রুত বাইরে গেলেন। তিনি নত হয়ে বললেন যে এতদূরে থেকে এত উচ্চ রাজকর্মচারীর বিহারে পদার্পণে তিনি যথেষ্ট সম্মানিত। তিনি তাঁকে ভিতরে এনে চা পানের নিমন্ত্রণ করলেন।

অতিথি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন, কিন্তু সবিনয়ে চা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি জানতে চাইলেন কতদিন ধরে বিজ্ঞাপনটা প্রধান তোরণে ঝুলছে। তাঁকে বলা হল, মাসের তৃতীয় তারিখ থেকে, অর্থাৎ সাত দিন হল ঐভাবে আছে।

থাই-ওয়েই বললেন, "গত রাত্রে সম্রাট স্বপ্ন দেখেছেন যে তিনি পশ্চিম হ্রদে গমন করেছেন এবং বিহারের বোধিদ্রুম আলোকোজ্জ্বল ও প্রধান তোরণে অগ্নি-অক্ষর দেখেছেন। এতে তিনি এতই বিচলিত হয়েছেন যে তিনি আমাকে কারণ অন্বেষণে পাঠিয়েছেন। এই রঙ্গীন বিজ্ঞাপনটি তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। আমি একটু রঙীন কাগজ নিয়ে যাব তাঁকে দেখানর জন্য।"

চাং-লাও কিছুটা কাগজ নামিয়ে আনিয়ে তাঁকে দিলেন। থাই-ওয়েই খুব আনন্দিত হয়ে অশ্বারোহণ করলেন ও দ্রুত রাজসভায় ফিরে গেলেন।

এতে চাং-লাও বুঝতে পারলেন যে চি-তিয়েন সাধারণ লোক নন। তিনি তাঁকে ধন্যবাদ দেবার জন্য খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু তাঁকে কোথাও পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পর থাই-ওয়েই আবার এলেন কয়েকজন লোক নিয়ে, সঙ্গে ৩০,০০০ সুতো মুদ্রা। তিনি বললেন যে সম্রাট রঙীন বিজ্ঞাপনটা স্বপ্নের মতই দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং এটি স্বর্গের ইঙ্গিত মনে করে তাঁকে অর্থসহ পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, "আপনি এটি স্বর্গের দান মনে করতে পারেন।" তারপর অশ্বারোহণ করে চলে গেলেন।

চাং-লাও অনেক মঙ্গলদীপ জ্বালালেন, উপবাস করলেন ও ধন্যবাদ দিলেন। বেদী তৈরী করার মত এখন প্রচুর টাকা। চাং-লাও ইঁট, টালি ইত্যাদি উপকরণ কেনার, এবং ছুতার ও চিত্রকর বিহারে আনার জন্য লোক পাঠালেন। নগরের অনেক ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তি স্বপ্নের কথা শুনে টাকা পাঠিয়ে দিলেন। একটা সমস্যা কিন্তু দেখা গেল, কাঠের অভাব। পাহাড়ের ন্যাড়া দিকটায় যেখানে বিহার, সে দিকটায় কোন বড় গাছ ছিল না; শুধু বহুদূরে বড় কাঠ পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু কি করে আনা যায়? তিনি চি-তিয়েনকে বললেন, "মিস্ত্রীরা বলছে সুজেচুয়ানের কাঠ তাদের লাগবে, কিন্তু সে জায়গা তো অনেক দূর। কি করে ব্যবস্থা হবে?"

চি-তিয়েন বললেন, "সুজেচুয়ান বহুদূর, কিন্তু তবু তো পৃথিবীতেই, আর এটা

BanglaBook.org

ভগবানের ইচ্ছা বলে, আমি সেখানে যাব ; কিন্তু এত দীর্ঘ যাত্রাপথের জন্য আমার অনেক মদ লাগবে।"

চাং-লাও জিজ্ঞাসা করলেন তিনি রসিকতা করছেন কি না, কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, "অন্যদের সঙ্গে আমি রসিকতা করতে পারি, কিন্তু চাং-লাওএর সঙ্গে নয়।"

কাজেই চাং-লাও সর্বোৎকৃষ্ট মদ আনতে আদেশ দিলেন। চি-তিয়েন প্রায় বিশ ত্রিশ পেয়ালা খেলেন। তাঁর দৃষ্টি শূন্য হয়ে এল, দেহ অবশ হ'ল যেন কাদার তৈরী। চাং-লাও কথা বললে, তিনি আর বুঝতে পারছিলেন না। তাই চাং-লাও একজন পরিচারককে ডেকে বললেন, "আজ চি-তিয়েন এত বেহুঁশ হয়েছেন যে জাগতিক কোন ব্যাপারে থাকতে পারবেন না। তাঁকে ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে ঘুমাতে দাও।" একজন চেষ্টা করল, কিন্তু সাহায্যের জন্য আরেক জনকে ডাকতে হ'ল। শেষপর্যন্ত তারা চারজন তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল, সেখানে পড়ে অনড় হয়ে সারাদিন ঘুমালেন। ভিক্ষুরা সবাই মনে করলেন, তিনি মাতাল অবস্থায় মারা যাবেন, কিন্তু তাঁর দেহ উষ্ণ এবং শ্বাস স্বাভাবিক রইল। দ্বার-রক্ষক গজ্‌গজ্‌ করে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "এই চি-তিয়েন উঠোনটা হেঁটে পার হতে পারেন না, কি করে তিনি সুজেচুয়ানে গিয়ে ফিরে আসবেন? এটা শুধু মদ পাবার ছুতো।"

কিন্তু চাং-লাও বললেন, "নিশ্চয়ই চি-তিয়েনের মনে কোন মতলব আছে। সে আমায় প্রবঞ্চনা করবে না। এই ঘুম শুধু অত্যধিক মদ্যের ফল ; সে অবিলম্বে জেগে উঠবে। তখন আপনারা বিচার করবেন।"

দ্বার-রক্ষী দেখলেন চাং-লাও অবুঝ। চি-তিয়েন আর একদিন ঘুমালেন। তারপর ধৈর্য হারিয়ে দ্বার-রক্ষী প্রথম ভিক্ষুকে বললেন, "চাং-লাও যাই বলুন, দুই দিন দুই রাত পার হয়ে গেল অথচ চি-তিয়েন ঘুমাচ্ছেন। তাঁকে তোলাও যাচ্ছে না, জাগানোও যাচ্ছে না।" তাঁরা চাং-লাওকে বললেন, "চি-তিয়েনের পেট নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে, তাঁকে ওষুধ দেবার জন্য বৈদ্য আনা প্রয়োজন।" কিন্তু চাং-লাও তবু অপেক্ষা করতে বললেন। "সময় হলে তিনি নিজেই উঠবেন।" দ্বার-রক্ষী ও প্রথম ভিক্ষু তখন অন্য ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, "চাং-লাও-এর মাথা এত খারাপ হয়েছে যে তিনি যুক্তি দেখতে পাচ্ছেন না। চি-তিয়েন ওঠা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে বলছেন। তারপর চি-তিয়েন সুজেচুয়ান যাবেন, কিন্তু ব্যাপারটা হাস্যকর।"

চি-তিয়েন তৃতীয় দিন পর্যন্ত ঘুমালেন, তারপর হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, "কাঠ আসছে। তাড়াতাড়ি মিস্ত্রীদের ডাকুন, তারা ভারা বাঁধার তোড়জোড় করুক।" কিন্তু ভিক্ষুরা, তিনি মাতলামি করছেন ভেবে, ওদিকে লক্ষ্য দিলেন না। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে, কেউ মনোযোগ দিচ্ছেন না দেখে, তিনি উঠে চাং-লাও-এর কাছে গেলেন। তিনি বললেন "এই ভিক্ষুরা এত আলসে যে কাউকে সাহায্য করেন না। মিস্ত্রীদের ডেকে কপিকল বাঁধার জন্য বলতে তাঁদের হুকুম দিতেই হবে।"

BanglaBook.org

চাং-লাও সন্দিগ্ধভাবে বললেন, "কোথায় সেই কাঠ—যার কথা তুমি বলছ ?"

চি-তিয়েন বললেন, "সুজেচুয়ানের পাহাড়ে।"

চাং-লাও বললেন, "কি করে সেগুলি সেখান থেকে এখানে আসবে ?"

চি-তিয়েন বললেন, "অধম জানে যে নদী ও হ্রদের পথ দীর্ঘ ও অযথা শক্তিক্ষয়কারী, কাজেই সেগুলি সমুদ্রপথে আসবে।"

চাং-লাও বললেন, "সমুদ্রপথে এলে সেগুলি সাও-ৎজু মেন হয়ে আসবে, কাজেই ছি'য়েন বাঁধের ধারে। তাহলে এখানে কপিকল বেঁধে কি হবে ?"

চি-তিয়েন বললেন, "কেন সেগুলি ছিয়েন বাঁধের ধার দিয়ে আসবে ? সেখান থেকে আনা অনেক পরিশ্রমের ব্যাপার, কিন্তু এই অধম হ্সিং হ্সিন কুয়োর কথা ভাবছে—সেটি তো মহাগৃহের সামনে। সেটি সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে, গুঁড়িগুলি তার নীচে আসবে।"

দ্বার-রক্ষী চাং-লাওকে এইসব উদ্ভট কথা শুনতে বারণ করলেন। তিনি বললেন, "চি-তিয়েন মদ খান, তারপর তিন দিন ঘুমান, তিনি এমন কি ঘরের বাইরেও যেতে পারেন না। তিনি কি করে কাঠের গুঁড়ি পাবেন। এখন একটা কপিকল তৈরী করতে গিয়ে মিছিমিছি পরিশ্রম করবেন।"

চাং-লাও চীৎকার করে উঠলেন, "বাক্য-বাগীশ, যান, কাজ সুরু করুন।"

দ্বার-রক্ষী প্রত্যুত্তর দিতে সাহস না করে মিস্ত্রীদের হ্সিং-হ্সিন কুয়োর কাছে ডেকে তাদের কাঠ তোলবার জন্য দড়াদড়ি, আংটা ইত্যাদি দিয়ে কপিকল তৈরী করাতে সুরু করে দিলেন। শিগ্‌গিরই এটা শেষ হয়ে গেল, এবং কুয়োর কাছে দাঁড়িয়ে তাঁরা ভিতরে তাকালেন, কিন্তু সেখানে শুধু জল। তাঁরা সবাই হেসে বলল, "চি-তিয়েন জানি পাগল, কিন্তু চাং-লাও-এরও পাগলামি সুরু হয়েছে।"

দ্বার-রক্ষী চাং-লাওকে বলতে এলেন যে কপিকল তৈরী শেষ হয়েছে কিন্তু কুয়োতে শুধুই জল। চাং-লাও চি-তিয়েনকে জিজ্ঞেস করলেন, কখন তিনি আশা করেন কাঠের গুঁড়িগুলি আসবে। চি-তিয়েন বললেন, "তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে কিন্তু চাং-লাও যদি আরো তাড়াতাড়ি চান তবে আমাকে এক ভাঁড় মদ কিনে দিলে, কালকেই গুঁড়িগুলি পাবেন।" কাজেই চাং-লাও মদ আনতে লোক পাঠালেন। ভাঁড় এলে চি-তিয়েন অনুরোধের জন্য অপেক্ষা না করেই পান করে ভাঁড়টা একেবারে খালি করে ফেললেন, তারপর আবার মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। চাং-লাও আগে দেখে অভ্যস্ত হওয়ায় সহ্য করতে পারলেন, কিন্তু ভিক্ষুরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গুঞ্জন করতে লাগলেন, "এটা কোন হাসির ব্যাপার নয়, কালই সেটা বোঝা যাবে।"

চি-তিয়েন সকাল-সকাল জাগলেন এবং সকলকে জাগিয়ে জোরে জোরে বললেন, "বড় গুঁড়িগুলি এসে গেছে। মিস্ত্রীদের ডেকে গুঁড়িগুলি তুলুন।" কিন্তু তাঁরা সেটা প্রলাপোক্তি মনে করে কোন গুরুত্ব দিলেন না। চি-তিয়েন প্রাঙ্গণে চাং-লাও-এর কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে গুঁড়িগুলি এসে গেছে জানিয়ে একটি প্রার্থনা উচ্চারণ করতে বললেন।

BanglaBook.org

চাং-লাও অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর পোষাক প'রে অস্থায়ী গৃহে গেলেন এবং সকল কর্মীর সঙ্গে বুদ্ধের সামনে প্রার্থনা করলেন। তারপর দ্বার-রক্ষীকে ডেকে মিস্ত্রীদের কুয়োর কাছে আনতে বললেন। দ্বার-রক্ষীর কাছে এটা আরেকটি হাসির ব্যাপার মাত্র, কিন্তু চাং-লাও যেহেতু আদেশ করেছেন, তিনি আদেশমত কাজ করলেন। তারপর চাং-লাও কুয়োর কাছে গিয়ে ভিতরের দিকে তাকালেন। চাং-লাও কৃতজ্ঞ-চিত্তে কুয়োর পাশে কম্বল বিছিয়ে, নতজানু হয়ে চারটে প্রার্থনা পাঠ করলেন। তিনি চি-তিয়েনকে বললেন, "বৎস চি, তুমি যে কাজ সম্পন্ন করেছ তা সত্যই অতি কঠিন।"

চি-তিয়েন বললেন "পিতঃ, এই টেকো-মাথা ডাকাতকে কাঠের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখার চেয়ে কাজটা কঠিন নয়। এঁকে আদেশ করুন মিস্ত্রীদের জোগাড় করে তোলা সুরু করতে। তারা সবাই কিছু করতে বড়ই অনিচ্ছুক।" কাজেই চাং-লাও দ্বার-রক্ষীকে ডেকে বললেন, "কাঠ এসেছে, আপনি কিছুই করছেন না কেন ?"

ধীরে ধীরে দ্বার-রক্ষী কুয়োর কাছে গিয়ে নীচের দিকে তাকালেন, সত্য সত্যই সেখানে একটুকরো কাঠ জলের উপরে জেগে আছে। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে মনে মনে বললেন, "এই চি-তিয়েনের ভূত নিশ্চয়ই হাঁটবে।" তারপর তিনি লোকজনদের কপি-কলটা তৈরী করে, দড়ি নামিয়ে আংটাগুলি কাঠে আটকিয়ে চাকা ঘোরাতে সুরু করে সেটা উঠাতে বললেন। ধীরে ধীরে তিন-চার হাত গোল, আর পঞ্চাশ-ষাট হাত লম্বা একটা কাঠের গুঁড়ি তোলা হল।

চাং-লাও, কতকগুলি গুঁড়ি সেখানে আছে জানতে চাইলে চি-তিয়েন বললেন, "জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। মিস্ত্রীদের বলুন কতখানি দরকার হিসেব করতে এবং তারা সেই পরিমাণ কাঠ পেলে টানা থামাতে। পরিশ্রম নষ্ট করার দরকার নেই।" কাজেই তারা থাম, কড়ি-বরগা, ছাদ ইত্যাদির জন্য ষাট-সত্তর কি গুঁড়ি হিসাব করে যখন তাঁরা সেগুলি তুলে যথেষ্ট হয়েছে বলল কুয়োতে আর কাঠ পড়ে থাকল না। অগ্নি-কাণ্ডের আগের মত করে ছিং-ৎস্যু বিহার তৈরী করতে যত কাঠ ভিক্ষুদের দরকার, তাঁরা তা পেয়ে গেলেন এবং মহা আনন্দোৎসব সুরু হল।

চি-তিয়েন এই সময় বিদ্যুৎ-শিখর প্যাগোডায় গিয়েছিলেন, সেখানে মেঘের মধ্যে ছাং চাং-লাও-এর সঙ্গে বসে মদ খেতে। এমন সময় হঠাৎ দেখেন বিহার থেকে জ্বালানী-ওয়ালা তাঁদের দিকে দৌড়ে আসছে। সে বলল চাং-লাও তাকে পাঠিয়েছেন চি-তিয়েনকে ফেরার কথা বলতে। কাজেই চি-তিয়েন ছাং চাং-লাও-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত বিহারে ফিরে গেলেন। তিনি বললেন, "জ্বালানীওয়ালা আমাকে আসতে বলেছে, কিন্তু কেন, তা বলেনি।"

চাং-লাও বললেন, "বিহার পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে আমার একটু দুশ্চিন্তা আছে, তোমার সঙ্গে আলোচনা দরকার, তাই একটু মদ এনেছি। তাহলেও কিছু যদি আগেই খেয়ে থাক, তুমি এখন আর না চাইতেও পার।"

BanglaBook.org

চি-তিয়েন হাসলেন বললেন, "কনফুসিয়াসের একটি উক্তি আছে, 'খাও কিন্তু জিজ্ঞেস কোরো না কিমা-টা মোটা না মিহি, এর সঙ্গে আমি জুড়ব, 'পান কর, কিন্তু পেয়ালা গুণো না বা মদে ভয় পেও না।' যখন এখানে আমি এসেছি, মদ খাব না কেন ?"

কাজেই চাং-লাও ভৃত্যকে মদ আনতে বললেন। তিনি বললেন, "ভিক্ষুরা বিব্রত যে বারান্দার দেয়ালগুলো চিত্রিত নয়। তুমি কি আর কোন উপকারকের কথা ভাবতে পার যিনি চিত্রণের ব্যয় বহন করবেন ?"

চি-তিয়েন বললেন, "দাতাদের তালিকাটা আনলে আমরা দেখতে পারি, কে এখনো দান করেন নি।"

দ্বার-রক্ষী তালিকা আনলে দেখলেন যে একজনই আছেন যিনি কিছুই দেন নি। তিনি নবনিযুক্ত রাজকর্মচারী, নাম, বিচারক ওয়াং। চি-তিয়েন বললেন, "আমি তাঁর কাছে গিয়ে ৩১০০ সূতা মুদ্রা, চিত্রণের জন্য তাঁর দান হিসেবে দাবী করতে পারি।"

কিন্তু চাং-লাও ভ্রূকুটি করে মাথা নাড়লেন ; বললেন, "এই ব্যক্তির কাছে আমরা চাইতে পারি না। চাইলে তিনি অনিচ্ছুক হতে পারেন এবং এতে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।"

চি-তিয়েন জিজ্ঞেস করলেন, "সেটা কি করে হবে ?" চাং-লাও বললেন, "তুমি জান না, আমি শুনেছি এই লোকটি একসময় খুব গরীব ছিল এবং বিহারে এসেছিল ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা করতে। তার দারিদ্র্য সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিল এবং যদিও ভিক্ষুরা তাকে কোনভাবেই দুঃখ না দিতে সচেষ্ট থাকতেন, টাকার উল্লেখ-মাত্রই সে কাছিমের মত মাথাটা গুটিয়ে নিত নয়ত রাগে হাঁসের মত এগিয়ে দিত। তার কাছে চেয়ে কিছুমাত্র মঙ্গল হবে না।"

কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, "তিনি রাগুন আর নাই রাগুন তাতে আসে যায় না, আমি তবু তাঁকে দেখতে চাই।" কাজেই তাঁর বোতল নিয়ে ভিক্ষুদের সমস্ত আপত্তি সত্ত্বেও তিনি বিচারকের প্রাসাদের দিকে রওনা দিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি সেতুর উপর দাঁড়িয়ে ইসারা করে ভেতরে যেতে চাইলেন। বিচারক সভায় বসে তাঁকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, "আমি জেলার বিচারক, এই তুচ্ছ পুরোহিতটার কি সাহস, অনধিকার প্রবেশ করতে চায় !" তারপর সিপাহীদের বললেন তাঁকে গ্রেফ্তার করতে। তিন-চারজন সিপাহী তখনি সেতুর উপর গিয়ে চি-তিয়েনকে দেখতে পেয়ে বিচারকের সামনে নিয়ে এসে নতজানু হতে বাধ্য করল। বিচারক গালি দিয়ে টেবিল চাপড়ালেন। "এই নেড়া গাধা, কি সাহস যে আমার সেতুর উপর দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার দিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছিস্ ?"

চি-তিয়েন বললেন, "এই অধম পুরোহিত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু ভয় পেয়েছিল, কেউই তাকে ভিতরে যেতে দেবে না।"

বিচারক বললেন, "আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হওয়ার কারণ কি আর দাঁড়িয়ে ইসারা করার চেয়ে কথা বলতে পারলি না কেন ?"

BanglaBook.org

চি-তিয়েন বললেন, "এই অধম পুরোহিত আপনাকে বিরক্ত করার সাহস করেনি, কেননা, প্রবাদ, 'মহতের সঙ্গে যদি কথা বলতে চাও, দূরে থেকে বল'।"

বিচারক বললেন, "যা বলার আছে, এখন বল্। ভাল হলে শাস্তি এড়াবি, মন্দ হলে দ্বিগুণ শাস্তি পাবি।"

উপস্থিত ব্যক্তিরা চি-তিয়েনের জন্য দুঃখিত হলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি নত হলেন এবং বিচারকের দিকে ফিরে বললেন:

"স্বর্গের ফুল ঝরে শোনা যায় না,
মাথা তুলে কেউ কেউ দেখে যে আলোক।
ভিক্ষার খোঁজে গিয়েছ কি বহুদূরে?
ততদূর গেছি যেখানে মানুষ
কুমীর-মাথায় পরে চখার মুকুট।"

বিচারক ওয়াং হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না; তাঁকে তাঁর বিহারের ছাত্রাবস্থায় দরিদ্র দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ বিহার থেকে এসেছেন আর আপনার নাম কি?"

চি-তিয়েন নাম বললেন। তিনি বললেন "নিশ্চয়ই আপনিই ছিং-ৎঝুতে বিজ্ঞাপনটা লিখেছিলেন এবং সেই বিষয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" তিনি তাঁকে তখন অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নিয়ে গেলেন এবং মদ-আনতে বললেন।

চি-তিয়েন বললেন যে দেয়ালগুলি চিত্রিত করা দরকার। বিচারক বললেন, "আমার বেশী দিন চাকরি হয় নি বলে আমার কাছে বেশী টাকা নেই। কিন্তু আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হব।"

তখন দেরী হয়ে গেছে বলে চি-তিয়েন তাঁর বাড়িতে রাত্রির মত থেকে গেলেন। পরদিন কাগজের টাকায় ৩০০০ সূতো মুদ্রা-বহনকারী একজন সংবাদ-বাহককে সঙ্গে নিয়ে, চি-তিয়েন বিচারককে বিদায় জানিয়ে বিহারের দিকে রওনা দিলেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বিচারক ওয়াং ৩০০০ সুতো মুদ্রা সহ একজন সংবাদ-বাহককে চি-তিয়েনের সঙ্গে বিহারে যাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। চাং-লাও এবং সমস্ত ভিক্ষু আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, এই উদার রাজকর্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতে তাঁরা সংবাদ-বাহককে সসম্মানে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই একটা ভোজ দেবেন।

তারপর তাঁরা দেয়ালে রং দিতে সুরু করলেন। সেটা শেষ হলে চাং-লাও চি-তিয়েনকে বললেন, "তিনটি বুদ্ধ-মূর্তি ছাড়া সবই শেষ হয়েছে। মূর্তিগুলো গায়ের সোনালী রং হারিয়ে ফেলেছে এবং ছাই-এ ঢেকে গেছে। আমি কোন উপায়ই জানি না যাতে ছাইটা সোনা করা যায়।"

চি-তিয়েন বললেন, "ব্যাপারটা সোজা। উপহার সামগ্রীর যা বাকী আছে, বিক্রী করে আমার জন্য মদ কিনুন, আমি মূর্তিগুলিতে সোনালী রং করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।" কাজেই চাং-লাও ভাণ্ডাগারিককে বাকীগুলি বিক্রী করে মদ কিনতে বললেন। চি-তিয়েন বললেন, "আমি মদে চুর হব আর মূর্তিগুলো পুরু করে সোনায় রং করা হবে। চি-তিয়েন মদ খেয়ে ঘুমাতে গেলেন এবং পরের দিন রং করার বদলে আগে মদ চেয়ে পাঠালেন। চাং-লাও হুকুম দিয়েছেন বলে ভিক্ষুরা তাঁকে আরো মদ এনে দিলেন আর এই ভাবে কয়েকদিন চলল, চি-তিয়েন রং করার আগে আরো মদ চাইতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা ক্লান্ত হয়ে তাঁকে আর মদ এনে দিলেন না। চি-তিয়েন চেঁচিয়ে গালাগালি দিলেন, দ্বার-রক্ষী এসে তাঁকে বললেন, "মদের বদলে আপনি রং করতে চেয়েছিলেন। এখন আপনাকে রং লাগাতেই হবে—কিন্তু এক আঁচড় সোনাও আপনি লাগান নি। কাজেই আপনার সুরাপানে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি যদি একটুখানি কাজও সুরু করেন, তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন।"

চি-তিয়েন বললেন, "আপনি যা বললেন, যথার্থ। আমাকে দুই ভাঁড় মদ কেনার জন্য কয়েকটুকরো রুপো দিন আমি বুদ্ধদের রং করে দেব।"

দ্বার-রক্ষী উপায়ান্তর না দেখে, গন্ধধূপ-রক্ষককে দুই ভাঁড় মদ কিনে আনতে বললেন। চি-তিয়েন পুরোটা খেলেন কিন্তু মাতাল হলেন না, আরো চেয়ে বসলেন। এই ভাবে তিন ভাঁড় শেষ হলে দ্বার-রক্ষী তাড়াতাড়ি রং করা সুরু না করলে আর টাকা আগাম দিতে অস্বীকার করলেন।

চি-তিয়েন বললেন, "তিনটি বড় বুদ্ধমূর্তি সোনায় রং করতে অনেক সোনা লাগবে। রং করা আরম্ভ করতে গিয়ে আমার মাতলামি কেটে গেলে রুপো উঠে আসবে, এবং সমস্তই পণ্ড হবে। আর যদি মাতাল থাকি, তবে আমি একটা নয়, একশ বুদ্ধ-মূর্তি রং করতে পারি।"

দ্বার-রক্ষী ভাবলেন, তিনি বোল-চাল দিয়ে আমাকে ঠকিয়ে আরও মদ আনাচ্ছেন।" তিনি পরিষ্কার ভাবে অস্বীকার করলেন। তাছাড়া তিনি বললেন, "যদি আপনি

BanglaBook.org

চোখে পড়ার মত সুরু না করেন, অন্য লোকে কাজটা করবে এবং ফলে বুদ্ধমূর্তিগুলি নষ্ট হবে।"

চি-তিয়েন বললেন, "তাহলে আজ রাতে আমি বৃহৎ-গৃহে ঘুমাই; তবেতো মূর্তিগুলির কিছু হবে না।"

দ্বার-রক্ষী ভাবলেন, এটা আরেক চালাকি। বললেন, "গৃহে ঘুমাবেন কি করে?" চি-তিয়েন বললেন, "বুদ্ধরা ওখানে রয়েছেন, আমি তাঁদের পাহারা দেব।" কাজেই দ্বার-রক্ষী গন্ধধূপ-রক্ষককে বললেন চি-তিয়েনের বিছানা গৃহে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে। চি-তিয়েন তখন গন্ধধূপ-রক্ষক বেদীর সমস্ত মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বিছানা তার সামনে রাখতে বললেন। দ্বার-রক্ষীকে বললেন দরজাগুলি বন্ধ করে ভাল করে আটকে দিতে। "কেউ যদি একটুও উঁকি দেয়, আমি রং করব না, বেদীর উপর বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়ব।"

দ্বার-রক্ষী তাঁকে নিবৃত্ত করা বৃথা দেখে, দরজাগুলি বন্ধ করে ভালমত এঁটে সমস্ত ফুটোতে কাগজ সযত্নে গুঁজে দিলেন যাতে কেউ তার ভিতর দিয়ে না দেখতে পায়। অন্ধকার হয়ে এলে ভিক্ষুরা অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বৃহৎ-গৃহের দরজার বাইরে জড়ো হলেন, কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা শুনতে, কিন্তু কোন কিছু শোনা গেল না। একজন ভিক্ষু বললেন, "তিনি নিশ্চয়ই গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছেন। এই ভাবে তিনি কি করে রং লাগাবেন, এবং যদি তিনি ঘুমাতে চান, সব মোমবাতি জ্বালাবেন কেন! সবকিছুই আসছে তাঁর উদ্ভট কথাবার্তায় চাং-লাও-এর দেওয়া থেকে।"

ভোর তিনটির দিকে বৃহৎ-গৃহ থেকে একটা জোর আওয়াজ শোনা গেল। দ্বার-রক্ষী এটা শুনে বললেন, "কি অমঙ্গল! আমি তাঁকে খুব বেশী মদ খেতে নিষেধ করেছিলাম, যাতে বেদীর উপর তিনি এভাবে বমি না করেন। কি নারকীয় কাণ্ডকারখানা, আর রং লাগানোর কি অদ্ভুত উপায়। যা বলি, তিনি তো কখনই শোনেন না।"

কয়েক মিনিট পর আবার বমির শব্দ এল। ভিক্ষুরা চেঁচিয়ে উঠলেন, "থামান! থামান! এভাবে কি রং করা হবে? তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ওঁকে বের করে আনুন।"

দ্বার-রক্ষী বললেন, "এই সমস্ত ঢেকুর ও বমির শব্দ আমাদের দিয়ে দরজা খোলানর একটা কৌশল হতে পারে; তাহলে সে বলতে পারবে, এই তার কোন কাজ না করার কারণ।" কাজেই তাঁরা একটু অপেক্ষা করলেন আর তারপরেই ঢেকুর ও বমির একটা ভীষণ শব্দ আবার শোনা গেল। সেটা আর সহ্য করা যাচ্ছিল না, কাজেই তাঁরা দরজা ভেঙ্গে খুললেন। তাঁরা দেখলেন যে তিনটে বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি সোনায় চকচক করে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে আর সেই চি-তিয়েন একটিকে জড়িয়ে তার উপর বমি করছেন। বেদী ও মেঝেতে আরো বমি পড়ে আছে। চি-তিয়েন তাঁদের কাছে এসে গজ্ গজ্ করতে লাগলেন, "আমি দ্বার-রক্ষীকে বলেছিলাম আরো বেশী মদ আনতে কিন্তু আপনারা এত নীচ যে সেটা আনলেন না বা একটু দেরী করলেন না, উঠে দরজা খুলে

ঢুকলেন। এখন কাজটা নষ্ট হয়ে গেল। একটি বুদ্ধের হাতখানেক মত এখনো রং করা হয় নি, আর এটিকে শেষ করার জন্য পেট থেকে আর বমি বের করতে পারি না। চাং-লাও আমাকে দোষ দেবেন।"

দ্বাররক্ষী দুঃখিত মনে চাং-লাওকে বলতে গেলেন যে বুদ্ধগুলি রং করা হয়ে গেছে আর চাং-লাও তাড়াতাড়ি তাঁর বহির্বাস পরে মহা-গৃহে ছুটে এলেন। সব ভিক্ষুকে ডাকতে ঘণ্টা বাজান হল। প্রথমে সোনালী বুদ্ধদের দেখে চাং-লাও আনন্দে আত্মহারা হলেন কিন্তু তারপরই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অসমাপ্তটিকে তখন তিনি দেখেছেন। ভিক্ষুরা বুঝিয়ে বললেন যে যথেষ্ট মদ আনা হয় নি, তাছাড়া দরজাও আগেভাগেই খুলে ফেলা হয়েছে।

চাং-লাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন, বাড়তি সোনার রং-এর জন্য দ্বার-রক্ষীকে নিজের টাকা থেকে দাম দিতে হবে। কিন্তু যে রং কিনে এনে লাগান হ'ল, সেটা বাকি রং-এর চেয়ে অনুজ্জ্বল দেখা গেল। সবার সৌন্দর্য নষ্ট করার চেয়ে, সে রং আবার তুলে ফেলা হল। এই ভাবে এক বুদ্ধ অচিত্রিত থাকলেন।

"সব মানুষের ভিতরে সোনার ছোঁয়া,
তবু সবখানে নয়,
অসংলগ্ন শব্দেও প্রার্থনা,
উপহাস তাকে করে না তো সহৃদয়।"

একদিন চি তিয়েন চিউ-লি-সুং এ গেলেন। সেখানে লাল-সেতুর পাশে তিন-কোঠার একটি বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। তিনি সেটি দেখবার জন্য সেতুর উপর একটু থেমেছিলেন। একজন মিস্ত্রী তাঁকে ডেকে বলল, "আমাদের বৌদ্ধশাস্ত্রের আশীর্বাদ দিন।"

চি-তিয়েন বললেন, "বৌদ্ধ-শাস্ত্র অজস্র, সেগুলি ভাল করে বলতে গেলে মদ দরকার।"

সর্দার মিস্ত্রী মদ আনাল, আর চি-তিয়েন তের-চৌদ্দ পেয়ালা খেয়ে নিজেকে একটু-মৌজ করে নিয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হাত তুললেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন,

"যেই সেতু দিয়ে সহস্র লোক, সমাধি-ক্ষেত্রে গেছে,
স্বামীর পূর্বে স্ত্রী যে মারা যাবে, পুত্র নয়তো শেষে।"

এই কথা বলে তিনি উঠে পড়লেন এবং সর্দারকে মদের জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে চলে গেলেন। সর্দার রেগে গেল। বলল, "এই হতচ্ছাড়া ভবঘুরেটা একটা শুভ-মন্ত্র পড়ার জন্যে মদ নিল, কিন্তু তার বদলে এমন একটা অন্ত্যেষ্টি সঙ্গীত গাইল যাতে অমঙ্গল হয়।"

মিস্ত্রীদের মধ্যে একজন বুড়ো লোক ছিল। সে বলল, "মন্ত্রটা অমঙ্গলের নয়। তাঁকে দোষ দিও না।" সর্দার চটে গিয়ে তাকে গালি-গালাজ করতে লাগল।

"মরার আর লোকসানের কথা কি কখনো পয়মন্ত হয়?" সে জিজ্ঞেস করল।

বুড়ো মিস্ত্রী বলল, "এই তিন কুঠরি বাড়ির কথা একটু ভাব। এক হাজার লোক মরার আগে, একশ বছরেরও বেশী পার হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি স্বামীর আগে মারা যায়, সেই বাড়িতে বিধবা থাকবে না আর ছেলেও বাড়ির শেষ পুরুষ হবে না। সন্তান-সন্ততি থেকেই যাবে। একটা মঙ্গলময় শাস্ত্রবচন। তুমি ওঁকে ডেকে ধন্যবাদ জানাও।"

কিন্তু যখন তারা ডাকতে গেল, তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি সোনার বড়া দোকানে গেছেন। মালিক চি-তিয়েনকে দেখে তাঁকে ভিতরে আসতে বলল এবং চা দিল। চা-খেয়ে চি-তিয়েন সেই দোকানের জন্য একটা বিজ্ঞাপন লেখা কেবল শেষ করেছেন, এমন সময় একটি মরণাপন্ন লোক, মুখ পুড়ে হলদে, দরজা পর্যন্ত ধুঁকতে ধুঁকতে এসে পড়ে গেল। তখন তাঁরা তাঁকে পরীক্ষা করলেন, তার শেষ নিশ্বাস দেহ ছেড়ে চলে গেছে, আর সে মারা গেছে। দোকানদার হাত কচলে বলল, "একে নিয়ে কি করব?" চি-তিয়েন তাকে ব্যস্ত হতে নিষেধ করলেন। "তাকে কোথায় যেতে হবে বলে দেব," তারপর মৃতদেহের দিকে ফিরে বললেন,

"ওহে গতপ্রাণ, যেখান থেকেই আসো,
যা কিছু অমঙ্গল থেকে দূরে যাও,
লক্ষ্যের পথ দেখাব তোমায় আমি,
যেখানে শান্তি অপেক্ষমাণ পাও।"

এই কথা বলামাত্রই মৃতদেহটা উঠে দাঁড়াল এবং যেন প্রাণবন্ত হয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়োতে সুরু করল। সেখানে পৌঁছে সে প'ড়ে মরে গেল। দোকানদার এতক্ষণ মাটিতে টান-টান হয়ে পড়ে প্রার্থনা করছিল, সে চারদিকে তাকাতে লাগল, চি-তিয়েনকে ধন্যবাদ দেবে বলে, কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখা গেল না।

চি-তিয়েন ফাং-কুং সরোবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন একদল লোক শামুক খাচ্ছে। তারা খোলা ভেঙ্গে একটা কাঁটা দিয়ে মাংসটা তুলে নিচ্ছে। এই দেখে চি-তিয়েন 'অমিত'-এর স্মরণ করলেন। তিনি বললেন, "সব প্রাণই পবিত্র। এই দীন পুরোহিত শামুকগুলোকে তাদের জীবন ফিরিয়ে দেবে।"

তারা সবাই হাসল। বলল, "দাদা ঠাট্টা করছেন। খোলা-ভাঙ্গা শামুক কি করে বেঁচে উঠবে?"

চি-তিয়েন একমুঠি খোলাভাঙ্গা শামুক নিয়ে পুকুরে ছুঁড়ে দিলেন এবং আবৃত্তি করলেন,

"শামুক-ছানা। শামুক-ছানা!
ছোট্ট, হলেও তোদের জানা
জীবন কেমন এই ধরাতে।
বাঁচতে শরণ নে বুদ্ধের।
নয়ত কথা, মানুষ দেখে

মারা যাবি হাঁড়ির ভিতর।
ভেঙ্গে ফেললেও খোলা তোদের
পুকুর জলে সুস্থ ফের।
আই !
এবার তবে জলে যা,
মাছের মত সাঁতরা।"

বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন।

লোকগুলি সবাই এসে তাকাল, আর দেখল যে সবগুলি শামুকই চারদিকে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। কি করে এটা হল, জিজ্ঞেস করার জন্য তারা চি-তিয়েনকে খুঁজল, কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না—শুধু জলের ধারে ভাঙ্গা খোলার স্তূপ তিনি কোথায় ছিলেন, তাই দেখাচ্ছিল।

"কোন জীবনই তো নয়তো চিরস্থায়ী,
জয়ধ্বনি দাও বুদ্ধের মার্গের,
প্রতিদিনান্ত হলেও রাত্রিকালে,
রাত্রির শেষ মহালোকে প্রভাতের।"

একদিন যখন চি-তিয়েন মদ খুঁজতে বিহারের বাইরে যেতে চেয়েছিলেন, শেন ওয়েন তাঁকে বললেন, "দাদা, টাকা জমিয়ে মদের পিছনে ছোটাছুটি বন্ধ করুন না কেন ?"
চি-তিয়েন বললেন, "আজ আমি ছোটাছুটি করব না। আজ একটা ঋণ শোধ করব।"
এই বলে রওনা দিয়ে তিনি চাং-ম'শায়ের বাড়িতে এলেন। চাং-ম'শায় বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভিতরে এসে বসতে বললেন। চাং-গৃহিণী বললেন, "প্রভু গতবছর সপ্তম মাসে আমার স্বামী আমাশায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আপনি কখনই আমাদের দেখতে আসেন নি।"
চি-তিয়েন বললেন, "বিশেষ করে অতীতের জন্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করি।"
শ্রীমতী চাং তখন তাঁকে মদ এনে দিলেন। চি-তিয়েন বললেন, "আমি ঘন-ঘন এসে আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না ; আমার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। আপনি গৃহকর্তাকে দশাক্ষর সরণীতে, পূবের ফুলবাগানে অবশ্যই দেখা করতে বলবেন। আমি সেখানে তাঁর অপেক্ষায় থাকব।"
শ্রীমতী চাং বললেন, "আপনি কি টাকা চাইতে ইচ্ছা করেন ?"
চি-তিয়েন বললেন, "না ; তাঁকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলতে ভুলবেন না।"
তারপর তিনি বিহারে ফিরে গেলেন।
চাং-ম'শায় ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী, চি-তিয়েন যা যা বলেছেন, সব বললেন, কিন্তু চাং-ম'শায় শুধু হাসলেন। "মিছামিছি তিনি আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে চান। তাঁর কথা শুধু মাতালের প্রলাপোক্তি।"
তাঁর স্ত্রী বললেন, "তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে বলেছেন, আর তা ছাড়া তিনি মাতালই ছিলেন না।"

চাং-মশায় বললেন, "বেশ, পুবের ফুলবাগান বেশী দূরে নয়। গিয়ে দেখতেও পারি তিনি কি চান।"

তাই, পরদিন অপেক্ষা করতে বাগানে গেলেন, কিন্তু চি-তিয়েনের কোন চিহ্ন নেই। সারা সকাল অপেক্ষা করে তাঁর খিদে পেল। তিনি মনে মনে বললেন, "তাঁর মাতলামির কথা শুনে আমার স্ত্রী ভুলেছে, কিন্তু আমি মাতাল নই, বোকাও নই। আমি খেতে যাই।" তাই তিনি একটা খাবারের দোকানে গিয়ে একপাত্র চাউ-মিয়েন দিতে বললেন। পরে পেটে একটা ব্যথা অনুভব করে তিনি একটা শৌচাগার খুঁজলেন। তারপর স্বস্তিলাভ করে উপরে তাকিয়ে দেখলেন, দেয়ালে লেখা আছে,

"দুঃখ আনবে আজ পূর্বের পাপ
আজকের পাপে কাল হবে অনুতাপ।"

শৌচাগারে থাকতে থাকতেই তিনি আরো কিছু দেখলেন…।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ষোড়শ অধ্যায়

চাং-ম'শায় শৌচাগারের দেয়ালে কিছু লেখা দেখলেন আর সেই সঙ্গে একটা থামের সঙ্গে নীচু করে ঝোলান ছোট থলি। টিপে দেখলেন ভিতরে শক্ত কিছু আছে। কাজেই তাড়াতাড়ি খুলে সেটা কোমরে গুঁজে নিয়ে বাড়ি এলেন। সেখানে খুলে দেখলেন, সেটা রুপোর বাট, জুতোর আকারে ঢালাই। খুব খুসী হয়ে তিনি ঘুমাতে গেলেন। পরদিন প্রাতরাশের সময় চি-তিয়েন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন, "এটা কিরকম যে আপনি প্রাতরাশ গ্রহণ করছেন, নাকি এটা নৈশ-ভোজন ?"

চাং-ম'শায় বললেন, "আপনি কথা বলার জন্য চমৎকার লোক। আমাকে পুব ফুল-বাগানে আপনার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। আমি অর্ধেক দিন অপেক্ষা করেছি আপনার ছায়া দেখতে পাই নি। শেষে এত খিদে পেল যে চাউ-মিয়েন কিনে খেতে হল।"

চি-তিয়েন হেসে বললেন, "আমি আসিনি বলে আপনি নিজের খাবার কিনে খেয়েছিলেন। আপনি কি আশা করেন যে আপনার খাবার আমি কিনে দেব ?"

চাং-ম'শায় বললেন, "এটা কি ধরনের হিসাব ? আপনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন বলে, আপনারই খাবারটা কেনা উচিত ছিল।"

চি-তিয়েন বললেন, "থলির জিনিসটা আমার নয়, এবং নিশ্চয়ই আপনারও নয়।"

চাং আর তাঁর স্ত্রীকে হাসতে হল। তাঁরা দেখলেন যে চি-তিয়েনকে আর ছলনা করা যাচ্ছে না, বললেন, "আমরা কিছু কুড়িয়ে পেয়েছি বলে আপনি এখন আশা করছেন যে আমরা আপনাকে নিমন্ত্রণ করব ?"

চি-তিয়েন বললেন, "গতকাল আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আগামীকাল, আপনার পালা আমাকে আবার নিমন্ত্রণ করার।"

চাং-ম'শায় বললেন, "আমি নিমন্ত্রণ করলে আপনি তো আসবেন না।"

চি-তিয়েন বললেন, "কাল আপনার জন্য অপেক্ষা করব।" বলে বিদায় নিলেন। পরদিন চাং-ম'শায় সকাল-সকাল বাগানে গিয়ে দেখেন চি-তিয়েন আগে থেকেই অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন, "আপনাকে নিমন্ত্রণ করলে আসেন না, নিমন্ত্রণ না করলে আসেন।" একথায় দুজনেই হেসে উঠলেন। চি-তিয়েন তাঁকে পানশালায় নিয়ে গেলেন. সেখানে তাঁরা বসে মদ গরম করতে এবং খাবার তৈরী করতে বললেন। অর্ধেক দিন ধরে তাঁরা বসে গলপগুজব আর মদ্যপান করতে লাগলেন। তারপর চি-তিয়েন বললেন, "চলুন এখন যাই। একটা জিনিস আমি আপনাকে দেখাতে চাই।"

চাং-ম'শায় তখন দাম চুকিয়ে দিলেন, আর দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুদূর হেঁটে তাঁরা সেই শৌচাগারটা দেখতে পেলেন। সেটা ঘিরে একদল উত্তেজিত জনতা। কাছে গিয়ে দেখলেন খুঁটিতে একটা লোককে গলায় দাঁড় দিয়ে ঝোলান আর সেই খুঁটিতে রুপোর বাটের থলি বাঁধা আছে। চাং-ম'শায় খুব ভয়

পেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাবার চেষ্টা করলেন। তিনি চি-তিয়েনকে বললেন, "আমিই থলিটা চুরি করেছি—তারা কি করে এই লোকটাকে ফাঁসি দিয়েছে ?"

চি-তিয়েন বললেন, "শান্ত হোন। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে।" কিন্তু চাং-ম'শায় চলে যাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "এই লোকটা থলিটা চুরি করলেও তার ফাঁসিতে মরা উচিত ছিল না ; আমিই তো দোষী !"

চি-তিয়েন বললেন, "কোন ব্যাপার আছে, যা আপনি জানেন না। পূর্ব-জীবনে আপনি খাদ্য-বিক্রেতা ব্যবসায়ী ছিলেন। এই লোকটা ছিল চোর, আপনার কাছ থেকে চুরি করে আপনার ব্যবসার সর্বনাশ করেছিল। কাজেই আপনি প্রতিহিংসা খুঁজেছেন। ভাগ্যের লিখন যে এ জীবনে আপনি তাঁর কাছ থেকে চুরি করবেন—প্রাণের বদলে প্রাণ—এবং আপনার অসুবিধার সমাধান করবেন। আমি মনে করেছিলাম, আপনি টাকাটা নিয়ে বিচারকের কাছে ফেরত দেবেন, তাই আপনাকে কাল ডেকেছিলাম।"

চাং-ম'শায় দুঃখিত-চিত্তে শুনলেন, তারপর চলে গেলেন, এই ব্যাপারে আর কখনো উচ্চ-বাচ্য করলেন না।

চি-তিয়েন একা-একা হেঁটে গেলেন, এবং চিং-হো পানশালার দরজায় এসে পেঁছিলেন। মালিক কাজে এত ব্যস্ত ছিল যে লক্ষ্য করল না, সম্ভাষণও করল না, এমন কি কোন পরিচারককে মদ আনতে বললও না। চি-তিয়েন বললেন, "আমি ধারে তোমার মদ খেতে আসি নি, তাহলে গোমড়া মুখ কেন ?"

মালিক তখন চি-তিয়েনকে চিনতে পেরে ক্ষমা চাইল, বলল একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত ছিল বলে চিনতে পারে নি। তারপর তাঁকে ভিতরে এসে বসতে বলল। চি-তিয়েন জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপারে সে চিন্তিত। সে বলল, "আমার মেয়েকে নিয়ে, এখন উনিশ বছর বয়স। ভাল স্বভাবের মেয়ে, কিন্তু ছ'মাস আগে সে অসুখে পড়েছে আর এখন হাড়-মাস-সার। বৈদ্যও জানে না কি অসুখ তার। সে মরতে বসেছে, কয়েকজন বুড়ি এসে রাতদিন বিলাপ করে। তাই এত বিচলিত হয়েছি, আপনাকে চিনতে পারি নি।"

চি-তিয়েন বললেন, "তাকে আমার সঙ্গে একরাত থাকতে দাও, তাকে সারিয়ে তুলব।"

সরাইওয়ালা বলল, "সে মরতে বসেছে, আর আপনি পুরোহিত, কাজেই কোন ক্ষতি নেই।"

চি-তিয়েন বললেন, "ঠিকই বলেছ, কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাকে সারিয়ে তুলতে আমার মদ চাই।"

সরাইওয়ালা চি-তিয়েনের খ্যাতি জানত, মদ আনল, আর চি-তিয়েন বেশ কয়েক পেয়ালা খেয়ে কাদার মত মাতাল হয়ে গেলেন। মোট সতের-আঠার পেয়ালা খেয়ে এবং অন্ধকার হয়ে আসছে বলে, সরাইওয়ালাকে বললেন মেয়েটির ঘরে নিয়ে যেতে, এবং জানালায় পর্দা ও ফুটোয় কাগজ লাগিয়ে দিতে যাতে ভিতরে কোন হাওয়া না

BanglaBook.org

আসে। তারপর তিনি বেশ ভাল ভাবে হাত পা ধুয়ে, আরো কিছুটা মদ খেয়ে, এবং ততক্ষণে পুরো মাতাল হয়ে মেয়েটির ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর জামা-কাপড় সরিয়ে শিরদাঁড়াটা বের করলেন, এবং মেয়েটিকেও বললেন সেই ভাবে জামা-কাপড় সরিয়ে তার শিরদাঁড়া বের করতে। তারপর, বিছানায় বসে, তার হাত দুটি ধরে এবং শিরদাঁড়ায় শিরদাঁড়া লাগিয়ে তিনি আবৃত্তি করলেন,

"অসুখের অমঙ্গল যেন মৌমাছি
অস্থির মজ্জায় তোর করেছে যে ফুটো ;
শেষবিন্দু রক্ত তোর নিল তারা চুষে
কোন মলমেই আর হবে না আরাম ;
এখন গোপন তিন আগুনের শিখা,
তাদের তাড়িয়ে দ্রুত মুক্তি দেবে তোরে।"

প্রথমে, হাতে হাত ধরা এবং চি-তিয়েনের সঙ্গে পিঠে পিঠ লাগিয়ে মেয়েটি কিছুই অনুভব করতে পারে নি, কিন্তু শিগ্‌গিরই তিনটে কালো আগুন তার শিরদাঁড়া বেয়ে ওঠানামা করতে লাগল আর ব্যাধির জায়গায় ব্যথা লাগতে ও চুলকানি বোধ হতে লাগল। মেয়েটা মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করতে লাগল কিন্তু চি-তিয়েন শক্ত করে ধরে থাকায় সে নড়তে পারল না, আর এইভাবে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত তাঁরা বসে থাকলেন। চি-তিয়েনের আগুন এত তীব্র ছিল যে ব্যাধি আর সহ্য করতে পারল না, শেষপর্যন্ত সেটা মেয়েটির নাক দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং মেয়েটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চি-তিয়েন যখন বুঝলেন যে অসুখটা মেয়েটিকে ছেড়ে গেছে, তখন তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে মুক্তি দিয়ে খাটের নীচে অসুখটাকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু দরজার ভিতর দিয়ে দেখবার জন্য কেউ খুঁটে খুঁটে একটা গর্ত করেছিল আর অসুখটা অন্য কোন রোগীকে খুঁজে বের করার জন্য সেই গর্ত দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। চি-তিয়েন অত্যন্ত রেগে গেলেন। দরজা খুলে তিনি সরাইওয়ালার কাছে গিয়ে বললেন, "তোমার মেয়ে সেরে উঠেছে কিন্তু অসুখটা আরো একশ' হতভাগ্যকে কষ্ট দেবার জন্য পালিয়েছে।"

সরাইওয়ালা আর তার স্ত্রী নত হয়ে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে আঘাত করল। তারা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁচ ভরি রুপো তাঁর দক্ষিণা হিসাবে দিল, কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, "রুপায় আমার কি দরকার, যদিও মদটা কাজে লাগে।" কাজেই তারা মদ আর দুরকম খাবার আনল, চি-তিয়েন সেগুলিকে সদ্ব্যবহার করলেন। প্রায় দশ পেয়ালার পর, আর যখন খাবার দরকার নেই চি-তিয়েন আবার বিহারের দিকে রওনা দিলেন।

কৃতজ্ঞ শেন থাই-ওয়েন, যাঁর সঙ্গে তিনি কয়েক দিন আগে দেখা করেছিলেন, তাঁর জন্য উপহারসহ একজন সংবাদবাহক পাঠিয়েছিলেন। চি-তিয়েন মাত্র বিহারে এসে পৌঁছেছেন এমন সময় সেই সংবাদ-বাহক এল এক জালা মদ ও এক থালা চাতকের ডানা নিয়ে। কিন্তু কে জানত যে সংবাদ-বাহকও একটা মদ্য-রসিক! পথের মাঝামাঝি

BanglaBook.org

এসে সে ঝুড়ি খুলে মদের ভাঁড় থেকে খানিকটা মদ ঢেলেছে, আর ঝুড়ির আরও ভিতরে হাতড়ে একটা চাতকের ডানা বের করে মহাতৃপ্তিতে খেয়েছে। সে ভেবেছে, জিজ্ঞেস করলে বলব, "পাহাড়ের ভূত চুরি করেছে।" কাজেই সে ঝুড়িটা বন্ধ করে, বিহারে পৌঁছে চি-তিয়েনকে দিল। চি-তিয়েন তাকে বসতে বললেন, এবং শেন ওয়ানকে পাত্র ও খাবার-কাঠি আনতে বললেন, তারপর চি তিয়েন খেলেন ও পান করলেন।

বাহকটি মদের জালা ও ঝুড়ি নিয়ে ফিরতে চেয়েছিল, কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, "এখানে তো যথেষ্ট চাতকের ডানা নেই। তুমি একটা চুরি করেছ, আর সেই সঙ্গে একটু মদ।"

বাহকটি ঝুড়িটা খালি দেখে বলল, "আমাকে কি করে দোষ দিচ্ছেন? আপনিই তো সবটাই খেলেন আর সব কিছুই আপনার পেটের ভিতরে?"

চি-তিয়েন বললেন, "মদ কতটা জানি না তবে চাতকের কতটা নিয়েছ। আমি তোমায় দেখাতে পারি।" তারপর মাথা তুলে তিনি বমি করতে লাগলেন। তাঁর গলায় একটা ডাক শোনা গেল আর দুটো চাতক বেরিয়ে গেল। একটা উড়ে চলে গেল, কিন্তু অন্যটি, একটা ডানা থাকায়, মাটির উপর উল্টে উল্টে পড়তে লাগল।

চি-তিয়েন বললেন, "তোমাকে দোষ দিয়ে ঠিক করিনি?" বাহক নতজানু হয়ে বসে মাথা আভুমি নত করে স্বীকার করল যে তার মৃত্যুই প্রাপ্য।

চি-তিয়েন হেসে চাতকটিকে বললেন :

"এক ডানা, দু' ডানার মত উড়ে যায়,
ভুক্ত হলেও সেটা শক্তি দেবে গায়।"

চাতকটা পাখা ঝাপটাতে সুরু করে মনের আনন্দে উড়ে গেল।

"কিছুই না জেনে কিছুই যায় না বলা,
সম্রাটদেরও ক্রীড়া মাত্রই সার
হৃদয়ে বুদ্ধ নিবদ্ধ থাকে যদি
বিশ্ব শাসনে সমর্থ নিরবধি।"

একদিন চি-তিয়েন বেড়াতে গিয়ে এক চিত্রকরের দেখা পেলেন। লোকটি বলল, "কাল আপনার একটি ছবি এঁকেছি, একটু দেখবেন কি?" কাজেই তাঁরা ছবিটা দেখতে গেলেন। চি-তিয়েন হাসলেন, তিনি বললেন, "কি ভয়ঙ্কর মুখ তুমি আমায় দিয়েছ, কিন্তু সেটা আমারই মত। আমার তো টাকা নেই, কি তোমায় দেব বল।"

চিত্রকর বলল, "আমার পুরস্কার হবে যদি আপনি এর উপর একটা কবিতা লিখে দেন।"

চি-তিয়েন বললেন, "সেটা এখনি পারি।" তারপর তুলি, কালি, আর কালির পাটা চাইলেন।

তিনি কালিটা ঘন করে গুঁড়ো করলেন, তারপর তুলি নিয়ে লিখলেন,

"দেশলাই-কাঠি হাড় এ মুখ কাদার,
এমন হয়েছে ছবি, ছুঁড়ে ফেলবার ;

আমাকে দেখার পরে বলবে সবাই
ধ্যানের জীবন নয় সুখের মোটেই।"

কবিতাটি শেষ করে, চিত্রকরকে ধন্যবাদ দিয়ে, চি-তিয়েন ছবিটা সঙ্গে নিলেন। হুসুর বাড়িতে ওটাকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেবেন বলে শহরে গেলেন। হুসু তাঁর সঙ্গে বিহারে দেখা করেছিলেন এবং তাঁকে দেখে খুসী হয়েছিলেন। তিনি অনেকটা মদ আনলেন এবং চি-তিয়েন শিগগিরই কাদার মত মাতাল হয়ে পড়লেন। যখন চলে এলেন তখন রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে টলছেন, তারপর যখন চিং-হো-ফাং-এ এলেন তিনি হামাগুড়ি দিতে সুরু করেছেন। শেষে রাস্তার উপর আড়াআড়ি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ফেং থাই-ওয়েইকে বহন করে একটা আসন এসে পড়ল, আর সেখানে পার হয়ে যাবার জায়গা নেই। বেয়ারার দল তাঁকে উঠতে বলল কিন্তু তিনি তাদের নিজেদের কাজে যেতে আর তাঁকে ঘুমাতে দিতে বললেন। তারা তখন চীৎকার করে গালাগালি দিতে লাগল, এবং থাই-ওয়েই আটকে পড়ায় গালি দিয়ে উঠলেন। "কে এই ভবঘুরে, ভদ্রতা জানে না ?" তিনি চীৎকার করে বললেন।

চি-তিয়েন বললেন, "কয়েক পেয়ালা একটু বেশী খেয়ে ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছি। আর কি বেশী জানতে চান ?"

থাই-ওয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। আমার আসন আটকানোর জন্য তোমাকে হাজতে পোরা হবে আর চার-পাঁচ ঘা চাবুক পাবে। বেহারাগুলো তখন তাঁকে তাদের মাঝখানে রেখে সরকারী অফিসে এল। সেখানে, পথে মাতাল হয়ে পড়ে থাকা আর গোলমাল সৃষ্টির জন্য পাঁচ ঘা চাবুক দণ্ড দেওয়া হল। আর কাগজ, তুলি, কালি দিয়ে স্বীকারোক্তি ও সেই সঙ্গে তাঁর নাম, পেশা ইত্যাদি লিখতে বলা হল।

চি-তিয়েনের লেখা কাগজটি থাই-ওয়েই পড়লেন কিন্তু শুধু তাঁর নাম চি ছাড়া তার থেকে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ছিং-ৎঝু বিহারের হিসাব-রক্ষক চি; কিন্তু আপনার বিষয়ে শুনেছি যে আপনি পরম জ্ঞানী। এটা কেমন কথা যে আপনি পথে মাতাল হয়ে পড়ে থাকেন ? স্বভাবতঃই আপনার সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। কিন্তু আমি শুনেছি যে চি একজন কবি। আপনি যদি আপনার স্বীকারোক্তি কবিতায় বলতে পারেন, তাহলে আপনাকে বিশ্বাস করতেও পারি।"

চি-তিয়েন বললেন, "আপনি যদি ওটা কবিতায় চান, আমি সহজেই সেটা করতে পারি।" তিনি লিখলেন,

"বহুদিন আগে তারা কেটেছিল চোখ
আমার এ কালো চুলে আকাশের দিকে
প্রথমেতে মনে হল সবকিছু খেলা,
মদ খেয়ে কাটাতে যে শিখি সারাবেলা।
কিন্তু চুলের ঐ জানালাটি দিয়ে

BanglaBook.org

উর্ধ্বাকাশে চাই শত একাগ্রতা নিয়ে,
সেখানে মানুষ নাই যত খুঁজি গিয়ে।
সুতরাং নত-শির যেন অসম্মানে—
বিপণি-বীথিতে যাই মানুষ-সন্ধানে।"

থাই-ওয়েই এটা পড়ে বললেন যে ভাল হয়েছে এবং এখন বিশ্বাস করতে পারছেন যে তিনি সত্যিই চি-তিয়েন। কাজেই তিনি রক্ষীদের বললেন তাকে মুক্তি দিতে।

চি-তিয়েন হেসে বললেন, "আমি মাতাল হয়ে থাই-ওয়েই-এর আসন আটকাই, তবু কিছু ভাল কথার জন্য তিনি আমায় মুক্তি দিচ্ছেন। মরকত-মজ্জার সুগন্ধের কথা বললে তিনি কি করতেন ?"

এই তিন শব্দ শুনে চি-তিয়েন কি বলতে চেয়েছেন জানার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং বলবার জন্য পীড়া-পীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, "এক গরীব পুরোহিত কারাগার থেকে সদ্য মুক্তি পেয়ে শুধু খাবার কথাই ভাবতে পারে। সে কি করে এত বিরাট ব্যাপার জানবে ?"

থাই-ওয়েই তখন তাঁর বিচারাসন থেকে নেমে এসে চি-তিয়েনের সঙ্গে বসলেন, তিনি যেন অতিথি, এইভাবে ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু চি-তিয়েন হেসে বললেন, "একটা গরীব পুরোহিত, যার মন গরম করার মত পেটে মদ নেই, সে কি করে চিন্তা করবে ?" কাজেই থাই-ওয়েই-এর পক্ষে মদ আনার হুকুম দেওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না।

পুরোহিত পুনরায় পুরো মাতাল না হওয়া পর্যন্ত ব্যাখ্যা করবেন না। কাজেই তখন পর্যন্ত থাই-ওয়েইর কোন জ্ঞানবৃদ্ধি হল না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মরকত-মজ্জা একটা নতুন ধরনের সুগন্ধি-দ্রব্য। সেটা রাজসভায় ভেট-হিসেবে আনা হয়েছিল। রাজমাতা এটি হেমন্ত উৎসবে ব্যবহার করে থাই-ওয়েইকে তার দায়িত্ব নেবার আদেশ করেছিলেন। অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করে তিনি সেটাকে রাজকোষের সপ্তম বিভাগে রেখেছিলেন। এবছর হেমন্ত উৎসবে রাজমাতা এই গন্ধদ্রব্য ধূপদানীতে পোড়াতে বলেছিলেন। কোষাগার-রক্ষক এটা খুঁজে না পেয়ে থাই-ওয়েইকে খুঁজে বের করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনিও সেটি না পেয়ে খালি-হাতে ফিরে যেতে ভয় পেলেন। কাজেই তিনি, এবিষয়ে চি-তিয়েন কি জানেন, জানার জন্য উতলা হচ্ছিলেন, কিন্তু চি-তিয়েন বলছিলেন যে তাঁর চিন্তা গুলিয়ে গেছে, এবং মস্তিষ্ক পরিষ্কার করার জন্য মদ চাই।

থাই-ওয়েইকে তখন আরো মদ আনতেই হল আর চি-তিয়েন কাদার মত মাতাল হয়ে গেলেন। শেষে তিনি বললেন, "কিছুকাল আগে রাজসভার মহিলারা ওটা একটা উৎসবের সময় লুকিয়ে ব্যবহার করে রাজকোষের ভিতরের তৃতীয় বিভাগে রেখে ভুলে গেছেন।" এই কথা শুনে থাই-ওয়েই অর্ধবিশ্বাসে, অর্ধ-সন্দেহে দ্রুত ফিরে গিয়ে চি-তিয়েন যেখানে বলেছিলেন রাজান্তঃপুরিকারা লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেখানেই জিনিসটা পেলেন। তিনি ভাবতে সুরু করলেন চি-তিয়েন অবশ্যই একজন বুদ্ধ।

একদিন হ্রদের ধারে হাঁটতে হাঁটতে চি-তিয়েন দেখলেন কয়েকজন লোক দুটো শবাধার বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তারা কি ঘটেছে বলাবলি করছে। চি-তিয়েন কান পেতে শুনলেন যে প্রথম শবাধারে ওয়াং য়ুয়ানের পুত্র ওয়াং হুসুয়ান-চিয়াও, আর দ্বিতীয়টিতে থাও সুসু-ওয়েন-এর কন্যা থাও হুসিউ-চু। তারা গোপনে পরস্পরকে ভালবাসত এবং বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের পিতামাতা সম্মতি দেননি। হতাশ হয়ে, এবং পরস্পরকে ত্যাগ না করতে চেয়ে তারা দুজনে স্বর্ণ তোরণ দিয়ে পালিয়ে এসে হ্রদের জলে নিজেদের নিক্ষিপ্ত করেছিল। শোকাক্রান্ত হয়ে দুই পরিবারের লোকজন জলের মধ্যে খুঁজে দেহ-দুটি উদ্ধারের পর অনেকখানি কাপড়ে জড়িয়ে দুটি শবাধার তৈরী করেছিল। তারা তাদের দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছিল, একজনকে হুসিং-চিয়াও বিহারে, অন্যজনকে চিন-নিউ বিহারে।

চি-তিয়েন এটা শুনে বললেন, "এতে অন্যায়ের প্রতিবিধান হবে না। মারা গেলেও তাদের হৃদয় জীবিত এবং তারা মিলনের পথ খুঁজছে। দাহ করার জন্য আলাদা আলাদা জায়গায় নিয়ে গেলে তাদের আত্মা কি করে পরস্পরকে খুঁজে পাবে?"

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তাদের পিতামাতা এই কথা শুনে ভাবতে লাগলেন। তাঁরা চি-তিয়েনকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কোন ব্যবস্থা করে দিয়ে চিতাগ্নি জ্বালাতে পারেন কি না। চি-তিয়েন মদ দিলে রাজী হবেন বললেন, কাজেই তাঁরা হুসিং-চিয়াও বিহারে গেলেন। বাবা-মা মদ নিয়ে এলেন, চিতা তৈরী করা হল। তারপর দুটি শবাধারই তার

BanglaBook.org

উপর পাশাপাশি সাজিয়ে দেওয়া হল এবং চি-তিয়েন সাত-আট পেয়ালা খেয়ে মশাল নিতে তৈরী হলেন। তিনি আবৃত্তি করলেন,

"এ-জীবন শেষে রয় আরেক জীবন
বহু জন্ম-মৃত্যু ব্যাপী ভাগ্যের গ্রন্থন।
বারিরাশি মাঝে তারা পেল না তো ভয়
হুতাশন নিঃশ্বাসেও মোটে ভীত নয়;
এই হেতু আজ থেকে রবে না তো একা,
দুজনের চিতাভস্ম মিশে হবে দেখা;
যে লাল্চে সুতো দিয়ে বাঁধা শবাধার
ছড়ায় তা বহুদূর সমাধির পার।
আই! এটা বাস্তবিক সত্য যে, প্রমাণ,
মুখ দুটি চিতালোকে উদ্ভাসমান।"

এই বলে তিনি চিতায় অগ্নি-সংযোগ করলেন—শবাধার দুটি শিখা হয়ে পাক খেতে খেতে উপরে উঠে গেল। ওয়াং য়ুয়ান-ওয়েই তখন চি-তিয়েনকে খুঁজলেন আরো একটু মদ খাওয়ানোর জন্য, কিন্তু তিনি তখন চলে গেছেন।

একদিন শেন-ওয়ান-এর সঙ্গে চি-তিয়েন গেছেন সেই গলিতে যেখানে চিত্রকর হুসু বাস করত। যেতে যেতে তাঁরা দেয়ালে একটা চিত্র দেখলেন। এটা চি-তিয়েনের একটা প্রতিকৃতি। শেন কাছে গিয়ে পরীক্ষা করতে গেলেন এবং বললেন, "ছবিটা ভালই তবে খুব বেশী ফাঁকা জায়গা আছে। এর উপরে একটা কবিতা লিখুন না কেন?"

চি-তিয়েন বললেন, ছবিটা যেমন ভাবে টাঙ্গান আছে, তাতে তিনি লিখতে পারবেন না। তাই তিনি হুসুকে ডাকলেন ওটা নামাতে। তারপর লিখলেন,

"কাছে-দূরে থেকে এই ছবিটাতো দেখতে সমান,
এমন বিষয় নিয়ে প্রতিভার হল পণ্ডশ্রম।
ভ্রূ-যুগে তুলির টান তত ভাল নয়,
দীর্ঘ বিষণ্ণ মুখ সুরাপানহীন।
শীতে জমে অনাবৃত পদযুগ লাল,
বর্ণহীন মুখ যেন নিদ্রাহীন জেগে,
পোশাক যে ছেঁড়াখোঁড়া, বায়ু-ক্ষিপ্ত ঢেউ
ধূলি-পাতা হুঁস নেই, অনাবৃত দেহ।
হাসিভরা বসন্তের বায়ু ভেদ করে,
বিষণ্ণ আসনে তিনি গর্দভে আসীন
স্বর্গ পর্বতের পথে যান একা, যেখানেতে চরে
কাঁচ-ধার কাস্তে চাঁদ আকাশের সীমাহীন মেঘ।"

শেন বললেন, "এখন ছবিটা সম্পূর্ণ হয়েছে। চিত্রকর হুসুকে খেয়া-সেতু পানশালায় একপাত্র পান করার জন্য নিমন্ত্রণ করা যাক।" তারপর তাঁরা একসঙ্গে গিয়ে বসে

হাসতে হাসতে পান করতে করতে, পান করতে করতে হাসতে হাসতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে বিদায় নিলেন।

অগাস্টের এই সময় হ্যাং চৌতে সাধারণতঃ একটা মেলা থাকে, সেখানে ঝিঁঝি পোকার লড়াই হত। রাজসভার সর্বোচ্চ কর্মচারীরা সেখানে গিয়ে বহু টাকার বাজী রাখতেন।

পূবের ফুল বাগানে মন্দির দেয়ালের পাশে ছোট্ট দোকান নিয়ে একজন সব্জিবিক্রেতা থাকতেন, তাঁর নাম ওয়াং ম'শায় আর তাঁর ছেলের নাম ওয়াং এর্‌হ্‌। ছেলেটি ঝিঁঝি পোকা ধরায় খুব পটু ছিল। একদিন সন্ধ্যা পাঁচটায় সে চেং-ইয়াং তোরণে যাচ্ছিল এবং কিছু ঘাসের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পেল একটা ঝিঁঝি খুব জোরে ডাকছে।

ঘাস ফাঁক করে ঝিঁঝিটাকে খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেল, একটা সাপ ওটাকে কামড়াতে যাচ্ছে। সে তখন একটা পাথর নিয়ে সাপটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানর জন্য ছুঁড়ল। তারপর ঝিঁঝিটাকে তুলে, ওটা তখনো বেঁচে আছে দেখে খুসী হয়ে একটা বাক্সে পুরে তাড়াতাড়ি বাড়িতে গেল। তার স্ত্রীকে জল আনতে বলে সেটাকে ধুয়ে প্রচুর খাবার সঙ্গে দিয়ে খাঁচায় রেখে দিল। দিন দুই পরে ঝিঁঝিটাকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় গেল। এটা এত বেশী প্রতিযোগিতায় জিতল যে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং ছাং থাই-ওয়েই-এর কানে পৌঁছুল। তারপর একদিন তিনি ওয়াং-হুসিয়েন সেতুতে ওয়াং এর্‌হ্‌-কে দেখে, আসন বহনকারীদের থামতে বললেন। ওয়াং এর্‌হ্‌ তাঁর জন্য পথ ছেড়ে দিত কিন্তু তিনি তাকে কাছে আসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন বাক্সে সে কি নিয়ে যাচ্ছে। ওয়াং এর্‌হ্‌ যখন সেই বিখ্যাত ঝিঁঝিটি দেখাল থাই-ওয়েই খুসী হয়ে ৩০০০ সুতো মুদ্রা নগদ দিয়ে সেটা কিনতে চাইলেন।

ওয়াং এর্‌হ্‌ বলল, "এই ঝিঁঝিটা অধমের পিতার খুব পছন্দ। অধম প্রথমে ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে, তারপর আপনার কাছে ওটা নিয়ে আসবে।"

সে তখন তার বাবার কাছে গিয়ে সব বলল। ওয়াং ম'শায় বললেন, "থাই-ওয়েই যদি এত দাম দিতে রাজী হন, তবে বিক্রী কর না কেন? তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ওটা দিয়ে দাও। ভুল কোরো না।"

ওয়াং এর্‌হ্‌ বলল, "আজ যদি যাই, তবে দেখাবে যেন আমি বিক্রী করার জন্য খুব ব্যস্ত, ঝিঁঝিটার অত দাম নয়। আমি কাল নিয়ে যাব।" ওটাকে নিরাপদে একটা বাক্সে রেখে সে বেরিয়ে গেল।

এদিকে থাই-ওয়েই, ওয়াং এর্‌হ্‌ আসছে না দেখে অধীর হয়ে টাকা আর সেই সঙ্গে ঝিঁঝিটা চেয়ে একটা চিঠি দিয়ে কান-পান ও চা-থো নামে দুজন সংবাদ-বাহককে পাঠালেন।

ওয়াং ম'শায় সংবাদ-বাহকদের বললেন ওটা কেমন আশ্চর্য ঝিঁঝি। চা-থো একটু দেখতে চাওয়ায় ওয়াং বাক্সের ঢাকনা খুলে তাকে দেখাতে যাওয়া মাত্রই সেটা এক লাফে বেরিয়ে এসে চোখের নিমেষে দরজার বাইরে চলে গেল।

BanglaBook.org

সবাই এর পেছনে দৌড়োল, কিন্তু তার আগেই উয়ো-র বাড়ির কাছে একটা মুরগি ওটাকে দেখতে পেয়ে গিলে ফেলল। ওয়াং-মশায় দুঃখে একেবারে মুষড়ে পড়লেন, মুখে কথা নেই। কান-পান তখন চা-থো-কে বলল, "আমাদের কাজ শেষ, এখন ফিরতে হয়।"

ওয়াং এর্‌হ্‌ বাড়িতে এলে, ওয়াং ম'শায় কিছু না লুকানোর চেষ্টা করে সবই খুলে বললেন তিনি কিভাবে ঝিঁঝিটা সংবাদ-বাহকদের দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা পালিয়ে গেল আর একটা মুরগি সেটাকে খেয়ে ফেলল।

ওয়াং-এর্‌হ্‌ রেগে আগুন হ'ল। হাতে একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে সে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল আর সেটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল। বাবাকে সে ক্ষমা করতে পারল না। তারপর বেরিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে ঠাণ্ডা হতে গেল। 'দশাক্ষর সরণি' দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে চি-তিয়েনকে উল্টো দিক থেকে আসতে দেখল।

চি-তিয়েন বললেন, "তোমাকে খুব খুসী দেখাচ্ছে না। আমায় মদ খেতে নিমন্ত্রণ করলে 'উয়ো'র বাড়িতে মুরগির ঝিঁ-ঝি খাওয়ার সমস্যাটার সমাধান করে দিতে পারি।"

ওয়াং এর্‌হ্‌ অবাক্‌ হয়ে ভাবল, চি-তিয়েন কিভাবে কথাটা শুনলেন। সে বলল, "একটা ভাল মদের দামে আপনার উপদেশ শুনব, কিন্তু উপদেশ ভাল না হলে আমার ঝিঁ-ঝি তো গেলই, সেই সঙ্গে টাকাটাও গেল, কাজেই বুঝুন, আপনার মদের দাম দিতে রাজী না হলে দোষ দেবেন না।"

চি-তিয়েন বললেন, "আমি কি কখনো তোমাদের কাছে মিছে কথা বলেছি? চিন্তা কোরো না।"

ওয়াং এর্‌হ্‌ ভালই মদ খেত—তাছাড়া মন খুব খারাপ বলে তার তিন সাতে একুশ পেয়ালা দরকার। সে চি-তিয়েনের সঙ্গে মদের দোকানে গিয়ে পেয়ালার পর পেয়ালা শেষ করল। দুজনেই থকথকে কাদার মত হয়ে গেল। তারপর উঠে দরজার দিকে অস্থির পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওয়াং এর্‌হ্‌ বলল, "আপনার মদ তো পেয়েছেন। আমার ঝিঁঝিটা ফিরে পেতে আর কত দেরী?"

চি-তিয়েন বললেন, "কাল সকাল পাঁচটার সময় না পেলে, তুমি তোমার জামা হারাবে, আর পেলে আমাকে আরেকবার মদ খাওয়াবে।"

ওয়াং এর্‌হ্‌ বলল, "যদি তাই হয়, আপনাকে দুবার মদ খাওয়াব।" বাড়িতে ফিরলে তার বাবা তাকে পাঁড় মাতাল ভেবে, ঘরে লুকিয়ে পড়লেন, আর বাইরে এলেন না। আর ওয়াং এর্‌হ্‌ মাতাল হয়ে খালি গায়ে, বিছানায় ধপ্‌ করে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন ভোর পাঁচটায় সে আবার জেগে উঠেই একটা ঝিঁ ঝি পোকার ডাক শুনতে পেল। চট্‌পট্‌ উঠে সে কান পেতে শুনল; আওয়াজটা, যে বাক্সে সে পোকাটা রেখেছিল, সেখান থেকে আসছে। সে চাঁদের আলো আসার জন্য জানালা খুলে দিল, দেখবার জন্য বাক্সের ডালা খুলল, আর সত্যি সত্যিই সেই ঝিঁঝিটা খুসী মনে সেখানে রয়েছে, যেন কখনোই মুর্গি তাকে খায়নি। এটা একটা তিনকোণা ঝিঁঝি।

BanglaBook.org

ওয়াং এর্‌হ্‌ তাড়াতাড়ি তার বাবাকে ডাকল। বলল, "বাবা, মুর্গি ঝিঁঝিটাকে খেয়ে ফেলেছে বলে চিন্তা কোরো না। এটা তিনকোণা ঝিঁঝি। এটা আবার ফিরে এসেছে।" তারা এত খুসী হ'ল যে আর ঘুমাতে পারল না, বসে দিনের আলোর প্রতীক্ষা করতে লাগল। তারপর ওয়াং তার স্ত্রীকে প্রাতরাশ জোগাড় করতে বলল। শেষে ঝিঁঝি-শুদ্ধ বাক্সটা সঙ্গে নিয়ে সে থাই-ওয়েই-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

থাই-ওয়েই জিজ্ঞেস করলেন, "ঝিঁঝিটাকে তো কাল মুর্গি গিলেই খেয়েছে। আজ তুমি অন্য একটা নিয়ে এসেছ কেন?"

ওয়াং এর্‌হ্‌ বলল "আমার বাবা যেটাকে পালাতে দিয়েছিলেন, সেটি তিনকোণা ঝিঁঝি। এই তো সেটা আবার ফিরে এসেছে।"

থাই-ওয়েই মহা খুসী হয়ে বাক্সটা নিলেন এবং ওয়াং এর্‌হ্‌কে দান হিসাবে ৩০০০ সুতা মুদ্রা দিলেন। ওয়াং এর্‌হ্‌ তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে একজনকে ডাকল মুদ্রাগুলি বহন করতে। বাড়ির পথে চি-তিয়েনের সঙ্গে দেখা হতে তাঁকে মদ খেতে নিমন্ত্রণ করল।

থাই-ওয়েই ঝিঁঝিটি নিয়ে গিয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন এবং প্রায় ত্রিশবার জিতলেন। তিনি ঝিঁঝিটার প্রতি এত কৃতজ্ঞ হলেন যে তিনি তার একটা দুধের নাম দিলেন "সুন্দর ওয়াং" এবং সেটিকে একটা মণির মত মহামূল্যবান বলে মনে করতে লাগলেন।

হেমন্তের শেষদিকে ঝিঁঝিটি মারা গেল। থাই-ওয়েই দুঃখিত হলেন। তিনি রুপো দিয়ে একটা শবাধার তৈরী করালেন পোকাটার জন্য, বহু ধূপকাঠি পোড়ালেন তিন সাতে একুশদিন ধরে। দাহ করার সময় তিনি চি-তিয়েনকে দশ-হাজার শবাধার সরণিতে আসতে বললেন চিতায় আগুন দেবার জন্য। চি-তিয়েন মশাল হাতে নিয়ে আবৃত্তি করলেন,

"সে ছিল গায়ক, ছোটখাট,
পাথরের টুকরোয় বসে,
নৈশ পবন আর
হ্রদের তীরে চাঁদের কাছে গান গাইত।
তার গানে মনে কারো বিষণ্ণ চিন্তা নেমে আসত,
কাউকে বা পরিশ্রমে উৎসাহ জোগাত।
তার সংসারে শান্তি ছিল।
তার দিকে তাকিয়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া কত ভাল,
সে লেজ তোলে, দাঁত দেখায়,
যুদ্ধের বাজনা বাজায়,
ভন্‌-ভন্‌ পাখার আওয়াজে সে চেষ্টা করে জেতার
আর শত্রুকে ধাওয়া করে তাড়াবার।

সে হাজার মুদ্রা জিততে পারে,
কিন্তু তার পুরস্কার এক ফোঁটা জল,
অথবা গমের দানার আধখানা।
সরু খাঁচাটারই ভিতর তার জগৎ,
হেমন্তের শেষে নামে শীতের তুষার
সহ্যের সীমার শেষ, পড়ে যায় অনন্ত-বিশ্রামে ;
এখন অগ্নিশিখায় তার আত্মা মুক্তি পায়।
আই !
হ্রদের কিনারে তাকে কর সমাহিত
কোন বন্ধু এসে তার উপর বলুক
অ-মি-তা-ভ।"

চি-তিয়েন যখন চিতাগ্নি জ্বালালেন এক দমকা টাট্‌কা হাওয়া শিখার উপর দিয়ে বয়ে গেল আর সেই সঙ্গে দেখা গেল সবুজ কোট-পরা একটা ছেলে। ছেলেটি চি-তিয়েনকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপরে উঠে মিলিয়ে গেল। থাই-ওয়েই এটাও দেখতে পেয়ে অত্যন্ত খুসী হলেন এবং চি-তিয়েনকে তাঁর গৃহে সুরাপানের নিমন্ত্রণ করলেন। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে বলে তিনি রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে বিহারে ফিরে গেলেন।

পথে ওয়াং চিন-ই-র বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি ঝাঁঝর-বাজানোর ও বিলাপের শব্দ শুনতে-পেলেন। কারণ জিজ্ঞেস করে জানলেন, যে দীর্ঘদিন সন্তানহীন থাকায় ওয়াং এক উপপত্নী গ্রহণ করেছিলেন। সেই উপপত্নী তাঁকে এক পুত্র উপহার দিলে সেই ছেলেকে তিনি নয়নের মণি করে রেখেছিলেন। কিন্তু গত রাত্রিতে সেই ছেলে মারা গেছে। "সে মারা গেছে, সহ্য করতে পারব না।" এই বলে এবং চি-তিয়েনকে কয়েকটি বুদ্ধ বাণী আবৃত্তি করতে বললেন, যা তাঁর ছেলে পুনর্জন্মে সান্ত্বনা দিতে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।

চি-তিয়েন বললেন, "তাকে সমাহিত করলে সে অন্য কোথাও, আর দাহ করলে এই গৃহেই পুনর্জন্ম নেবে।"

ওয়াং বললেন, "আমি সামান্য রাজ-কর্মচারী, এসব জিনিস কিছুই বুঝি না, কিন্তু গুরুদেব বললে তাঁর কথা বিশ্বাস করি।"

কাজেই চি-তিয়েন তৎক্ষণাৎ চিতা জ্বালাতে বললেন। সেটা করার পর শবাধার বাইরে নিয়ে এসে লাল উঠানে রাখা হলে চি-তিয়েন মশাল হাতে নিয়ে আবৃত্তি করলেন,

"মানবক মানবক, প্রতীক্ষায় তারা, দ্রুত যাও,
অগ্নির দীপ্তির কাছে নবজন্ম নাও।
আই !

BanglaBook.org

মহাজাগরণ অগ্নি থেকে ; আসে আত্মা নবদেহে।
রোপ্য পাত্রে ধৌত-কর্ম আজ এই গেহে।"

চিন-ইর দৃষ্টির সামনে চি-তিয়েন যখন আগুন জ্বাললেন, একটি দাসী এসে াদ দিল যে লিউ-উপপত্নী সপ্তম অন্তঃপুরে এক পুত্রের জন্ম দিয়েছেন। চিন-ই ত পারলেন যে চি-তিয়েন তাঁর বন্ধ-শক্তিতে এই অসাধ্য সাধন করেছেন। একটি মহাভোজের আয়োজন করতে বললেন, এবং চি-তিয়েন বেশ মাতাল হয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিহারে ফিরে গেলেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চি-তিয়েন ওয়াং চিন-ইর বাড়ি ছেড়ে এসে বিহারে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিছু করার না থাকায় তিনি উকুনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে তিনি আছেন, এমন সময় একজন বিহারবাসী ছাত্র একটি খাতা হাতে এল। সে জ্বালানীওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, হিসাব-রক্ষক চি-কে কোথায় পাবে। সে প্রাঙ্গণে ইতিপূর্বেই জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু তিনি সেখানে নেই।

জ্বালানীওয়ালা বলল, "যিনি উকুন বাছছেন, তিনিই।" কাজেই অত্যন্ত আনুষ্ঠানিকতা করে সে চি-তিয়েনকে সম্বোধন করল। সে বলল, "এই অধমের নাম হুসু। সে বহু বছর পশ্চিম প্রকোষ্ঠে সেবা করেছে, কিন্তু তার মস্তক-মুণ্ডন এখনো হয় নি। তার কাকা তাকে পাঠিয়েছেন গুরুদেবের কাছ থেকে সুপারিশের অনুগ্রহ জোগাড় করতে।"

চি-তিয়েন খাতাটা নিয়ে বললেন, "তোমার খাতায় একটা সুপারিশ লিখে দেব, চাইছ। কিন্তু মদ ছাড়া উদারতার ভাব মনে আনা তো অনর্থক।"

হুসু তখন তাঁকে তিন পেয়ালা পান করার জন্য নিমন্ত্রণ করল। চি-তিয়েন চটপট জামা-কাপড় পরে নিয়ে একসঙ্গে ওয়াং-এর মদের দোকানে গেলেন। হুসু সঙ্গে বেশী টাকা আনেনি ব'লে তাড়াতাড়ি সব ফুরিয়ে গেল, কিন্তু চি-তিয়েন তবু আরো মদ চাইতে থাকলেন। আর মদ যখন এল না, তিনি সরাইওয়ালাকে তুলি আর কালির পাটা আনতে বলে, খাতায় লিখলেন,

> "এই ছোকরা ছাত্র হুসু
> বলে, মানবে কুং ফু,[১]
> তেমন খ্যাতি নেই বলে,
> কাষায় দেয় না সকলে।
> আমি বলি, দেখে বহু
> তথাস্তু! তথাস্তু!"

হুসু এটা পড়ে খুব মুষড়ে পড়ল। সে বলল, আমি সুপারিশ চাইতে এসেছিলাম, আর কিনা গুরুদেব বলছেন আমার ছেড়ে দেয়া উচিত।

চি-তিয়েন বললেন, "মদ যথেষ্ট ছিল না। বরং ছেড়েই দাও। কিন্তু যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাক সুপারিশ নিতে, তবে আমাকে ভালভাবে সত্যি সত্যি মাতাল করতে হবে, আর আজই আমি সে ব্যবস্থা করতে পারি।"

হুসুকে তখন তার গরম-জামা দুই সুতো মুদ্রায় বিক্রী করতে হল, আর সে চি-তিয়েন-কে আরো মদ দিল। চি-তিয়েন তখন কবিতাটির সঙ্গে আর দুটি পংক্তি জুড়ে দিলেন,

---

১. কন্‌ফুসিয়াস।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

"বাইরে কিছু দেখতে পাবে,
দুর্ভাবনা দূরে যাবে।"

চি-তিয়েন তখন চলে গেলেন আর হুস্থ খাতাটা নিয়ে ছয়-খিলান সেতুর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। তার এত ঠাণ্ডা লাগছিল আর মন খারাপ করছিল যে সে কোন্‌দিকে যাচ্ছে লক্ষ্য করল না এবং ভুল করে একজন মানী লোকের আসনের সামনে গিয়ে পড়ে ওটাকে নামিয়ে দিল। মহামান্য থাই-ওয়েই চীৎকার করে জানতে চাইলেন, কে তাকে থামিয়েছে এবং হুস্থকে দেখে বললেন, "তোর সাহস তো কম নয় এই পরিবারের আসন থামিয়েছিস্!"

হুস্থ পথে নতজানু হয়ে বলল, "হুস্থ নামে এই অধম দীর্ঘকাল ছিং-ৎষু বিহারের একজন সচ্চরিত্র ছাত্র হিসাব-রক্ষক চি-তিয়েনের কাছ থেকে সুপারিশ চাইলে তিনি মূল্য হিসাবে মদ দাবী করেন আর সেটা কিনতে আমার গরম জামা বিক্রী করতে হয়েছে, ভাবি নি তিনি আমায় ঠকাবেন। কিন্তু তিনি আমার খাতাটা নষ্ট করেছেন। আমার এত মন খারাপ হয়েছে যে মাথা নীচু করে যাচ্ছিলাম, আমি দেখিনি, আপনার আসন আসছে।"

ওয়াং থাই-ওয়েই খাতাটা দেখতে চাইলেন আর ওটা পড়ে তাঁর হাসি পেল। "তোমার ভাগ্য ভাল যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে," তিনি বললেন। "আমার স্ত্রী একশ'বার বলছিলেন হিসাব রাখতে পারে এমন একজন লেখাপড়া জানা লোকের জন্য।" কাজেই তিনি তাকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। হুস্থ খুব খুসী হয়ে চি-তিয়েনের প্রশংসায় একটা কবিতা লিখল,

"তাঁর কথা এলোমেলো লাগে
পরে জ্ঞানগর্ভ মনে হয়;
যেমন আঁধার-শেষে
সূর্য বা চন্দ্রের উদয়।"

একদিন চি-তিয়েনের নব-জীবন পানশালার সেনাধ্যক্ষ চাং-এর কথা মনে পড়ল। কাজেই দীর্ঘ-সেতু থেকে একটা নৌকো নিয়ে পার হয়ে ছিয়েন বাঁধে পৌঁছে তীরে নামলেন। চাং-এর দোকানে পৌঁছে দেখেন তাঁর স্ত্রী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। চাং বাড়িতে আছেন কিনা চি-তিয়েন জিজ্ঞেস করলে তিনি বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে, মুখ ফিরিয়ে বললেন যে তিনি বাইরে গেছেন। চি-তিয়েন প্রায় ফিরে যাচ্ছিলেন এমন সময় চাং বাগানের বেড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে তাঁকে ডাকলেন, "বহু দিন আমরা একসঙ্গে গল্প-গুজব করি না, মদ খাই না। ভিতরে আসুন, কয়েক পেয়ালা খান।" কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, "যদিও একটু মদ খেতে ইচ্ছা করছে, ভয় হয় আপনার স্ত্রী খুসী হবেন না।" কাজেই চাং বললেন, "তাহলে চলুন, বাজারে যাই। কেমন হবে তাহলে?"

চি-তিয়েন বললেন, "চমৎকার।" তারপর তাঁরা একসঙ্গে উদীয়মান সূর্য পানশালায় গিয়ে মদের লোকটিকে কিছু মদ গরম করতে বললেন। মোটামুটি কুড়ি বা তার বেশী

BanglaBook.org

পেয়ালা গরম মদ খেয়ে চি-তিয়েন গান গাইবার জন্য তৈরী হলেন। তিনি বললেন: "অখুসী হবার জন্য আপনার স্ত্রী যখন এখানে নেই, আপনার জন্য একটা ছোট্ট গান আছে:

"চলবে পেয়ালা মাতাল না হওয়া তক্,
টন্‌টনে জ্ঞান থাকবে না কোনদিন
নেইক পরোয়া খ্যাতির কিংবা ক্ষতির
অথবা কি বলে সচ্চরিত্র-দল।
পান করে ঘুম পাড়াও না পদ্মকে
গল্পগুজবে কাটাও সারাটি রাত
ক্রিসান্থিমাম দিনের অপেক্ষায়।"

সেনাপতি চাং বললেন, "সাবাস! সাবাস! সৌভাগ্যক্রমে আমি চারখানা খুব ভাল কাগজ সঙ্গে এনেছি। সেগুলি চারটে কবিতা লিখে ব্যবহার করুন যাতে আমি বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। একশ' বছর পরে সেগুলি খুলে যখন পড়া হবে, তখন এই মুহূর্তের স্মৃতি বহন করে আনবে।"

চি-তিয়েন একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন, চিন্তা করতে লাগলেন। "এই কথাগুলি স্পষ্টই আমার মৃত্যুর ইঙ্গিত।" তারপর তিনি বললেন, "তাই হোক। তাই হোক!" চাং তখন জামার হাতা হাতড়িয়ে চারখানা কাগজ বের করে টেবিলের উপর রাখলেন। সরাইওয়ালার কাছ থেকে তুলি ও মসীপট্ট ধার করা হ'ল। চি-তিয়েন ১, ২, ৩, ৪ এই সংখ্যাগুলি লিখলেন, এবং প্রত্যেকটির নীচে একটা কবিতা:

১

"একাকী পশ্চিম হ্রদে ; খেয়ার পাটনী,
বহু-পরিচিত ; নীরবে সে লগি ঠেলে,
একা পাখী কোনখানে বসে ছায়াতলে,
বিদায়ী দিনকে গানে বিদায় জানায়।"

২

"বসন্তের আলো নাচে জলের উপরে
বিম্বিত হ্রদতীর-অট্টালিকা দোলে,
ধূসরের বুকে স্বর্ণ কারুকাজ তোলে,
তুষার, পর্বতমালা, ভিক্ষু দল, সব,
বহু-দূরে তারা········"

৩

"বিদায়ের কালে ফুল অধিক রক্তিম।
ঘনতর হয়ে যেন উইলো জড়ায়,
তিমির-বরণ জল-রাশির উপরে
শুভ্র সারসের দুটি পাখা।"

৪

"শীত হল দূরগত, কমলিকা-কলি
পশ্চিম হ্রদের বুকে ভাসে,
তাদের পাপড়ি-ঝরা কে দেখবে বল,
কে করবে পান চেয়ে তাদের আননে ?"

শেষ হলে তিনি বললেন, "আজ আর কবিতা লিখতে পারছি না। এটা শুধু পর্দায় টাঙ্গানের যোগ্য।"

সৈন্যাধ্যক্ষ বললেন, "বেশ ভাল হয়েছে, শুধু হয়ত বড় তুলিটা তাঁর অসুবিধা সৃষ্টি করেছে।"

চি-তিয়েন বললেন, "আজ আর খেতে ইচ্ছে করছে না, বরং কোথাও একটু পায়চারি করি।" তাঁরা তখন বেরিয়ে অমর সেতু পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। সেতুর নীচে এক অস্থিচর্মসার হাড়-জির-জিরে বুড়ি চায়ের দোকান খুলেছিল। তাঁদের চলে যেতে দেখে বুড়ি ডাকল, "প্রভু চি, ভিতরে আসুন। পা-দুটিকে একটু বিশ্রাম দিন।"

চি-তিয়েন বললেন, "বেশ! বেশ! আমি ঠিক চা-ই চাইছিলাম।" তাঁরা তখন ভিতরে গিয়ে একত্রে বসলেন। বুড়িটি এক পাত্র সুগন্ধি চা তৈরী করে এনে দিল। চি-তিয়েন তাকে বললেন, "তোমাকে এখানে বিরক্ত করতে বেশী লোক আসে না, কিন্তু এই যে একটা কবিতা, যদি দেয়ালে টাঙিয়ে দাও তবে আরো বেশী খরিদ্দার নিয়ে আসতে পারে।"

শ্বেতাশ্ব মন্দির থেকে কয়েকজন ছাত্র এসে কবিতাটি দেখল, কিন্তু চায়ের জায়গাটি পছন্দ না হওয়ায় আর এল না। বুড়িটি কবিতাটি নামিয়ে আবর্জনার মত সেটাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল। (চি-তিয়েনের মৃত্যুর পর একজন থাই-ওয়েই একথা শুনে কবিতাটি খুঁজে বের করে। এটার জন্য বুড়িকে ৩০০০ সূতো মুদ্রা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা পরে ঘটেছিল।)

যখন চাং আর চি-তিয়েন দুজনে হাটছেন আর কথা বলে যাচ্ছেন, একজন লোক এল চিংড়ি মাছ নিয়ে। চাং বললেন, "আমি মৌমাছি আর ফড়িং-এর প্রশংসায় গান শুনেছি—কিন্তু চিংড়ির প্রশংসায় নয়।" কাজেই চি-তিয়েন গাইলেন,

"পূর্ব সমুদ্রের এই জীব,
জন্ম তার রক্ত-চর্মহীন,
রক্ত আনে সুন্দরীর ঠোঁটে,
পাপবর্ধক নিশিদিন।"

চাং বললেন, "চমৎকার বলেছেন। ঠাট্টা করে বলা হলেও এর ভিতরে সত্য আছে।" এটা পঞ্চম মাস হওয়ায় আবহাওয়া পরিবর্তনশীল। হঠাৎ একটা ঝড়-জল এল। একটু সময়ের জন্য তাঁদের একটা চায়ের দোকানে আশ্রয় নিতে হল। চি-তিয়েন পথিকদের ছাতা নিয়ে যেতে দেখে গাইলেন,

"নীল বাঁশ দিয়ে তৈরী লাঠি,
মোমে ভেজা কাগজের পাতা
ভাঁজ করা বোঁটার উপরে,
বৃষ্টিতে ফোটে থরে থরে।
ঝক্‌ঝকে যেই রোদ ওঠে
বৃষ্টিও যেই যায় থেমে,
ততদিন তুলে রাখা হয়,
বাদলের হাওয়া নাহি বয়।"

বৃষ্টি ধরে এলে, দু'জনে হাঁটতে থাকলেন, তারপর দীর্ঘ সেতুর কাছে এসে ঢাক ও ঝাঁঝরের আওয়াজ শুনতে পেলেন। মাংসের বড়া বিক্রেতা একজন চেঁচিয়ে তার জিনিস গিন্নীবান্নীদের কাছে বিক্রী করছে।

চাং বললেন, "লোকটা তার দোকানের মাংস বিহারের ক্ষুধার্ত ভিক্ষুদের দান করছে না কেন?"

চি-তিয়েন বললেন, "জানি না, তবে একটা কবিতা আছে,

'দুয়ারের পাশ দিয়ে শোরগোল যায়,
গৃহিণীকে বলে, মাংস এই'ত হেথায়,
পাঁচ রকমের মাংস, যেটা খুসী নাও,
সবি যে ভেড়ার—ভালমত দাম দাও।' "

চাং বললেন, "দাম দিয়ে, তবে দরাদরি কোথায়?" আরেকটা কবিতা আছে,

"গৃহিণীরা দরদাম করে প্রাণপণ,
ভিক্ষু ভাবেন এটা নয় তো শোভন,
পবিত্রতা, তণ্ডুলের একত্র মিশ্রণ,
নৈবেদ্যের তরে লাভ-ক্ষতির চিন্তন।"

চাং হাসলেন, আর হাঁটতে হাঁটতে পবিত্র-ঊর্মি তোরণ পর্যন্ত এলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন যে একটা মাটির হাঁড়ি ভর্তি টক্ আচার দোরগোড়ায় রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। চি-তিয়েন ওটা দেখতে পেয়েই চীৎকার করে উঠলেন, "আই-য়া! আই-য়া!" এবং এগিয়ে গিয়ে কিছু সময় ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর বহির্বাস গুটিয়ে খালি পায়ে ওটার পাশে বসে পড়ে হাঁড়িটা হাত দিয়ে ঘাঁটতে লাগলেন আর অর্ধেকটা টেনে নিলেন। আচার-ব্যবসায়ীর একটা ছোকরা শিক্ষানবীশ ছিল, সে ঐ রকম করতে দেখে থামাতে দরজার বাইরে ছুটে এল। কিন্তু চি-তিয়েন হেঁটে চলে গেলেন।

ছেলেটা তার মালিককে বলল, আর সে চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল, "দাঁড়া একটু, আমি ওকে ধরে আনছি। ওকে দাম দিতে হবে।" একটা লোক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, চোরটাকে চিনেছে। সে বলল "চি-তিয়েন, ছিং-ৎমু বিহারের। তার পিছনে দৌড়ে গিয়ে পিটিয়ে লাভ নেই; তার টাকা নেই, তাছাড়া সে আধ-পাগলা।" কাজেই আচারওয়ালা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ছেলেটিকে ভিতরে গিয়ে কাজ করতে

BanglaBook.org

বলল। সে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা দুজন গাট্টাগোট্টা লোককে এসে হাঁড়িটাকে বহন করতে বলল। সে কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু দুর্গন্ধের জন্য মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে এবং নাক টিপে ধরে, তাই সে দেখে নি, হাঁড়ির ভিতরে একটা বড় লাল সাপ বিঁড়ে পাকিয়ে আছে। যখন দুটো লোক হাঁড়িটা তুলল, সাপটা পাশ দিয়ে নেমে গেল। তারা ভয়ে চীৎকার করে উঠে হাঁড়িটা ফেলে দিলে সেটা অনেক টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যেতেই সাপটা কিলবিল করে খানায় গিয়ে নামল। হাঁড়ির ভিতরে ছোট ছোট সাপও অনেক ছিল। আচারওয়ালা তখন বুঝতে পারল চি-তিয়েন উদ্ভট কান্ড না করলে, কেউ হয়ত মারা যেত। সে আর সেই দুটো লোক তখন তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য খুঁজল, কিন্তু কেউই জানে না তিনি কোন্‌দিকে গেছেন।

চি-তিয়েন যাবার সময় চাং তাঁর পিছু-পিছু গিয়েছিলেন। চাং জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আচারের ভাঁড় নিয়ে বেশ মজা করলেন, কিন্তু আচারওয়ালা যদি আপনাকে দাম দিতে বলে, তবে কি হবে?"

চি-তিয়েন উত্তর দিলেন, "হাঁড়িটা বিষাক্ত ছিল। কেউ খেলে মারা যেত।"

চাং নিশ্চিত ছিলেন না, তাঁকে বিশ্বাস করবেন কি না। তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে একটা পুরানো বাড়িতে এলেন, যেখানে ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। তাঁরা যখন বাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল একটি পর্দার দরজা খুলে গেল আর একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ, সুন্দরী, তিনি দুজন লোক দেখে ভিতরে ফিরে যাবার উপক্রম করলেন। কিন্তু চি-তিয়েন, "আই-য়া! আই-য়া!" বলে কেঁদে তাঁর দু-হাত জড়িয়ে ধরলেন, ফলে তিনি নড়তে পারলেন না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঊনবিংশ অধ্যায়

চি-তিয়েন মহিলাটিকে জোরে ধরে রেখেছিলেন ; তারপর তিনি তাঁর ঘাড়ে মুখ লাগিয়ে কামড় দিলেন। মহিলাটি ঘামতে ঘামতে ঐ প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যে জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "থামুন ! থামুন ! আপনার কি সাহস ভর-দুপুরে এসব করছেন, ভদ্রতার বালাই নেই ?" মহিলার বাবা ও ভাই সেই আওয়াজ শুনে ভিতর থেকে দৌড়ে এলেন গাল দিতে দিতে, পিটতে পিটতে চি-তিয়েনকে টেনে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি মহিলাকে ধরে রেখে ঘাড়ে কামড়াতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা একটা লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করতে সুরু করলেন। চি-তিয়েন তখন ছেড়ে দিলেন, মহিলাটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির ভিতরে দৌড়ে গেলেন। চি-তিয়েন তাঁর প্রচেষ্টায় এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। তিনি চীৎকার করে বললেন, "এখনো একটা সুতো থেকে গেল। হায় ! এর থেকেই তো বিপদ আসবে। স্বামী কাছে নেই, কি আর করা যাবে !" তিনি তখন প্রতিবেশীদের আসতে বললেন। তাদের একজন তাঁকে চিনল কিন্তু তাঁর খ্যাতি স্মরণ করে, আসতে রাজী হল না। চাং তাঁকে শেষপর্যন্ত টানতে টানতে নিয়ে চলে গেলেন। তারপর কিছুদূর হাঁটার পর তিনি বললেন, "এটা কেমন রসিকতা, স্বামী বাড়ি নেই দেখে স্ত্রীকে চুমু খাওয়া ?"

চি-তিয়েন প্রথমে চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, "আপনি জানতে পারেন নি। মহিলাটির গলার চারদিকে শনের দড়ির দাগ ছিল। আমি দড়িগুলি কাটতে চেষ্টা করেছিলাম, একটা দড়ি এখনো না-কাটা থেকে গেল।"

চাং তাঁকে বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু দুদিন পর তাঁরা শুনলেন যে ঝগড়ার ফলে স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় মহিলাটি গলায় দড়ি দিয়েছিলেন, দুটো দড়ি কাটা হয়েছিল, তৃতীয়টি ছিল, তাতেই তিনি মারা গেলেন। কাজেই চি-তিয়েন ঠিকই বলেছিলেন।

তাঁরা হাঁটতে থাকলেন, দিনটাও গরম, তাঁরা একটা পানশালার কাছে এসে ভিতরে গেলেন। কয়েক পেয়ালা খেয়ে চি-তিয়েন পেয়ালা তুলে আবৃত্তি সুরু করলেন,

"প্রভাতের সুরাপান চলুক রাত্রেও,
হোক না শিথিল কণ্ঠ, কঠিন উদর,
পান কর দৃষ্টিশক্তি হারানো অবধি,
পান কর নাসাগ্রের লালিমা অবধি,
বেঁচে থেকে পান কর, পান করে মর।

কখনো তোমার একা ভাল লাগে নাতো,
অন্যকালে নিরুত্তাপ পাথরের মত,
কখনো বা পান কর যেন তিমি মাছ,
অন্যকালে ছাড় দীর্ঘ ড্রাগন-নিশ্বাস ;

আবার কখনো ভাব যেন ভাঙ্গা ঘড়া
যে বস্তু ভিতরে নেই, তাতে আছ ভরা।

তারাধাবী চন্দ্রসম দ্রুত কর পান,
ধীরে কর পান, ছোট ছোট ধারাচ্ছিন্ন
সর্পিল নদীর মত, বালুচর ভরা,
অথবা বন্যার ভরা হোয়াংহোর মত।

মাতলামি যদি মন খুসী করে তোলে,
সত্যি-মিথ্যা বিভিন্নতা একবারে ভোলে,
সবকিছু দুনিয়ার শেষে ওলটায়,
সত্যজ্ঞানলাভ হয় যে বিশৃঙ্খলায়।
হৃদয়েতে বুদ্ধ, সব ত্যাগ উপেক্ষায়।

চারি-দেয়ালের মাঝে বিহার-জীবন,
জগতের জ্ঞান হয় নাতো আহরণ
দেয়ালের বাহিরেতে লাভ সব কিছু।
সারাটি জীবন যেন শুধু ফুল তোলা
আর সব ফেলে যাওয়া আপনার পিছু।

শেষরাতে সরাই-এর মদাপেরা ফেরে
জেগে ওঠা পাখিদের সঙ্গীতের সাথে,
জড় যে আচ্ছন্ন করে রাখে চেতনেরে,
রাশি রাশি বচনের স্রোতে।

রক্তবর্ণাভায় জেগে ওঠা দিবসের
উর্ষসীর লাজ-লালিমায়,
সত্য নিত্য করে সৃষ্টিলাভ
চিরদিন নবজন্ম পায়।”

শেষ হলে চি-তিয়েন গেলাস নামিয়ে রাখলো এবং হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। আরো মদ চাইছেন না তাছাড়া আর টাকা খরচ করতে হবে না দেখে খুসী হয়ে চাং বললেন, “আপনি যখন আর সুরা পান করবেন না, চলুন হ্রদের ধারে গিয়ে দৃশ্য উপভোগ করি।” হাত ধরাধরি করে তাঁরা তখন হ্রদের তীরে গেলেন এবং উইলো গাছের মাঝে শুয়ে পড়লেন। জলের বুকে দুই পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি, চি-তিয়েনকে অনেকটা কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করল.

“পাহাড় দেহটি যেন, চোখ জলরাশি,
নানা ফুলে সুশোভিতা, প্রকৃতি শায়িতা,
পাখির কাকলি কথা, বায়ু দীর্ঘশ্বাস।

এর কোনটিতে করা যায় না নির্ভর
বহতা নদীর মত চলে যায় দূরে,
জানায় বেদনা তারা যেন ঝরা-ফুলে
আর যেন গতজীব পাখিদের দলে।

জীবনের ধাবমান মুহূর্তানুভব
কালের চাকায় পিষ্ট হবার আগেই,
চিত্রিত সমুদ্র-বুকে চিত্রিত তরণী
সব কিছু অবাস্তব জগতে তেমনি।

জগতে অনিত্য আর অবাস্তব সবি,
সুউচ্চ গম্বুজ আর প্রাসাদ মেঘের,
সগৌরবে বহমান পবনের সাথে
ক্ষণে ক্ষণে বদলায় সব দেহচ্ছবি।

এ বুদ্ধ ভিক্ষুর দিন এসেছে ফুরিয়ে
তার কাছে সবকিছু লাভালাভহীন,
তোমার অধিক দিন দীর্ঘজীবী হয়ে,
বহুকাল তাকানোতে দৃষ্টি তার ক্ষীণ।
আই!

যা ঘটেছে ঘটে যাক, খেদ নেই কোন,
সবি পরিবর্তনের দৃশ্যপট যেন;
নয়ন পেয়েছে শিক্ষা নানা রূপ হতে,
আজ সে দর্শন পাবে অসীম-অনন্তে।"

দিনটা খুব গরম ছিল, আর একটি বুড়ো নোনতা পেঁয়াজ ডাঁটার ঝোল বিক্রী করতে করতে এদিকে এল। চি-তিয়েন বললেন, "এই ঝোলটা খুব ভাল এবং এটাই এখন আপনার দরকার।"

চাং বললেন, "আমার দরকার নেই, আপনি খান; আমার কাছে এখনো কিছু টাকা আছে।" বুড়োটা তখন এক ভাঁড় ঝোল নিয়ে এল; চি-তিয়েন কিছুটা নিয়ে চাং-কে দিতে চাইলেন, কিন্তু চাং বললেন, "এটা ঠাণ্ডা, পেটের পক্ষে ক্ষতি করতে পারে।" কিন্তু চি-তিয়েন বললেন, ঠিক আছে, আরেক পাত্র নিলেন, চাং দাম মিটিয়ে দিলেন। তারপর দিনটা সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে আসছে দেখে শেন-ওয়ান এলেন চি-তিয়েনকে খুঁজে বিহারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। চি-তিয়েন তারপর হ্রদের ধারে চাং-কে বিদায় জানিয়ে শেন-ওয়ানের সঙ্গে বিহারে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। একটু পরেই, চি-তিয়েন নিজেকে অসুস্থ অনুভব করতে লাগলেন এবং শেন-ওয়ানকে ডাকলেন তাঁকে শৌচাগারে যেতে সাহায্য করার জন্য। শেন-ওয়ান তাঁকে বিছানা থেকে তুলে দরজার কাছে নিয়ে গেলেন, কিন্তু চি-তিয়েন সদ্য-খোঁড়া একটা ফুলের

BanglaBook.org

জমিতে আর বেগ ধারণ করতে পারলেন না। মালী এসে তাঁকে গালাগালি দিতে লাগল। চি-তিয়েন শুধু দুর্বল ভাবে প্রতিবাদ করলেন যে তাঁর গত্যন্তর ছিল না, তারপর তিনি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় গিয়ে উঠলেন।

পরদিন তিনি কিছু খেতে পারলেন না। সুং চাং-লাও খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে এলেন, বললেন, "প্রভু চি, আপনি তো সর্বদা শক্ত-সমর্থ ছিলেন, কি করে আপনি এত দুর্বল হয়ে পড়লেন ?"

চি-তিয়েন ফিস্-ফিস্ করে শুধু বললেন,

"সবল ! সবল ! কে সবল হতে পারে ?
ক্লান্ত জীবন পারে শুধু বাড়াবারে,
নদী স্রোতোবেগে পর্বত ক্ষয় পায় ;
মানুষের কেন বাঁচবার সাধ যায় ;
জীবন-শোণিত দেখেও ভাঁটায় ছোটা—
ষাটটি বছর ধরে।

কাছিমের মত অস্থি-খোলস মাঝে
মানুষ কখনো সুখী হয়ে থাকে না যে।
রাজপ্রাসাদেও করে না তো যাতায়াত,
রাজার বেতন ছাড়া।

ক্ষুধা-দারিদ্র্য-তাড়িত ইতস্ততঃ,
পার্থিব জ্ঞানলাভ হ'ল অন্ততঃ,
জীবনের সব ছায়া ভোজবাজি মত ;
মিষ্ট অম্ল, মন্দই ভাল আর,
সত্য মিথ্যা, বিশ্বাস সংস্কার,
প্রক্ষিপ্ত উপনিষদের সম্ভার।

অন্য অন্ধজনের মতন আমি,
এ জীবনে আর খুঁজব না দিবাযামি,
দিগ্ধ হৃদয় তরে সান্ত্বনা বাণী,
আনন্দচিতে দুঃখ স্বপ্ন হ'তে
আনন্দে জেগে আনন্দে চলে যাব,
আপনার গৃহে, জয় জয় অমিতাভ !

ঘন মেঘে ঢেকে ফেলেছে যে মহাকাশ
মৃতের বসন টেনেছে সূর্য মুখে,
হরণ করেছে যত উত্তাপ তার।
শূন্য পেয়ালা, ভাণ্ড শূন্য রয়

অবতার সেও আজকে শূন্যময়,
খেলা শেষ এইবার।"

সুং চাং-লাও শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন, "চি-তিয়েন এই বিহার ছেড়ে অন্য একটা বৃহত্তর বিহারে যাচ্ছেন। তাঁকে বিরক্ত কোরো না, বরং আরোগ্য ভবনে নিয়ে যাও, সেখানে তাঁর দেখাশোনা হতে পারবে।"
চি-তিয়েন এ জগৎ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন শুনে শেন-ওয়ান কাঁদতে লাগলেন। চি-তিয়েন তাঁকে বললেন, "তোমার কাঁদার কোন কারণ নেই। আমি মাতাল হয়ে পড়লে তুমি আমায় সাহায্য করতে, আমি এখন অসুস্থ তবু আমার দেখাশোনা করবে নিরলস ভাবে। এর পরিবর্তে তোমায় কি শিখিয়েছি? প্রত্যেক দিন মাতাল হতে আর তুমি বেশী মদ খেতে না বলে তোমায় বকাবকি করতাম, উপেক্ষা করতাম। আমার দেহ এখন জীর্ণ, কিন্তু তোমার এখনো কিছু করতে পারি। একটু কাগজ আন, ওয়াং থাই-ওয়েইকে লিখে বলি, আমি চলে গেলে, তোমায় যেন দেখেন।"
কিন্তু শেন-ওয়ান শুধু কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন, "প্রভু চলে গেলে, আমার কোনকিছুতে মন লাগবে না। আপনি যতদিন না সেরে ওঠেন, আপনার সেবা শুশ্রূষা করি, তারপর লেখার অনেক সময় পাবেন।"
চি-তিয়েন বললেন, "তোমায় এখন চলে যেতেই হবে; আমার দেরী করার সময় নেই। তাড়াতাড়ি কাগজ এনে দাও।"
কাজেই শেন-ওয়ান বেরিয়ে গিয়ে অন্য ভিক্ষুদের বললেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, "তিনি যখন আপনার জন্য লিখতে চাইছেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর নিজের বলতে কিছু আছে। তাঁর অনেক প্রভাবশালী বন্ধু আছেন, ভিক্ষা করেও হয়ত কিছু ধন অর্জন করেছেন, কিন্তু সে-সব এই বিহারে নেই। সে সব কোথায় আছে, তাঁকে পরিষ্কার লিখতে বলবেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর সে-সব আপনি পান।"
শেন-ওয়ান শুধু মাথা নাড়লেন, "আমার প্রভু কিছু না নিয়ে এসেছিলেন, এবং কিছু না রেখে যাবেন।"
দ্বার-রক্ষী বললেন, "আপনার প্রভু ষাট বছর বেঁচেছেন এবং জগতের ধনীদের মধ্যে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন। এটা অবিশ্বাস্য যে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেননি। সে-সবে আপনার যদি কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকে কাগজ দিন, তিনি লিখুন কোথায় সেগুলি আছে, যাতে অন্ততঃ আমরা তা-থেকে উপকৃত হতে পারি।"
তাঁর কথায় বিশ্বাস করে শেন-ওয়ান দুখানা কাগজ এনে চি-তিয়েনকে দিলেন। চি-তিয়েন তার একখানা নিয়ে ওয়াং থাই-ওয়েইকে একটা চিঠি লিখলেন। তারপর অন্যখানা দেখে জানতে চাইলেন, সেখানা কি জন্য।
শেন-ওয়ানের চোখে জল, কোন কথা খুঁজে পেলেন না। কিন্তু যে দ্বার-রক্ষী পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি বললেন, "শেন-ওয়ান আপনার ছাত্র, কিন্তু কোন পুরস্কার পায় নি আজ পর্যন্ত। আপনি এখন অসুস্থ, ভয় পাচ্ছেন তিনি, আপনি চলে গেলে

BanglaBook.org

আপনার ভিক্ষায় পাওয়া জিনিসগুলো তিনি খুঁজে পাবেন না। তিনি চাইছেন, সেগুলি কোথায় পাওয়া যাবে জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দিন।"

চি-তিয়েন হাসলেন, "ভিক্ষায় পাওয়া জিনিসগুলি? হঁ্যা, সত্যি সত্যি, একটা ভিক্ষাপাত্র আছে। কাগজ দিন, আমি লিখছি।"

দ্বার-রক্ষী ভাবলেন, এখন আমরা জানতে পারব। কোথায় তিনি খোঁজবার জন্যে শেন-ওয়ানকে পাঠাচ্ছেন।

চি-তিয়েন তখন লিখলেন,

"বিবস্ত্র এসেছি আমি, চলে যাব বিবস্ত্র একাকী,
আমার ভিক্ষার ভাণ্ড তোমাদের পেতে যদি বাকী,
মর্মর-গোলক দুটি ঝুলি-গর্ভে খুঁজে নেবে নাকি?"

লেখা শেষ করে তিনি কাগজটা নীচে ফেলে দিলেন। আর কথা বললেন না। দ্বার-রক্ষী অত্যন্ত নিরাশ হলেন। কিন্তু শেন-ওয়ান কাগজ দুটি তুলে নিয়ে চাং-লাওকে দেখাবার জন্য প্রাঙ্গণে গেলেন। চাং-লাও ওটা পড়ে বললেন,—"চি-তিয়েন কিছু অর্থহীন কথা লিখেছেন—মাতালের প্রলাপোক্তি—কিন্তু আপনি এ দুটি থাই-ওয়েই-এর কাছে নিয়ে গেলে যে ভিক্ষা বস্তুর কথা তাতে লেখা আছে, সব আপনার। আপনি স্থির করুন যাবেন কি না।"

শেন ওয়ান বললেন, "যদি চাং-লাও বলেন, আমি দ্রুত জিনিসগুলি গিয়ে নিয়ে আসব।"

চি-তিয়েন তাঁকে শুধু ওয়াং-থাইকেই নয় অন্য কর্মচারীদেরও বলতে বললেন, "তাদের বলবেন, এবছর পঞ্চম মাসের দশম দিনে আমি পশ্চিমে ফিরে যাব।"

কাজেই আদেশমত কাজ করার জন্য শেন ওয়ান দ্রুত রওনা হলেন, যখন ফিরলেন, চি-তিয়েন ঘুমিয়ে আছেন। পরদিন তিনি জেগে উঠে চীৎকার করে উঠলেন। সমস্ত ভিক্ষু আগুন লেগেছে মনে করে, বৃহৎ-গৃহে ছুটে এলেন, এসে এই কবিতাটি পেলেন,

"আসুক, আসুক আলো,
ছোড়ো দূরে দেহের বসন;
করুক আমার, আলো,
দেহ-মল শুদ্ধ হিরণ।"

বিংশ অধ্যায়

সমস্ত ভিক্ষু বৃহৎ-গৃহে ছুটে গেলেন, কিন্তু সেখানে দেখলেন কিছুই ঘটে নি। শুধু চি-তিয়েন আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে চাং-লাও-এর সঙ্গে কথা বলছেন।

তিনি বললেন, "নতুন করে মাথা মুড়োতে চাং-লাও কি অনুমতি দেবেন? এই চুলের গোছাগুলি বিশ্রী দেখাচ্ছে।"

চাং-লাও তখন শেন-ওয়ানকে বললেন, "তাঁকে মুড়িয়ে দিতে। তুমি তাঁর শিষ্য বলে, ছেলের মত পিতৃকর্তব্য পালন কর।"

মুণ্ডন শেষ হলে, ওয়াং থাই-ওয়েই এবং ছয়জন অন্য রাজকর্মচারী চি-তিয়েনকে দেখতে এলেন। তিনি শেন ওয়ানকে জল গরম করতে বললেন যাতে গা-হাত-পা মুছে নতুন পরিষ্কার কাপড় পরতে পারেন। শেন ওয়ান এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে তিনি জুতো কোথায় রেখেছেন মনে করতে পারছিলেন না। চাং-লাও বললেন, "চিন্তার কারণ নেই। আমার একজোড়া আছে আমি তোমার গুরুদেবকে ধার দিতে পারি।"

চি-তিয়েন তখন সবকিছু তৈরী দেখে, প্রার্থনার আসনে বসলেন এবং বিদায় জানিয়ে চার পংক্তি কবিতা লিখলেন,

"ষাট বছরের ঝড়-জল সয়ে এসে
পূব থেকে পশ্চিমে কাল হল পার;
বিশ্রাম নেব বলে ফিরি এইবার,
সাগর আকাশ যেথা নীল হয়ে মেশে।"

লেখা শেষ হলে তিনি তুলি নামিয়ে চোখ বুজলেন। সবাই নীরব—শেন-ওয়ান অঝোরে কেঁদে চললেন। তারপর সমস্ত অতিথি গন্ধদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে প্রার্থনা করলেন যাতে চি-তিয়েন সেই দিন এবং তারপরেও চিরদিন শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারেন।

তৃতীয় দিন ভিক্ষুরা চিয়াং-হ্সিন বিহারের থুং-তা-থুং চাং-লাওকে প্রভু চি-কে শবাধারে রাখতে নিমন্ত্রণ করলেন। দ্বিতীয় দিন, নানা লক্ষণ মিলিয়ে সুং চাং-লাও অষ্টম মাসের ষোড়শ দিন অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার তারিখ ধার্য করলেন। সেই দিন তাঁরা শবাধার তুলে নিয়ে ঢাক ও বাজনা বাজিয়ে বাঘের লাফ পাহাড়ে বয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা হুসুয়ান শিহ্-চিয়াও চাং-লাওকে আগুন জ্বালতে বললেন। হুসুয়ান শিহ্-চিয়াও মশাল নিয়ে সবার শোনার মত জোরে জোরে আবৃত্তি করলেন,

"চি-তিয়েন চি-তিয়েন এতদিন যিনি
ভুল কাজ করেছেন, ঠিক তো করেননি
যাঁর পূর্বপুরুষ ও তথাগত হতে,
নীচ-সঙ্গ প্রীতিপ্রদ, আর যাঁর মতে
ভিক্ষু-চর্যা থেকে অসম্মান শ্রেয়তর।

BanglaBook.org

স্বর্গ তাঁকে মুক্তি দিক সর্বদুঃখ থেকে
তিনি মুক্তি পান।
শেষ কবিতায় তাঁর অন্তিমের বাণী,
হোক সার্থক।
আই !
চিতার আগুন থেকে ত্রিবিধ শরীরে
রজনীর মরকত-বরণ গম্বুজে,
লঘু চিতাভস্ম তাঁর পবন-বাহিত
বর্ষণ-ধারায় এসে নামুক সাগরে।"

শিহ্-চিয়াও চাং-লাও আবৃত্তি শেষ করে মশাল চিতায় লাগিয়ে দিলেন আর দেহটি আগুনে নিঃশেষ হয়ে গেল। ভস্ম শীতল করার জন্য জল ছিটিয়ে দেওয়া হল। তখন শেন-ওয়ান অবশিষ্ট অস্থিগুলি কুড়িয়ে নিলেন, প্যাগোডায় নিরাপদে রেখে দেবার জন্য।

শোকযাত্রা তখন বিহারে ফিরল। প্রধান তোরণের কাছাকাছি এলে দু'জন গৃহী পুরোহিত বেরিয়ে এসে সুং চাং-লাওকে জিজ্ঞেস করলেন। চাং-লাও জানতে চাইলেন, তাঁরা কি চান। তাঁরা উত্তর দিলেন যে দু মাস আগে ছয়-সুষমা প্যাগোডায় চি-তিয়েন তাঁদের একটা চিঠি আর এক জোড়া জুতো দিয়েছিলেন চাং-লাওকে দেবার জন্য, কিন্তু পথে দেরী হওয়ায় কেবল সদ্য এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা একটা থলি থেকে একজোড়া জুতো বের করলেন।

চাং-লাও জুতো জোড়া পরীক্ষা করে বললেন, "এগুলি চি-তিয়েনের, আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম তাঁর দেহান্তের আগে। কিন্তু তাই বা কি করে হবে, সেগুলি তো ছাই হয়ে গেছে ?" তারপর, জুতোর ভিতর যে চিঠিটা ছিল, সেটা নিয়ে পড়লেন,

"আপনার দীন ভৃত্য নাম তাও চি,
গন্ধধূপ জেলে দিয়ে নত করে শির,
পাঠায় সে এই পত্র হুশিয়াও লিনেতে
জানে এ পত্র যখন পাবেন আপনি
যেমন উধাও মেঘ, আঁকাবাঁকা নদী
যেমন থাকে না বস্তু কল্পান্ত অবধি,
হায় ! সে'ত চলে যাবে কোন্ দূর দেশে।

এখন ফুটেছে কত দারুচিনি ফুল,
সোনা-রং ফুলগুলি সুবাস ছড়ায়,
চারিদিকে অশ্ব আর রথ ছুটে যায়
নগরের বুকে, তবু স্থির হ্রদ-জলে,
ধীর বায়ু কদাচিৎ মৃদু ঢেউ তোলে।

মাতাল বুদ্ধ

গুরুদেব আজ আমি বিমুক্ত-বন্ধন,
পিছনে রয়েছে পড়ে বাধা অগণন,
গভীর বিনয়-সহ জানাই প্রার্থনা,
কায়মনোবাক্যে করি পথের এষণা।
কর্দম-বিবরে নয়,
আকাশের ঘন-নীল সীমাহীনতার
সূচী-ছিদ্র পথে।

সরিষা রোপণ করা কৃষিক্ষেত্র আর
প্রান্তর ঊষর ভূমি অতিক্রম করে
জগতের মাঝে যেতে, পথের আমার,
অনন্ত দিবস জুড়ে রয়েছে বিস্তার;
অনিচ্ছুক সেই পথ থেকে হারাবার
যে পথে দিলেন বুদ্ধ পবিত্রতা ভ'রে।

ভর দেব বলে কোন লাঠি নাহি চাই,
কাদায় হাঁটতে জুতো কিবা প্রয়োজন
ঝড়-জলে নগ্ন-শির যেতে যেন পাই,
বিরত হব না আমি উত্তাপে ক্ষুধায়
অক্লান্ত থাকবে এই দেহ অনুক্ষণ।

লক্ষ্যে স্থির আপনার পথ দিয়ে চলি,
চড়ুই-এর মত নয় ভ্রষ্ট সে কেবলি
পশ্চিম দিগন্ত-কোণে, দিগন্তের পারে
কোথায় সে অমিতাভ, খুঁজে ফিরে তাঁরে।

ক্ষেতে ধানগুলি পায়ে পায়ে ঠেলে যেতে
সোনা-রাঙা পরাগের হয় বর্ষণ
গতিহারা চাঁদে, নানা অপূর্ব জগতে
নিয়ে যাওয়া সেই পথে চলি একা একা।

উদয়াস্ত দু-দিগন্ত যেখানেতে এক,
হরিৎ সকল পাতা, কোনটাই নয়,
মৃত্যুর কোলে ঢ'লে বিবর্ণ হলুদ,
যেথা প্রাণবন্ত নানা নদী জন্ম নেয়
মরকত-দ্যুতি স্রোতে, মৃদুস্বরে গাই
সরল সহজ সুর।...

এ চিঠি পাঠিয়ে শেন-ওয়ানকে বলি—
থাক মহানির্ভয়ে, পরলোকে চলি,

দেখতে ভুলো না, কবে উহলো সবুজ
লাল ফুলে হাসি-ভরা। সেই দিন তুমি,
বাজাও সকল ঢাক, সকল কাঁসর,
সকল বিহারে হোক গানের আসর,
সকল অন্যায়ে ক্ষমা থাকুক সুন্দর
এইটুকু প্রার্থনা কেবলি।

কণ্ঠির বেড়ায় অনুচিত অনাদর,
আয়ুষ্কাল তার শেষ হবার আগেই,
ভুলে দেবে চারিপাশে বিশাল প্রাচীর
নভোস্পর্ধী একশৃঙ্গী বিশাল গণ্ডার।

যে শ্যেন পক্ষীটি ওড়ে নভো-নীলিমায়
তাকে তো দেখ না তুমি, দেখে সে তোমায়।
মনে রেখো, উর্ধ্বে এক নয়ন আতত,
তোমার সকল কর্মে সজাগ সতত।"

চাং-লাও এটা পাঠ করে বললেন, "হায়! প্রভু চি যতদিন বেঁচেছিলেন সহজে তাঁকে বোঝা যায়নি, কিন্তু জুতো জোড়া সব বুঝিয়ে দিচ্ছে। যে দুটো লোক জুতো জোড়া বহন করে এনেছে, তার দেহান্ত হয়েছে জানতে না পেরে ভেবেছে তিনি উন্মাদ।"
রাজসভায় থাই-ওয়েই এবং তাঁর বন্ধুরা সবকিছু শুনে তাঁকে কত কম শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, স্মরণ করে দুঃখিত হলেন। যেমন বলা হয়ে থাকে,

"ঢাকের নিনাদ আর ঘণ্টা-মহাধ্বনি
বুদ্ধের কোথায় বাস বলে না কখনই,
বরং মাথার নিয়ে বেড়ার আত্মার
নিয়ত প্রকাশ হয় ভক্তি ও শ্রদ্ধায়।"

অনেকদিন চলে গেল। তারপর একদিন ছিয়েন বাধ থেকে একজন লোক চাং-লাও-এর সঙ্গে দেখা করতে এল। সে বলল "থাই-চো জেলায় আমি হঠাৎ ভিক্ষু চি-তিয়েনের দেখা পাই। তিনি এই চিঠিটি আপনাকে দিতে আদেশ করলেন। তাই আমি এসেছি, এখন আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতেই হবে।"
ভিতরে সাত অক্ষরের পংক্তির দুটো কবিতা ছিল,

"চে-কিয়াং অভিমুখে পল গতিশীল,
বিশাল মরুতে যেন সু-উচ্চ মিনার
পর্বতমালার কোলে আনে সঙ্গীত,
মানুষ-বিভেদকারী আরাম পীড়ার।
পাদুকা রয়েছে পায়ে পুরোহিত যান,
মেঘ-ঘেরা ঐ দূরে পাহাড় চূড়ায়,

বায়ুর নিবাস গুহা খোঁজার আশায়,
যেথা হতে দক্ষিণের বায়ু বহমান।"

চাং-লাও এটা পড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি বললেন, "চি-তিয়েন স্বর্গ থেকে এসেছিলেন আর স্বর্গেই ফিরে গেছেন। স্পষ্টই তিনি একজন লো-হান, এজগৎ ছেড়ে যেতে চাননি, তাই ফিরে এসেছিলেন।"

সংবাদবাহক এই কথা শুনে বলল, "আমি তাকে যখন দেখেছি, তিনি বেঁচেছিলেন, এবং আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বিশ বছর আগে যখন বিহার পুড়ে গিয়েছিল, সবাই তাঁকে খুঁজেছিল, কিন্তু তাঁর কোন চিহ্ন খুঁজে পায় নি।" চাং-লাও দুঃখিত-চিত্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

ঠিক তখনই ফান গ্রাম থেকে একজন কৃষক একটা বড় কাঠের তক্তা বয়ে এনে সেটা দেবার জন্য চি-তিয়েনের খোঁজ করল।

চাং-লাও বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কাঠটা দিয়ে কি হবে এবং কি করে সে অতবড় কাঠের টুকরো বয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে।

গ্রামবাসীটি বলল, "এই কাঠের টুকরাগুলি পাহাড়ে প্রায় তিরিশ বছর শুকিয়েছে আর নড়ানো যায়নি। তারপর এক পুরোহিত এসে বললেন, "হিং-ঝু বিহারের হিসাব-রক্ষক চি-তিয়েনের সেগুলি দরকার। সেই রাতেই একটা প্রবল বন্যা আসায় বুদ্ধের সহায়তায়, সবগুলি গুঁড়ি ভেসে গেল আর খালের জলে ভেসে এখানে এল। তাই আমি তাঁকে এটা দিতে এসেছি আর দেখাতে এসেছি অন্যগুলি কোথায় তিনি পাবেন।"

চাং-লাও এটা শুনে ধূপ জ্বালাতে বললেন, প্রার্থনা করলেন এবং চি-তিয়েনের আত্মার শান্তির জন্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন। তারপর তিনি সংবাদ-বাহককে বললেন, চি-তিয়েনের জন্ম চ-হ্যাংউ বছরে (১১৭৮ খ্রীঃ) আর তিনি এত বছর হল গত হয়েছেন।

গ্রামবাসীটি তখন বুঝতে পারল যে সে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা দেখেছিল। সে ভয় পেয়ে প্রার্থনা করল, তারপর চলে গেল।

ভিক্ষুরা শেন-ওয়ান-এর উপস্থিতি প্রায়ই অনুভব করতেন। তিনি বিহারের দ্বার-রক্ষী হয়েছিলেন এবং প্রায় নব্বুই বছর আগে গত হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ধাই-ওয়েই এর বাড়িতে দেখা দিতেন।

এই কবিতায় যেমন বলা হয়েছে,

"শত বৎসর নয়ত তেমন বেশী,
শুধু অনন্ত কালে,
পীত স্বর্ণ বিশুদ্ধ হতে পারে
বীজ যে উপ্ত আজ,
বংশপরম্পরা অজস্র ধরে
চলবে লাঙল আর নিড়ানোর কাজ।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org